

ABKAR'S
HAND-BOOK

By

DIGENDRA NATH PAL
Excise Inspector, 21, Parganaah.

আবকারস্ হাণ্ডবুক।

২৪ প্রগণার আবকারী ইনস্পেক্টর

শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল
প্রণীত।


PUBLISHED BY CHATTERJEE BROTHERS
66 College Street, Calcutta.

All rights reserved.

২নং শঙ্কুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বীট— “বেদব্যাস-বলে”

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বাৰা।

মুদ্রিত ।



THIS LITTLE BOOK

IS DEDICATED

WITH PERMISSION

TO

A. FORBES Esq. B. A.

BENGAL CIVIL SERVICE

MAGISTRATE-COLLECTOR

24 Purgunnahs.

WITH THE HIGHEST RESPECTS AND REGARDS

OF

HIS OBEDIENT HUMBLE SERVANT

THE AUTHOR

INTRODUCTION.

The Excise Commission, appointed by the Bengal Government to reform the whole excise system in Bengal, recommended numerous practical changes in the existing system. The Government are now introducing the changes in certain selected districts as experimental measures and it is hoped that these changes will be soon introduced throughout Bengal. The changes thus introduced, especially with regard to outstills, are not only numerous but difficult to carry them out practically unless thoroughly understood by the Abkars. These changes have greatly disturbed the men who carry on trade in excisable articles ; as at present they do not thoroughly understand their position, and consequently can not bid for a shop to an amount which is considered fair both to them and to Government. If the venders come to the auction room having thoroughly understood the rules, orders and restrictions which they shall have to carry out, not only the Government will get the fairshare of the revenue and the settlement will be easy, but that the Abkars will be able to carry out the changes without any assistance from the officers of the Excise Department who feel it a great difficulty to explain the rules to them, as they often cannot understand them or forget them. A little book which they can always consult and in which there should be all that they should know of the Abkari matters will be a great boon to them. The Poards Excise Manual does not meet the want. It is a bulky volume which contains so many

things that men of the Abkar's intelligence and education can derive no benefit from it. Feeling this, I have explained in this book not only the recent changes regarding the outstills, but the rules framed by the Board which Abkars should know. I have carefully avoided those that are necessary for the excise officers and those that are not necessary for the Abkars. I have translated them in as easy language as possible and I hope they will find no difficulty whatever in understanding them.

I have given in a preface a short summary of the Report of the Excise Commission and the results of the Experiments of Dr. Warden in the manufacture of country spirit. In order to make this Hand Book complete I have also given the Bengali translation of the Excise and Opium laws. I have fixed the price of this book as cheap as possible; in fact it will barely cover the cost for printing and publication, so that every Abkar may get a copy without feeling any hardship. As far as I know they are ready to spend any sum to get a book which will help them and make clear to them all the Excise Rules; for then they will avoid innumerable difficulties and botheration which they now labour under.

If the book comes to any help to the Abkars I shall consider that my time in compiling the book has not been misspent, and my labors have not been in vain. I am indebted in this attempt to my elder brother Babu Ganendra Nath Pal of the Subordinate Executive Service now on special duty in charge of the Excise Works of Hughly and Howrah, and to Babu Gangadhar Ghose,

Excise Deputy Collector, 24 Pergunahs, to an extent beyond acknowledgment. I owe most to them for their valuable suggestions; their aid has been very material

Alipar }
22nd June 87 }

D N. P.

ভূমিকা ।

সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের প্রস্তুত ও বিক্রয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্ত গবর্ণমেন্টের স্বতন্ত্র আবকারী বিভাগ বর্তমান আছে। কলেক্টরের সাহেবের অধীনে আবকারী কার্যের ভার প্রতি জেলায় এক এক জন ডেপুটী কলেক্টরের হস্তে শাস্ত আছে। ইহা ব্যতীত ইনস্পেক্টর, দারোগা, জমাদার ও পিয়ন ইত্যাদি আছে। তদ্বারা আবকারী সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্বাবধারণ কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আফিম, মদ হইতে তড়ী, সিদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত মাদক দ্রব্য আবকারী আইনানুসারে প্রস্তুত ও বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের আবকারী আইন ও আবকারী সম্বন্ধে বোর্ড ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ধার্য নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। নিয়ম জ্ঞাত না থাকিলে প্রথমতঃ কার্যের ব্যাঘাত। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ই আইন লঙ্ঘন বশতঃ দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। আবকারী আইন ও নিয়ম সকল বোর্ড কর্তৃক পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে। কিন্তু ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় অনেকের পক্ষে না থাকার মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। ঐ পুস্তকের যে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে তাহা এত রুহৎ ও নানা বিষয়ে পরিপূরিত, এবং ভাষাও এত কঠিন যে আবকারী ভেণ্ডারের ঙ্গায় অল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষে ঐ পুস্তক হইতে তাঁহাদের দরকারী অংশ বাচিয়া লওয়া ও ভাব সংগ্রহ করা দুষ্কর। এই জন্য আবকারিদিগের এই গুরুতর অভাব দূর

করিবার বাসনায় আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক সংকলনে নিযুক্ত হইয়াছি। ইহাতে আবকারদিগের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় অতি সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা আবকার দিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে তাহা গ্ৰস্ত করি নাই। কলিকাতাস্থ ভেণ্ডারদিগের জ্ঞাতব্য বিশেষ বিধি গুলিও সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

দেশী মদ সম্বন্ধে নানা পরিবর্তন ও নানা নতন নিয়ম ধার্য হইয়াছে। দেশী মদ সস্তা হওয়ায় ও সর্বত্র দেশী মদ চুলাই জগু ভাঁটী খুলিতে দেওয়ায় এ প্রদেশে মদ খাওয়া অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছিল। ইহার বিশেষ কারণ নির্দেশ জগু ও সবিশেষ অনুসন্ধানার্থ ভূতপূর্ব ছোটলাট টমসন সাহেব বাহাদুর এক কমিসন নিযুক্ত করেন। এই কমিসনের সভাপতি শ্রীযুত এডগাব সাহেব এবং সভ্য ক্লাইল সাহেব, বাবু কৃষ্ণবিন্দারি সেন ও বাবু অভয়চন্দ্র দাস হইরাছিলেন। ইঁহারা বহু স্থান ভ্রমণ ও বহু অনুসন্ধানের পর এক রিপোর্ট গবর্ণমেন্টে দেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্তির পর গবর্ণমেন্ট দেশী মদ সম্বন্ধে নানা নতন নিয়ম ধার্য করিয়াছেন; আমরা এই পুস্তকের যথা স্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছি। কমিসন যাহা যাহা করিতে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেন তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই পুস্তকের প্রথমেই সন্নিবেশিত করিয়াছি। দেশী মদ চুলাই সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ার্ডেন সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ গ্ৰস্ত হইয়াছে। তাৎপরে বোর্ড ও গবর্ণমেন্টের ধার্য নিয়মের আবকার দিগের প্রয়োজনীয় অংশ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আবকারী বিষয়ে

১৮৭৮ সালের ৭ ও ১ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকের মূল্য যথা সম্ভব মূল্যে ধার্য করা হইল। গ্রন্থকারের কোন প্রকার লাভের আশা নাই। এই পুস্তক দ্বারা আবকারদিগের উপকার দর্শিলে গ্রন্থকাব পরিশ্রম সার্থক মনে করিবেন।

আলিপুর।	}	শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল
২২ শে জুন ১৮৮৭।		

আবকারী কমিসন

আবকারী কমিসন প্রদানকৃত লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব
কবেন।

সহর ও সহর তলিতে অর্থাৎ যে সকল স্থানে লোকের
বসতি অধিক ও সম্ভবমত মদ অধিক কাটিতে পারে এরূপ স্থলে
খোলাভাঁটি থাকিলে মদ সস্তা হইবে; এই জন্ত এই সকল
স্থানে ইষ্টারা সদরভাঁটি (Sudder distillery) সংস্থাপনের
প্রস্তাব করেন। বঙ্গদেশের পাটনা, গয়া, আরা, চাপরা, বেতিয়া
মজফরপুর, দারভাঙ্গা, মুন্সের, জামালপুর, ভাগলপুর, মুরশিদা-
বাদ ও বরহমপুর, বর্ধমান ও ঢাকা মহলের কতকাংশে পুনরায়
সদর ভাঁটি স্থাপনা করা উচিত তাহাও উল্লেখ করেন।

২য়। নিত্যন্ত পরিগ্রামে ও যে যে স্থানে মদ্যের বসতি
নিত্যন্ত অল্প তথায় কোন ক্রমেই সরকারী ভাঁটি স্থাপনা চলিতে
পারে না; এই জন্ত এই সকল স্থানে খোলাভাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব
করেন। বঙ্গদেশের উপরি লিখিত জেলা ও যে যে জেলায়
পূর্বে হইতেই সদর ভাঁটি আছে তাহা বাতীত অগ্ৰাণ্ড
জেলায় খোলাভাঁটি বাধা উচিত তাহাও তাহার উল্লেখ করেন।

৩য়। অনেক স্থল এরূপ আছে যথায় সরকারী ভাঁটি স্থাপনা
চলিতে পারে না, অথচ খোলাভাঁটি হইলে মদ সস্তা হইবে।
অনেক লোককে মাতাল করিতে পারে এরূপ বিবেচনা করিয়া
নিম্নলিখিত রূপে ভাঁটির চোলাইয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ
(Restricted Capacity) করিতে চাহেন।

(১) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাটী দিয়া,

(২) গাঁজলা উঠাইবার পাত্র বা মাইটের আকার ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া।

আবকারী কর্মচারীগণ প্রথমতঃ যে সকল স্থানে ভাটী আছে তথায় অনুসন্ধান দ্বারা জানিবেন যে কত মদ প্রত্যেক ভাটীতে প্রত্যহ বিক্রয়ের জন্ত নিতান্ত আবশ্যক। ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা সেই সেই স্থানে সেই সেই পরিমাণ মদ প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ আকারের ভাটী দিবেন। এইরূপে কোথায় ১০, কোথায় ২০ কোথাও বা তদধিক গঠনের ভাটী দেওয়া হইবে। এই সকল ভাটী সাহায্যে ভাটার হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে এবং ভাটী পরিবর্তন সাহায্যে না চলে এই জন্ত আবকারী কর্মচারী দ্বারা ভাটীতে কোন নির্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া হইবে।

৪। যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে, অথচ তথায় স্বরকারী ভাটীখানা চলিতে পারে না, তথায় ঐ মিউনিসিপালিটি ন্যায্য অপত্তি করিলে সহরের বসতির মধ্যে কোন স্থানে খোলা ভাটী করিতে দেওয়া হইবে না। মিউনিসিপালিটির কমিসনরদিগের পরামর্শানুযায়ী সহরের বাহিরে কোন স্থানে ভাটী খুলিয়া মদ চোলাই করিতে দেওয়া হইবে।

৫। মদের একটি নূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব ও কমিসন করিয়া দেন। ভাটীর চুলাই ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকিলে কোন্ ভাটীতে কত মদ হইবে তাহা সহজেই জানিতে পারা যাইবে। এই মদের উপর নির্দিষ্ট লাইসেন্স ফি আদায় করিলে ভাটীদার কখনই লোকসান করিয়া অল্প মূল্যে মদ

বিক্রয় করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীতও কমিসন মদের মূল্য নির্দিষ্ট করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতি বোতল মদের দাম আট আনা বা এক টাকা বা অন্য কোন দামের কম ভাঁটীদার বিক্রয় করিতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

৬। কমিসন সন্ধ্যার পর মদ বিক্রয় বন্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ১২ বৎসরের অল্প বয়স্ক বালকের নিকটও মদ বিক্রয় তাঁহারা নিষেধ করেন।

৭। কমিসন নিম্নলিখিত স্থানে খোলা ভাঁটী বসাইতে নিষেধ করেন।

(১) গ্রামের বসতির মধ্যে,

(২) বাজারের ভিতরে,

(৩) যে রাস্তা দিয়া স্ত্রীলোক স্নান কিম্বা জল আনিবার জন্য যাতায়াত করে।

(৪) কোন কুঠী কিম্বা ঐরূপ কোন কারখানায়, যেখানে বহুসংখ্যক লোক কর্ম্ম করে তাহার কেবল সন্নিকটবর্তী কোন স্থানে।

৮। কমিসনের প্রস্তাবানুযায়ী গবর্ণমেন্ট কয়েকটি জেলায় পুনরায় সদর ভাঁটীখানা বসাইয়াছেন এবং কমিসনের খোলা ভাঁটী সম্বন্ধে সমস্ত প্রস্তাব কার্যে পরিনত করার জন্ত পাটনা জেলায় প্রথম ইহার পরীক্ষা করা হয়। ঐরূপ পরীক্ষায় পাটনা জেলায় অতি সন্তোষজনকরূপে কার্য হইয়াছে। সেই জন্ত গবর্ণমেন্ট এক্ষণে সকল জেলাতেই ক্রমে ক্রমে ঐ নিয়মে কার্য করার জন্ত আদেশ করিয়াছেন। এই নূতন নিয়মে কিরূপে ভাঁটী ও মইট আদি করিতে হইবে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

দেশী মদ সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ওয়ার্ডেন সাহেবের মত ।

১। দেশী মদ নিম্ন লিখিত দ্রব্য হইতে হয় । গুড়, মউয়া, ভাত ।

২। প্রথমতঃ জল মিশাইয়া এই সকল দ্রব্য গাঁজলা উঠাইবার জন্ত রাখিতে হয়, তৎপরে ইহাই লইয়া চুলাই করিলে মদ প্রস্তুত হয় ।

৩ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন ।

১। কত দ্রব্যে কত মদ হয় ।

২। কোন স্থানে কিরূপ মদ হয় ।

৩। কিরূপ হাব হওয়ায় কত মদ হয় ।

৪। কোন নিয়মে কত পরিমাণ মদ হয় ।

৫। কত জল মিশাইয়া গাঁজলা উঠাইতে হইবে ।

৬। কিরূপ দ্রব্যে গাঁজলা উঠিলে কত “ফিউসিল” তৈল বা একরূপ বিষাক্ত জিনিস উৎপন্ন হয় ।

৭। ঐ বিষাক্ত জিনিস কিসে কম হয় ।

উপরিলিখিত বিষয় কএকটীতে তিনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

১। এক মণ গুড়ে, ১ ভাগ গুড় ও দুই ভাগ জল সোস্ত বা গুড়ের দ্বিগুণ জল সোস্ত এই পরিমাণ মিশাইয়া চুলাই করিলে ৩৩৪৬ ; ১ ভাগ গুড় ও ৪ ভাগ জলে সোস্তে ৪.১৪২ ;

১. ভাগ গুড় ৬ ভাগ জলে ও সোস্টে ৪.৪৮৬১ গ্যালন লণ্ডন প্রফ মদ প্রস্তুত হয়।

একমণ মউয়া, ১ ভাগ মউয়া ও ২ ভাগ জলে সোস্টে বা মউয়ার দ্বিগুণ জল সোস্টে ১.৬৮৮, এক ভাগ মউয়া ও ৩ ভাগ জল সোস্টে ১.৩৪০; ১ ভাগ মউয়া ও ৪ ভাগ জল সোস্টে ২.৩৪ গ্যালন লণ্ডন প্রফ মদ হয়।

২। স্থান বিশেষে মদ অধিক ও কম হয়। কিন্তু বিশেষতঃ গাঁজলা উঠা দ্রব্যের মধ্যে বাহাতে যত পরিমাণ মিষ্ট পদার্থ থাকে তাহা হইতে তত অধিক মদ হয়।

৩। আব হাওয়া বশতঃও মদ অধিক ও কম হয়। গরমে শীঘ্র গাঁজলা উঠে; বাহা ইউক ৮২ হইতে ৮৬ ডিগ্রি গরমের মধ্যে চুলাই করাই কর্তব্য। করিলে মদ অধিক ও উত্তম হয়।

৪। গাঁজলা উঠাইবার জন্য কত সময় প্রয়োজন তাহা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে শীঘ্র ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাঁজলা উঠিবে। গুড় ইত্যাদি জলের সহিত বেস মিশ্রিত হইয়া গেলেও শীঘ্র গাঁজলা উঠে।

৫। বাথর মিশাইলে যে মদ শীঘ্র হয় বা অধিক হয় তাহার কোন মানেন নাই। গুড় ইত্যাদির সহিত সোস্টে মিশাইলে মদ অধিক ও শীঘ্র হয়। গাঁজলা সম্পূর্ণরূপে উঠিলে স্পিরিট উড়িয়া যাইতে পারে, এই জন্য সোস্ট মিশাইলে আর তাহা হয় না। চুলাইয়ের সময়ও ইহাতে অনেক উপকার করে।

৬। গাঁজলা উঠাইবার পাত্র প্রথম নাড়িয়া দেওয়া ভাল। প্রথম প্রথম বাতাস পাইলে গাঁজলা তাস হয়, কিন্তু পরে

বাতাস লাগিলে ভালর পরিবর্তে মন্দ হয়। এই জন্ত মাইটির মুখ তখন ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য।

৭। কোন কোন জেলায় ভাঁটীর মাথার উপর জল নিক্ষেপ এবং কোন কোন জেলায় যে পাত্রে মদ আসিয়া জমে তাহার উপর জল ছড়াইয়া দেওয়া প্রথা চলিত আছে। মদ উত্তম রূপ চুলাই হইবার জন্য ভাঁটীর মুখ ও মদ ধরিবার পাত্র উভয়ই জল দিয়া ঠাণ্ডা করা উচিত।

৮। দেশীমদ হইতে কোন ক্রমেই বিধাত্ত ফিউসিল তৈল হুর করা যাইতে পারে না। দেশী মদে ফিউসিল তৈল থাকিবেই থাকিবে। তবে তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া চুলাই করিলে সম্ভবমত কম পরিমাণে ফিউসিল তৈল থাকিতে পারে।

আবকারস্ হ্যাণ্ডবুক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

- ১। নিম্নলিখিত দ্রব্য হইতে আবকারি রাজস্ব উৎপন্ন হয়।
 - (ক) বিলাতি আমদানি উগ্র মদ।
 - (খ) ইংরেজি ধরণে এ দেশে প্রস্তুত উগ্র মদ অর্থাৎ রম।
 - (গ) দিলী মদ, অর্থাৎ এ দেশের ধরণে চোয়ান মদ।
 - (ঘ) এ দেশের ধরণে প্রস্তুত গাঁজলা উঠা মাদক দ্রব্য
মথা, তাড়ী, পাচই ইত্যাদি।
 - (ঙ.) টাট্কা তাড়ি।
 - (চ) গাঁজা ও গাঁজার গাছ হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য ;
ইহার মধ্যে চরস, সিজি, ভাস্ক মাজন মতব্য হয়।
 - (ছ) আফিম ও আফিম হইতে প্রস্তুত মদত, চণ্ডু ইত্যাদি
মাদক দ্রব্য।*

২। আবকারিতে ৬ প্রকার ট্যাক্স আছে।

- (ক) খৌক বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি।

* ১৮৭৮ সন্থাকের ১ আইনের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

(খ) খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি ।

(গ) প্রকৃত বত পরিমাণ মদ ব্যবহার হয় তাহার উপর ট্যাক্স ।

(ঘ) মদ চোরান জন্ত যে যে দ্রব্য ব্যবহার হয় তাহার উপর ট্যাক্স ।

(ঙ) পবর্ণমেন্টের ভাঁটিখানায় প্রত্যেক ভাঁটির উপর ট্যাক্স ।

(চ) খোলা ভাঁটির উপর ট্যাক্স ।

৩। বিলাতি আমদানি উগ্র মদ ও বিলাতি ধরণে এ দেশে প্রস্তুত উগ্র মদের উপর সকল জেলায় থোক বিক্রয়ের জন্ত বাৎসরিক ৫০ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়।

৪। কলিকাতা সহিত সমস্ত জেলায় উপরিলিখিত সমস্ত প্রকার মাদক দ্রব্যের উপর খুচরা বিক্রয়ের জন্ত খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি লওয়া হয়। অবস্থানুসারে এবং বোর্ডের ধার্যমত এই ফি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই লাইসেন্স ফি দুই প্রকারে লওয়া হয়; (১ম) প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয়ে, (২য়) স্থানের অবস্থা, লোক সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া যে ফি ধার্য করা হয়। ১ম প্রকারকে “নিলাম প্রথা” ও দ্বিতীয় প্রকারকে “ফিকস্‌ড লাইসেন্স ফি” প্রথা কহে।

৫। তৃতীয় প্রকার ট্যাক্স, অর্থাৎ যে পরিমাণে কোন মাদক-দ্রব্য ব্যবহার জন্ত লওয়া হয় তাহার উপর যে ট্যাক্স দিতে হয় তাহাকে “ফিক্সড্ ডিউটি” বা নির্ধারিত মাসুল প্রথা কহে। ইহাতে কি বিলাতি আমদানি বা বিলাতি ধরণে প্রস্তুত উগ্র মদ, কি দেশী মদ, কি গাঁজা সিদ্ধি বা ভাপ, চরস সকলেই বর্তে। লাইসেন্স ফি ছাড়াও এ ট্যাক্স দিতে হয়। বিলাতি আম-

আবকারস্ হ্যাণ্ডবুক ।

দানি মদের উপর ১৮৮২ খ্রষ্টাব্দের ভারতীয় (টারিফ) ১১ আইনের অনুবর্তী কাষ্টম হাউস কর্তৃক ধার্য হয়। এ দেশে প্রস্তুত মদের উপর “ফিক্সড্ ডিউটী” আবগারি কর্ণ্যচারির নিকট দিতে হয়। টারিফ আইনের ২য় ধারা ২ সিডিউলামুসারে বিলাতি আমদানি “লগুন প্রফ” প্রতি গ্যালন মদের উপর পাঁচ টাকা মাসুল দিতে হয়। উল্লিখিত আইনের ৬ ধারানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময় সময় গেজেটে সেই গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ যে কোন বা সমস্ত ডিস্টিলারী উৎপন্ন-মদের উপর বিবেচনা মত মাসুল ধার্য করিতে পারিবেন, কিন্তা ঐ মাসুল কোনক্রমে বিলাতি আমদানি মদের মাসুল অপেক্ষা অধিক হইবে না।*

* বাঙ্গালার ভাঁটীখানায় প্রস্তুত প্রতিগ্যালন দেশী মদের উপর নিম্ন লিখিত জেলায় নিম্ন লিখিত হারে মাসুল দিতে হয়।

বর্জমান ৪৭, বাকুরা ২৥০, বীরভূম, ২৥০, মেদনীপুর ৫-২৥০ ১৥০, হাবড়া ও হুগলী ৪৭, ২৪ পরগণা ৫, কলিকাতা ও সহর-তলী ৫, নদে ৫, যশোহর ৫, খুলনা ৫, মুরসিদাবাদ ৪১০০, দিনাজপুর ৩০০, রাজসাহী ৩০০, রঙ্গপুর ৩০০, বগরা ৩০০, পাটনা ৩০০, জলপাইগুড়ি ২৥০, ঢাকা ৪১০০, ফরিদপুর ৩৫০, বাধরগঞ্জ ৩৫০, মহম্মনসিং ৩৫০, চট্টগ্রাম ৩০০, নোয়াখালি ২৥০, টিপারা ২৥০ পাটনা ২, গয়া ২৥০, সাহাবাদ ২, মজফরপুর ২৥০, দারভাঙ্গা ২৥০ সারণ ২৥০, চাম্পারণ ২৥০, মুন্সের ৩, ভাগলপুর ৩, পূর্ণিয়া ৩০০ মালদা ৩০০, সাঁওতাল পরগণা ২ ও ১৥০, কটক ২, পুরী ২, বালেশ্বর ২, হাজারিবাগ ১৫০০, লোহীড়গা ১৫০০ সিংভূম ১৫০০ মানভূম ১৫০০।

৬। চতুর্থ প্রকার কর, অর্থাৎ মদ চৌয়াইবার জন্ত যে যে দ্রব্য প্রয়োজন তাহার উপর যে কর দিতে হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট জেলায় কেবল এই প্রথায় কর আদায় হয়। *

৭। পঞ্চম প্রকার কর, দেশী মদ প্রস্তুত কারক দিগের নিকট প্রবর্ণমেষ্ট প্রুতি ভাঁটীখানায় প্রস্তুত প্রতি গ্যালনের উপর স্বরভাড়া স্বরূপ যে কর লওয়া হয়।

৮। ষষ্ঠ প্রকার কর, খোলাভাঁটী ইজারা লইলে দিতে হয়। একটি ভাঁটী ও তত্বপন্ন মদ বিক্রয়ের জন্ত মাসিক ফি লইয়া লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইহার ফির হার কখন কখন কলেक्टर কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়, কখন বা একটি অনূ্যন ফি স্থির করিয়া তাহার উপর সর্বোচ্চ ডাক নিলামে বিক্রিত হয়।

৯। তাড়ি, পাচই, সিন্ধি, ভাজ, কিন্ধা মাজন বিক্রয়ের লাইসেন্স নিলাম ডাকে বিক্রয় হয়। কলেक्टर কর্তৃক প্রথম একটি সর্ব নিম্নদর স্থির হইলে পরে এই সকল দ্রব্যের লাইসেন্স ভিন্ন অন্য ট্যাক্স দিতে হয় না। কলিকাতা ও বোর্ডের ধার্যমত অন্য জেলায় কেবল সিন্ধি কিন্ধা ভাজের উপর অন্য ট্যাক্স লওয়া হয়। এই প্রকারকে, “মাসিক ট্যাক্স” প্রথা কহে।

* পাটনা, গয়া, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, সাহাবাদ, সারণ, মুঙ্গের। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪ বিধি দেখু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সাধারণ বিধি ।

১। অগ্ররূপ ধাৰ্য্য বা বোর্ড কর্তৃক বিশেষ নির্দেশ না হইলে সকল প্রকার আবকারি লাইসেন্স চলিত এক বৎসরের জন্ত দেওয়া হইবে। এবং ১লা এপ্রেল * হইতে বৎসর আরম্ভ ধরিতে হইবে। বৎসরের মধ্যে অগ্র সময়ে লাইসেন্স লইলে সে লাইসেন্স কেবল ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে।

২। যখন কোন দোকান নিলামে বিক্রয় হয় তখন বুঝিতে হইবে, যে ঐ দোকানের চারিদিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে ঐ দোকান হইবে। কলিকাতায় এরূপ নির্দিষ্ট স্থান পুরাতন দোকানের চারিদিকে ৩০০ হাত ধরা হয়। *
বোঃ নিঃ ৮।

* গবর্ণমেন্ট রাজকীয় সমস্ত কার্যের জন্ত বৎসর এপ্রেল মাস হইতে ধরেন।

* দৃষ্টান্ত যেমন কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় একখানি দোকান নিলাম হইল। ঐ দোকান যিনি কিনিলেন তাঁহাকে যে, সে দোকান যে ঘরে ছিল, সেই ঘরেই দোকান করিতে হইবে এরূপ নহে। ঐ দোকানের চারিদিকে ৩০০ হাতের মধ্যে যে কোন স্থানে তিনি দোকান খুলিতে পারেন। মফস্বলেও ঐরূপ। পূর্ব দোকানের চারিদিকেই কত দূরের মধ্যে দোকান খুলিতে হইবে তাহা নিলামের সময় জানাইয়া দিবে।

৩। কলিকাতায় দোকানের জগ্ন নিয়মলিখিত বিশেষ নিয়ম আছে। বোঃ ১০।

(ক) আবকারি সুপারিন্টেন্ডের নিকট হইতে লাইসেন্স লইবার অগ্রে প্রথম পুলিশের ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদনকারকের তাঁহার চরিত্র বিষয়ের এক সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(খ) নিলাম বিক্রয় প্রথায় নিলাম ক্রেতা নিলামের পূর্বে সার্টিফিকেটেব জগ্ন পুলিশের ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদন করিবেন।

(গ) “ফিকসড লাইসেন্স” প্রথায় দোকান বা হোটেল খুলিতে হইলে প্রথম আবকারি সুপারিন্টেন্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে; তিনি যদি অনুমোদন করেন তবে সেই সার্টিফিকেট সহ ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(ঘ) যিনি লাইসেন্স লইবেন হোটেল কিম্বা দোকান কেবল তাঁহারই নামে খুলিতে হইবে। কেহই আবকারি বিভাগের অনুমতি ভিন্ন লাইসেন্স অগ্ন নামে পরিবর্তন কিম্বা অগ্নের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৪। বৎসরের শেষে সমস্ত লাইসেন্স ফেরত দিতে হইবে। পুরাতন লাইসেন্স, বে মেয়াদি বা ক্যান্সেল লাইসেন্স কলেক্টর সাহেবের নিকট ফেরত না দিলে কিম্বা তাহা ফেরত না দিতে পারার বিশেষ কারণ না দর্শাইলে আর নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। লাইসেন্স ফেরত না দিলে অনতিবিলম্বে পুলিশ দ্বারা দোকান বন্ধ করা হইবে। (বোঃ নিঃ ১২)।

৫। লাইসেন্স কেহই হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহার লাইসেন্স ক্যান্সেল হইবে এবং অগ্রিম দত্ত টাকাও বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ১৩।

৬। লাইসেন্সের প্রতিনিধি লইতে হইলে ২ টাকা ফি লাগিবে। বোঃ ১৪।

৭। কমিসনর সাহেব ও বোর্ডের ধার্যমত এক ব্যক্তিই দেশী মদ, রম, বিলাতি আমদানী মদ, এক বা ততোধিক দোকানের জন্য লাইসেন্স লইতে পারিবেন। বোঃ ১৬।

৮। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ২৭ ধারা মত নোটিস না দিলে কেহ লাইসেন্স অ্যাপ করিতে পারিবেন না। যদি কমেট্রব সাহেব পুরাতন পাটা ফেবত না আনান তাহা হইলে নতুন লাইসেন্স বৎসরের প্রথমে না পাইলেও লাইসেন্স বলবত থাকিবে। বোঃ ১৭।

৯। ১৬ বিধি লিখিত দোকান ব্যতীত এক লাইসেন্সে কেবল একই দোকান চলিতে পারিবে। বোঃ ১৮।

১০। ইংরেজ সৈন্য গমনাগমনের সময় তাহাদের গমনের পথের কিন্না ঐ পথের নিকটবর্তী স্থানের সমস্ত দোকান বা তাঁটা বন্ধ করিতে হইবে। সিপাহী বাইবার সময়ও বিশেষ আজ্ঞা হইলে বন্ধ করিতে হইবে বোঃ ২২।

১১। উপরিলিখিত কারণে দোকান বন্ধ হইলে খোলা ভাটী ও মাসিক ফি প্রথার দোকানদার নিজ লাইসেন্সের হার ধরিয়া বন্ধ দিবসের এবং লাভের ক্ষতি স্বরূপ শতকরা ১০ টাকা ক্ষতি পূরণ পাইবেন। বোঃ ২৬।

১২। “ফিক্সড্” ফির দোকানদার হইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত ক্ষতি পূরণ করিবেন। বোঃ ২৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিলাম বিক্রয়।

১। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনানুসারে বোর্ড অগ্রিম দেয় লাইসেন্স ফি ধার্য ও আদায় করিতে পারেন এবং লাইসেন্সে লিখিত মত টাকা না দিলে লাইসেন্স ক্যান্সেল ও অগ্রিম দত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতেও পারেন। মাসিক দেয় লাইসেন্স ফি বিজ্ঞাপন মত নিলাম ডাকে স্থির হয়। নিলাম হইবার অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব হইতে কলেক্টর কাছারীতে এবং নিলামের দিবস নিলামের স্থানে যে সকল দোকান নিলাম হইবে তাহার এক লিষ্ট লটকাইয়া দেওয়া হয়।* বিশেষ কারণ না হইলে বৎসরের মধ্যে কলেক্টর সাহেব ঐ সকল দোকান ব্যতীত আর নূতন দোকান খুলিবার জন্য লাইসেন্স দিবেন না। এই সুবিধা থাকায় দোকানদারগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, কোন্ দোকানে কত বিক্রয় সম্ভব। কলেক্টর সাহেব সকলের উচ্চশ্রেণী ডাক গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যের অধিক ডাক সত্ত্বেও পূর্ব দোকান-

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮ বিধি ৯ হইতে ১৩।

দারকে দোকান দিতে পারেন। নিলামের স্থানে বাইবার জন্য কাহারও কোন ফি লাগিবে না। নিলামের সময় কলেক্টর সাহেব দোকানের স্থান বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবেন।

২। কলিকাতা ও সহরতলিতে সমস্ত আবকারি দ্রব্যের দোকান নিলাম ডাকে বিলি হয়। উড়িষ্যা ব্যতীত-অন্যত্র তাড়ি ছাড়া আর সমস্ত দ্রব্যের দোকানও ঐরূপে বিলি হয়। উড়ি-ষ্যায় দেশী মদ তিন্ন আর সমস্ত আবকারী দোকান নিলামে বিলি হয়। কিন্তু তথায় খোলা ভাঁটি নিলামেই বিলি হয়।

৩। লাইসেন্স সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্যই দেওয়া হয়, কিন্তু কলিকাতা, বর্ধমান, হুগলী, নদে, ২৪ পরগণা, যশোহর, ঢাকা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদনীপুরে বিলাতী আমদানী মদ, দেশী রম ও দেশী মদের দোকান সম্বন্ধে তিন বৎসরের জন্যও লাইসেন্স হইতে পারে। কিন্তু তিন বৎসরের জন্য লাইসেন্স দিলেও যদি ঐ সকল জেলার বা জেলার কোন অংশে, লগুনফ্রফ মদের প্রতি গ্যালনে ৫ টাকা মাসুল না আদায় হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট লাইসেন্সের মেয়াদ থাকিতে বৎসরের মধ্যেই মাসুল বাড়াইয়া দিতে পারেন। মাসুলের হার বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষতি হইল বলিয়া দোকানদার কোন দাওয়া করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি দেশী মদের উপর মাসুল বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দোকানদার দোকান ছাড়িয়া দিতে পারেন; মাসুল কমিয়া গেলে কলেক্টর সাহেব ইচ্ছা করিলে লাইসেন্স ক্যান্সেল করিয়াও দিতে পারেন কিন্তু এইরূপ স্ব ইচ্ছায় ত্যাগ করিলে বা কলেক্টর

কর্তৃক লাইসেন্স ক্যামেল হইলে অগ্রিমদত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। বোঃ ৩।৪।

৪। নূতন দোকানের বন্দোবস্ত হইয়া গেলে সে বৎসর কলেক্টর সাহেব আর নূতন দোকান স্থাপন করিতে পারিবেন না। তবে মেলার জন্য যদি ঐ মেলার নিকটস্থ দোকানদার মেলাস্থ লোকের সরবরাহ করিতে না পারেন, তবে নূতন দোকান বসান বাইতে পারে। অন্য কোন দোকানদার আপত্তি না করিলে বৎসরের মধ্যেও দোকানের স্থান পরিবর্তন করা বাইতে পারে। বোঃ ৫।

৫। যে সকল জেলায় ৩ বৎসরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তথায়ও বৎসরের মধ্যে আর নূতন দোকান বসান হইবে না; কিন্তু বিশেষ কারণ হইলে বোর্ডের অনুমতি অনুসারে নূতন দোকানও বসান হইবে। এরূপ হইলে পূর্ব দোকানদারগণ নিজ নিজ লাইসেন্স ছাড়িয়া দিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের অগ্রিম দত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। কলিকাতায়ও এ নিয়ম খাটিবে, তবে নূতন দোকানের সিকি মাইল দূরবর্তী দোকান ব্যতীত অন্য দোকানে এই নিয়ম বর্তিবে না। বোঃ ৬।

৬। বন্দোবস্তের পূর্বে কলেক্টর সাহেব দোকান একস্থান হইতে পরিবর্তন করিয়া অন্যত্র বসাইতে পারেন। বোঃ ৭।

৭। নিলামের সময় প্রতি দোকানের উপর একটী দর (আপসেট প্রাইস*) ধরিয়া কলেক্টর সাহেব তাহারই

* সাধারণত “আপসেট প্রাইস” অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, যে প্রকারের দোকান মাসিক বত টাকা ট্যাক্স পূর্ব তিন

উপর ডাকিতে বলিবেন । যদি কেহ আপসেট প্রাইসের উপর ডাকিতে না চান তাহা হইলে তিনি নিলাম বন্দ করিয়া কমিসনার সাহেবকে লিখিবেন । যখনই নিলাম হউক, বৎসরের প্রথম নূতন বন্দোবস্তের সময় বা ক্যানসেল দোকানের বন্দোবস্তের সময়, সকল সময়ই এইরূপ নিলাম হইবে । বোঃ ১৫

৮। দোকান নিলামে ক্রয় করিলেও, কলিকাতার পুলিশ কমিসনার সাহেবের সাটি ফিকেট না পাইলে কেহ দোকান খুলিতে পারিবেন না । মফঃস্বলে যদি ম্যাজেষ্টার আপত্তি না করেন তবে খুলিতে পারিবেন । বোঃ ১৬

৯। লাইসেন্সের টাকা নিম্ন লিখিত দ্রব্য ও ১২ পরিচ্ছেদ বোর্ডের ৯ বিধি লিখিত দ্রব্য ব্যতীত নিম্ন লিখিত মত অগ্রিম দিতে হইবে । কিনিবার সময় দুই মাসের টাকা, লাইসেন্স যে তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে সেই তারিখে এক মাসের, তৎপরে প্রতি মাসের ১লা এক মাসের করিয়া দিতে হইবে । যত দিন না লাইসেন্সের টাকা শোধ হয় তত দিন এইরূপ দিতে হইবে । * বোঃ ১৭

বৎসর দিয়া আসিতেছে তাহারই মাসিক গড়পড়তা যত হয় তাহাই সেই প্রকারের দোকানের “আপসেট প্রাইস” । ইহা ভিন্ন দোকানের বিক্রয় দেখিয়াও আপসেট ফি ধার্য হয় ।

* সমস্ত ফিই মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারা যায়; ও পাঠাইলে সকলের পক্ষেই সুবিধা হয় । এমন কি টাকা এইরূপ মনিঅর্ডার করিয়াই পাঠান কর্তব্য । মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে মনিঅর্ডারের কুপনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ নাম,

১০। পাচই, চরস, সিদ্ধি ও মাজনের লাইসেন্স লইলে ক্রেয়ের সময় এক মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হয়। বোঃ ১৮

১১। বিজ্ঞাপন মত লাইসেন্স ভিন্ন ভিন্ন দফায় নিলামে তোলা হইবে। যিনি কিনিবেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ লাইসেন্সের বা একের অধিক হইলে ঐ সকল লাইসেন্সের অগ্রিম দেয় টাকা জমা দিতে হইবে। ২৫ টাকার অধিক হইলে এবং লোক বিশ্বাসী ও পরিচিত হইলে কলেक्टर সাহেব, তাঁহার নিকটে যে ছাপান হ্যাণ্ডনোট আছে, নগদ টাকার পরিবর্তে তাহাতে সই করাইয়া লইতেও পারেন। কিন্তু ঐ হ্যাণ্ডনোটের টাকা পর দিবস ৪টার মধ্যে দিতে হইবে; না দিলে লাইসেন্স আবার বিক্রয় হইবে। এবং ক্ষতি হইলে আদালতে তাঁহার নামে নালিস হইয়া ক্ষতি পূরণ হইতে পারিবে। পরিচিত ও বিশ্বাসী লোক না হইলে অগ্রিম দেয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে; দিতে না পারিলে লাইসেন্স আবার সেই দিন কা অল্প দিন নিলাম করা হইবে। যে টাকা দিতে পারিবে না তাহাকে আর ডাকিতে দেওয়া হইবেনা এবং নিলামের স্থান পরিত্যাগ করিতে বলা হইবে। বোঃ ১৯

১২। পরে লাইসেন্সের গিথিত মত টাকা মাসে মাসে দিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ক্যান্সেল হইবে ও দোকান পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করা হইবে। বোঃ ২২

দোকানের নাম এবং যে সময়ের টাকা পাঠান হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। বোর্ডের সারকিউলার নং ৮
মার্চ ১৮৮৬

১৩ । ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ২৯ ধারা লিখিত কারণ ব্যতীত যদি লাইসেন্সের সময় থাকিতে দোকান বন্ধ করা হয় তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা অগ্রিম দত্ত টাকা ফেরত পাইবেন না । ঐ আইনের ৩০ ধারা বিধি মত যদি কোন ভেণ্ডার লাইসেন্স ভাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রিম দেয় টাকা ব্যতীতও ১৫ দিবসের ফি দিতে হইবে । * বোঃ ২৩

১৪ । নিলামে ক্রয় করিলে সেই সময়ে কলেক্টরের নিকটস্থ দোকানের লিষ্টের মধ্যে যে দোকান কেনা হইল তাহাব পার্শ্ব নাম বা লিখিতে না জানিলে ঢেরা সই করিতে হইবে । যদি কাহাও সম্বন্ধে পরে পুলিसे আপত্তি করেন তবে ঐ টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে । বোঃ ২৪

১৫ । লাইসেন্সের কাল সাধারণতঃ ১লা এপ্রেল হইতে আবদ্ধ হইবে । ঐ তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে দোকান

* ১লা তারিখের দেয় টাকা দিতে না পারিলে যদি লাইসেন্স ক্যানসেল হয় তাহা হইলে অগ্রিম দত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে, অধিকন্তু যে মাসে বাজেয়াপ্ত হইল সে মাসের টাকাও আদায় করা হইবে । লাইসেন্স স্ব ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলে অগ্রিম দত্ত টাকা, যে মাসে ছাড়িয়া দেওয়া হইল সেই মাসের খাজনার টাকা । এতদ্ব্যতীত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৩০ ধারা লিখিত ১৫ দিবসের খাজনা দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে । এই জন্ত যিনি বৎসবে মধ্য লাইসেন্স ছাড়িতে চাহেন তাঁহাকে ১৫ দিবস আগে নোটিস দিতে হইবে । বোর্ডের সার্কিউলার নং ২ মাচ ১৮৮৬ ।

খুলিতে হইবে। তাহা না পারিলে লাইসেন্স ক্যানসেল ও টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। কিন্তু বিশেষ কারণ দর্শাইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনামত সময় বাড়াইয়া দিতেও পারেন। বোঃ ২৫

১৬। কলিকাতায় ক্রেতা গিগের সুবিধা মত সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে এইরূপ সার্টিফিকেট আবগারি সুপারেনটেনডেন্ট নিকট হইতে লইয়া ১ লাই দোকান খুলিতে হইবে। না খুলিতে পারিলে লাইসেন্স ক্যানসেল ও টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। তবে পুলিশের সার্টিফিকেট লইতে বিলম্ব হইলে কলেক্টর বিবেচনা মত সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। বোঃ ২৬

• ১৭। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার আবগারী আইন ও বোর্ড কর্তৃক ধার্য নিয়মে চলিতে বাধ্য। বোঃ ২৭

১৮। বোর্ডের বিশেষ অনুমতি অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বা তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কলেক্টর কর্তৃক মনোনিত হইবেন তাঁহারা ফিক্সড লাইসেন্স প্রথায় নিজ নিজ লাইসেন্স বদলাইয়া লইতে পারেন। যাহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিলামের এক সপ্তাহ অগ্রে কলেক্টরকে জানাইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের দোকান নিলামে তোলা হইবে না। বোঃ ২৮

১৯। যে সকল জেলায় নিলাম বিক্রয় চলিত আছে তথায় কেবল বিলাতি আমদানি মদের দোকানের যদি (বৎসরের শেষে অনেক অবিক্রয় দ্রব্য (মদ) পড়িয়া থাকে) তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত উহার ফি ধার্য করিতে পারেন। এরূপ হইলে সে দোকান নিলাম হইতে পারিবে না। বোঃ ২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

—:~:~:~—

ফিক্সড্ বা নির্দ্ধারিত লাইসেন্স কি । -

১। খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স বোর্ডের নির্দেশ মত কলেক্টর সাহেব দোকান, স্থান ও বিক্রয়ের অবস্থা দেখিয়া স্থির করিয়া দিবেন। যে সকল জেলায় নিলাম প্রথা চলিত হয় নাই এবং কলিকাতা ও অগ্র জেলায় যে সকল দোকান নিলামে বিক্রয় হইবে না তথায়ই এই নিয়মে কার্য হইবে। এ নিয়মে দোকান লাইতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রের সাটিফিকেট প্রথম প্রয়োজন। এ লাইসেন্সের সময়ও এক বৎসর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিলাতি আগদানি মদ ।

১। ইহা বিক্রয়ের জ্ঞাত পূর্বে লাইসেন্স লাইতে হইবে ও কেবল ইহাই বিক্রয় করিতে পারিবে, এদেশে প্রস্তুত কোন মদ বিক্রয় ইহা দ্বারা চলিবে না।

২। হোলসেল বিক্রয়ের জন্য ৫০ টাকা বার্ষিক দিতে হয়। যিনি লাইসেন্স দেন তাঁহার এলাকার বাহিরে মদ বিক্রয়ের ইহা দ্বারা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তবে ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী যাহারা মদ সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বিক্রয়ের জন্য বেড়ায় তাহাদিগকে কলেক্টর ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ১২ ধারা মতে কেবল হোলসেল লাইসেন্সের বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারেন। লাইসেন্সের পৃষ্ঠে যে যে জেলায় বিক্রয় হইবে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। এবং সেই সকল জেলার কলেক্টরদিগকে সংবাদ দিতে হইবে।

৩। কলিকাতার খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইলে যদি দোকানে বসিয়া দেশীয় মদ ও রম খাইবার লাইসেন্স না থাকে তাহা হইলে তথায় কাহাকে বসিয়া খাইবার জন্য মদ বিক্রয় করিতে পারা যায় না বা এক পাইট বোতলের কমও বিক্রয় করিতে পারা যায় না। কলিকাতার বাহিরে এ নিয়ম চলিত নাই। হোলসেল ও রিটেল দুই প্রকার বিক্রয়ের লাইসেন্স একই ব্যক্তি লইতে পারেন।

৪। কলিকাতার আবগারি সুপারিন্টেণ্ড ও মকঃস্বলে কলেক্টর সাহেবগণ কলিকাতায় বার্ষিক ২০০ ও মকঃস্বলে ১০০ টাকা লইয়া হোটেলের জন্য লাইসেন্স দেন। টাকা তিন মাস অন্তঃস্থ দিতে হয়। কলিকাতায় হোটেল খুলিতে ইচ্ছা করিলে অথ্রে পুলিশের ডেপুটি কমিসনার সাহেবের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। *

* (ক) কলিকাতায় ১ম ও ২য় শ্রেণী হোটেল আছে, খাজনা একই, তবে ১ম শ্রেণীতে বড় বাড়ীতে ও ২য় শ্রেণী তদাপেক্ষা

৫। যদি কোন জেলায় বিলাতি মদ বিক্রয়ের জন্ত কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি আমদানি করেন তাহা হইলে তাঁহার যে স্থান হইতে মদ লইলেন সেই স্থানের কলেক্টরের নিকট হইতে পাস লইতে হইবে। বোঃ ৬

৬। নদীতে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের কাপ্তেন বা ষ্টীয়ার্ডের মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্ত বাৎসরিক ৩২ টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হয়। যে যে জেলার মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে তাহার যে কোন স্থানের কলেক্টরের নিকট লাইসেন্স লইলে চলিবে। বোঃ ৭

ছোট বাড়ীতে করিতে হয়। ১ম শ্রেণী হোটেল রাত্র ১১টা ও ২য় শ্রেণী রাত্র ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকিতে পারে। কিন্তু মাসিক ৫০ টাকা খাজনা আরও অধিক দিলে রবিবার ভিন্ন অত্র সকল দিনে রাত্র ২টা পর্যন্ত খোলা থাকিতে পারে। থিয়েটার সারকাস ইত্যাদিতে “বার লাইসেন্স” দেওয়া হয়, তাহার দৈনিক খাজনা ৩ টাকা বা মাসিক ৫০ টাকা। “রেস্টুরাণ্ট” এক প্রকার হোটেল, কিন্তু উহাতে রাত্র ২টা পর্যন্ত বিক্রয়ের লাইসেন্স কিম্বা “বার লাইসেন্স” দেওয়া যায় না। (খ) অগ্ররূপে পরে বিধান না হইলে কলেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মতি ব্যতীত কোন স্থানে হোটেল, মদের দোকান ইত্যাদি বা তাড়ীপানের দোকান খুলিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্ন মত হইলে কমিসনারকে লিখিতে হইবে। ছোটলাটের অনুমোদন যুক্ত কমিসনার সাহেবের হুকুমই শেষ হুকুম বলিয়া ধার্য হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২১ আইন।

৭ রেলওয়ে ষ্টেশনে “ রিক্লেসমেন্ট ” রুম খুলিতে হইলে ৫০ টাকা মাসিক ফি দিয়া খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহাতে প্রকৃত রেলযাত্রী ও বাহিরের লোকের নিকট খুচরা বিক্রয় করিতে পারা যায়। * বোঃ ৮

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরাজী ধারণে প্রস্তুত মদ বা রম ।

১। গবর্ণমেন্টের ভাঁটিতে বা সতন্ত্র ভাটিতে ইংরাজী প্রকার উপযুক্ত লাইসেন্স লইয়া মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। একপ লাইসেন্স লইলে অন্যান ১০০০ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট জমা রাখিতে হইবে। এই টাকা আবকারি আইন কোনরূপে লঙ্ঘন করিলে বা লাইসেন্সের টাকা দিতে না পারিলে বা অথ কোনরূপ দায়ি হইলে সকল বা কতকাংশ বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। যদি কতকাংশ বাজেয়াপ্ত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিতে হইবে নতুবা লাইসেন্স ক্যানসেল হইবে। এতদ্ব্যতীত ভাঁটিদারের ঐ ভাঁটি খানার জমি বা, বাটী, এবং সমস্ত সরমজাম হই বা এক গবর্ণমেন্টের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে। যদি জমি বাটী ভাঁটিদাবের নিজের না হয় তাহা হইলে ৫০০০ টাকা

* এ লাইসেন্সের জুহা যে জেলার ষ্টেশন সেই জেলার কলেজের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নগদ বা কোম্পানির কাগজ জমা রাখিতে হইবে। ভাঁটিখানার চারিদিকে প্রাচীর ও কেবল একটী মাত্র দ্বার না থাকিলে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। এরূপ ভাঁটিখানা করিতে হইলে কলিকাতার ২০ মাইলের মধ্যে হইলে, কলিকাতার আবকারী সুপারিন্টেন্ডের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। -

২। এইরূপে মদ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাঁটিদারকে সমস্ত ব্যয় অর্থাৎ ইহার তত্ত্বাবধারণ জন্ত কর্মচারীদের বেতন থাকিবার বাড়ী ইত্যাদি সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে। পাস ভিন্ন মদ চালান দিতে পারিবে না। ভাঁটিখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সমস্ত দ্রব্যাদির নিষ্ট ভাঁটির কার্য্যক্ষেত্র নিকট মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

নিরমিত মাসুল দিলে ইংরাজি ধরনের প্রস্তুতিয় মদ অর্থাৎ রম স্থানান্তরিত বা বিদেশে রপ্তানি করিতে পারা যায়। কষ্টম হাউসের নিয়মানুযায়ী সর্বতো বিধায় চলিবে। চালানের জন্ত সমস্ত ব্যয় রপ্তানিকারকে বহান করিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বিজ্ঞান, শিল্প ও রসায়ন কার্য্য ব্যবহারের জন্ম স্পিরিট মদ ।

১। কোন বিজ্ঞান, শিল্প ও রসায়ন কার্য্যে ব্যবহার জন্ম ১৮৮২ ইষ্টাব্দের ১১ আইনানুসারে শতকরা ৫ টাকা মাসুল দিয়া মদ লইবার লাইসেন্সের জন্ম কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে ।

২। শতকরা ৫ টাকা মাসুল দিলে কালেক্টর ভাটীখানার মধ্যে উপরিলিখিত কার্য্যে মদ ব্যবহারের জন্ম লাইসেন্স দিতে পারেন। অথবা খত লিখিয়া লইয়া যে মদ-মনুষ্যের পক্ষে পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে তাহা অন্ত্র লইয়া ব্যবহারের লাইসেন্সও দিতে পারেন। যে যে দ্রব্য মিসাইয়া ও যেরূপে মদ মনুষ্যের পক্ষে পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয় তাহা কালেক্টর সাহেব করিবেন। *

* কেবল শিল্পাদি কার্য্যে ও রসায়নে ব্যবহার্য মদের উপর আবকারি মাসুল আদায়ের জন্ম বিশেষ বিধান আবশ্যক হওয়ার নিম্নলিখিত রূপ বিধান হইল ।

ক। কেবল শিল্পাদি কার্য্য ও রসায়নে ব্যবহারে জন্ম মদ ভারতবর্ষীয় যে কোন ভাটীখানা হইতে ৫ টাকা মাসুল

৩। ইহার জ্ঞাত যে কোন ব্যয় পড়িবে তাহা যিনি মদ স্থানান্তরিত করিতে চাহেন তাঁহাকে দিতে হইবে।

বোঃ ৭

দিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে; কিন্তু ঐ মদ মন্ত্ৰ্যের পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হওয়া চাই।

খ। এই আইনের ১ ধারানুসারে উপরিলিখিত কার্যে জ্ঞাত ব্যবহার্য মদ স্থানান্তর করিবার পূর্বে উহা মন্ত্ৰ্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে কিনা ইহা জানিবার ও ধাৰ্য্য করিতে হইবে; যদি না হইয়া থাকে তবে যে মদ লইতে চাহে তাহার ব্যয়ে সেই রূপ করা হইবে; ও মাসুল স্থির করিবার জ্ঞাত, রেভিনিউ বোর্ড বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট হইবে।

গ। উক্ত আইনের ২ ধারা মধ্যে যে সকল বিধান হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য করিলে ম্যাজিষ্টারের নিকট বিচাব হইয়া ১০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইতে পারিবে।

ঘ। যে মদ মন্ত্ৰ্যের পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া ভঁর স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে তাহা যে কেহ পুনরায় মন্ত্ৰ্যের পানের উপযোগী করিবার জ্ঞাত চেষ্টা করিবে বা যে চেষ্টা করে তাহাকে সাহায্য করিবে তাহার ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইতে পারিবে। এবং যাহার নিকট এরূপ মদ থাকিবে তাহার ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইবে।

ঙ। পূর্বে দুই ধারানুসারে জরিবানা হইলে যদি তাহা

৪। এক সময়ে এক ব্যক্তিকে বোর্ডের বিশেষ অনুমতি
 ভিন্ন ১০০ গ্যালনের অধিক এই মদিরা দেওয়া হইবে না।
 বোঃ ৮

৫। কালেক্টর কারণ না দর্শাইয়া লাইসেন্স দিতে অস্বী-
 কৃত হইতে পারেন। অতঃপর লইয়া এই মদ ব্যবহার করিলে
 লাইসেন্সে ঐ বাটীর নাম লেখা থাকিবে এবং লাইসেন্সে
 লিখিত বাটীতেই কেবল ব্যবহৃত হইতে পারিবে; তথায় আব-
 গারি কর্মচারিরা ইচ্ছা করিলে পরিদর্শন করিতে যাইতে
 পারিবেন। বোঃ ৯। ১০

৬। এই রূপে পানের অনুপযুক্ত মদ কোন ক্রমে সাল-
 ফিউরিক ইথর, ক্লোরফর্ম ও ক্লোরা হাইড্রেট ভিন্ন অল্প কোন

আদায় না হয় তবে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায়
 হইবে।

৮। যদি জরিবানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া হয় তাহা হইলে
 দ্রব্য ক্রোকের পরওয়ানা যে স্থানে ও যে সময় নিরুপীত হয়
 তথায় ও সেই সময় উপস্থিত হইবার জন্ত জামিন না দিতে
 পারিলে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীর হাজতে রাখিতে পারেন।

৯। যদি ক্রোকের পরওয়ানা ফিরিয়া আসিলে এবং অপ-
 রাধীর কথায় প্রমাণ হয় যে তাহার জরিবানার টাকা উঠিবার
 মত দ্রব্যাদি নাই তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধিকে দাও-
 য়ানি জেলে পাঠাইতে পারেন। ৫০ টাকা হইলে দুই মাস
 পর্য্যন্ত, ১০০ টাকা হইলে ৪ মাস পর্য্যন্ত ও তদধিক হইলে
 ৬ মাস পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে।

ঔষধে বা ঘাহাঁ মনুষ্য ঔষধার্থে পান করিবে এমন পদার্থে মিশ্রিত করিতে দেওয়া হইবে না। বোঃ ১১

৭। মিশ্রিত (Methylated spirit) মদ বিক্রয়ার্থে লাইসেন্স লাগে না। বোঃ ১২

নবম পরিচ্ছেদ ।

হংরাঙ্গি খারগে.এ দেশে প্রস্তুত মদ, রম, বিক্রম ।

১। এই মদ হোলশেলে বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ৫০ টাকা মাসুল লাগে। কালেক্টর এই মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্যও অনুমতি দিতে পারেন। একই লাইসেন্সে রমে ও এদেশী মদ দুই বিক্রয় চলিতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ ।

—:—
স্থাকি ফি প্রথা ।

এই পরিচ্ছেদে বিশেষ কিছু জানিবার নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেশী মদ। নির্ধারিত ডিউটী অনুসারে।

১। দেশী নিয়মে যে কোন মদ প্রস্তুত হয় তাহাকেই দেশী মদ বলে। মউয়া, আখ বা খেজুরে গুড়, ভাত বা এই সকল মিশ্রিত করিয়া মদ চোয়াইতে হয়। কোন কোন জেলায় বাখরও * মিশাইয়া দেওয়া হয়।†

২। নির্ধারিত মাশুল বা ডিস্টিলারি, কিম্বা খোলা ভাঁটীর প্রথানুসারে মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন কোন জেলায় যত মদ চোয়ান হয় তাহার মালমসলা ধরিয়াও মাশুল লওয়া হয়।

৫৭২৭/৩৭ ২০/১০-৬৬

৩। ফিক্কাডু মাশুল প্রথায় কালেক্টরের নিকট লাইসেন্স লইলে সরকারি ভাঁটীখানায় বা নিজ ভাঁটীখানায় মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

৪। প্রতি জেলায় সুবিধামত স্থানে সরকারি ভাঁটীখানা স্থাপনা হয়। প্রতি ভাঁটীখানায় এক একটা এলাকা স্থির থাকে

* নানা রূপ গাছের পাতা ও শিখড় মিশাইয়া বাখর প্রস্তুত হয়।

† মদ চোয়াইবার অব্যবহিত পূর্বে কুণ্ডে কোনক্রমে জল রাখিতে দেওয়া হইবে না। বোর্ডের সারকিউলার নং ১২, ১৮৮৬

ইহার ভিতর কালেক্টরের বিশেষ পাস না পাইলে কেহই উক্ত ভাঁটীখানার মদ ভিন্ন অন্য মদ বিক্রয় বা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। বোঃ ৫

৫। এই সকল ভাঁটীখানায় লাইসেন্স লইয়া মদ চোলাই কারকেরা নিজ ব্যয়ে মদ প্রস্তুত করিতে পারেন। বোঃ নিঃ ১০

৬। কেহ ঐ ভাঁটীখানায় স্বয়ং ভাঁটী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে কালেক্টরের মিকট লাইসেন্স জন্ম আবেদন করিবেন। ভাঁটীখানায় স্থান থাকিলে এক ব্যক্তি যত ইচ্ছা ভাঁটী স্থাপন করিতে পারেন না। কালেক্টর সাহেব স্থান বুঝিয়া বিবেচনামত ভাগ করিয়া দিবেন। বোঃ ১১। ১২

৭। লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ চোলাইবার জন্য দ্রব্য ভাঁটীখানায় রাখিতে এবং উহা রাখিবার জন্য স্থান থাকিলে নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বোঃ নিঃ ২১

৮। প্রত্যেক ভাঁটীতে মদ ও পরিমাণ ভাঁটীতে রাখা থাকিবে, এবং ভাঁটীখানার কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহাব মদ চোলাইবার হইবে। বোঃ নিঃ ২২

৯। যত মদ প্রত্যেক ভাঁটীতে রাখিবে, তাহার মূল্য লিখিয়া রাখিবে। ভাঁটীখানার কার্য্যাধ্যক্ষ প্রত্যেক মদের পরিমাণ, তেজ, ও লিখিয়া এক টিকিট দিয়া দিবেন। বোঃ ২৩

১০। যদি কোন ভাঁটীদার মদ প্রস্তুত একেবারে বন্ধ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে ৫ দিবসের মধ্যে সমস্ত সরঞ্জামাদি ভাঁটীখানা হইতে লইয়া যাইতে হইবে, অথবা আর কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ভাঁটীদারকে দিতে হইবে। ইহা না করিলে ভাঁটী চলিলে যে ভাড়া লাগে তাহাই দিতে হইবে তৎপরে দশ দিনের নোটিস দিলে ও না লইলে ভাঁটী বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ২৬

১১। রবিবার সকালে ৯ টার মধ্যে ও অন্ত্যান্ত দিন প্রাতে ৯টা হইতে দুই প্রহর ও বৈকালে ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাঁটী হইতে মদ দেওয়া হয়। পুরা মাসুল দিয়া পাস না করিলে ভাঁটী হইতে মদ বাহির হইবে না *। বোঃ ৩৯

১২। গ্যালনের উপর একটি ধার্য মাসুল ভাঁটীখানার ভাড়া স্বরূপ মাসে মাসে দিতে হয়। কোন ভাঁটীখানায় কত দিতে হইবে তাহা বোর্ড ধার্য করেন। বোঃ ৫১

* প্রত্যেক গ্যালনের মাসুল ব্যতীত ও প্রতি পাসে দ্বোকা-
নের ছরতা অনুসারে সময় দেওয়া হইবে নিদ্ধারিত সময়ের
তিন দিনের মধ্যে পাস ফেরত না দিলে যে পরিমাণে মদ জারি
কবিবে তাহার ডবল মাসুল জরিবান। স্বরূপ আদায় হইবে।
বোঃ সাবকুলার নং ৬ জুন ১৮০৯

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

খোলাভাঁটি ।

১। নিলাম ডাকে খোলাভাঁটি লাইসেন্স বিক্রয় হয় ।

২। প্রতি বৎসর ১লা এপ্রেলের পূর্বে কোন নির্দিষ্ট দিবসে কালেক্টর বা ডিপুটী কালেক্টর স্বয়ং নিলাম করেন। নিলামের পূর্বে নিলামের দিবস বিজ্ঞাপন করা হয় ।

৩। ঐ দিবস ডাকে ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই মাসের টাকা অগ্রিম জমা দিতে হয়। বিশ্বাসী লোক হইলে হ্যাণ্ড-নোট লওয়াও হয় ।

৪। যে গ্রামে খোলাভাঁটি খুলিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয় ঐ গ্রামের সীমার মধ্যস্থ কোন স্থানে ১লা এপ্রেল হইতে ভাঁটি খুলিতে হয় ।

৫। পর পর মাসে ১ম দিবসে লাইসেন্সের টাকা জমা দিতে হয় ।

৬। নিম্নলিখিত হিসাব ধরিয়া বোর্ড খোলাভাঁটির পরিমাণাদি ধার্য্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ।

(ক) একমণ মউয়ায় ২ গ্যালন, এবং একমণ গুড় বা তাতে ৩ গ্যালন লগুন প্রুফ মদ হয় এরূপ ধার্য্য হইয়াছে ।

(খ) এক গ্যালন ৫ সের জল বা ৪ সের স্পিরিট বা মাল-মসলার সমান ।

(গ) তামার ভাঁটিতে দিন ৬ বার ও মাটির ভাঁটিতে ৩ বার চুলাই হয়।

(ঘ) এক সের গুড় কি অল্প দ্রব্য চোলাই করিতে ১৥ গ্যালন একটা ভাঁটির প্রয়োজন এরূপ ধাৰ্হা হইয়াছে। সুতরাং ১৥ গম্মলন ভাঁটির ১ সেরই চোলাইয়ের ক্ষমতা ধরিতে হইবে। এক কথায় ষত গুড় কি অল্প দ্রব্য চোলাই হইবে তাহার ৬ গুণ পরিমাণ ভাঁটী চাই।

(ঙ) ভাঁটির চোলাইয়ের জন্ত মোট পরিমানের ৩ ভাগ চোলাইয়ের জন্য খালি রাখা প্রয়োজন কেননা ইহার বেশী দিলে উঞ্চলিয়া পড়িয়া যায়।

(চ) ১৬ঃ গ্যালন বা তদধিক পরিমানের ভাঁটি তামাব হইবে।

(ছ) (liquid capacity বা ভাঁটির মোট ধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ ষত মালমসলা জল ইত্যাদি ভাঁটিতে মুখামুখী ধরে। চুলাই ক্ষমতা (Working capacity) অর্থে ষত গ্যালান গুড় বা অল্প দ্রব্য হইতে মদ ভাঁটিতে জন্মাইতে পারে।

(জ) ভাঁটি এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু পূজা পার্বনে রাত্র দিন চুলাই করিতে দেওয়া যাইবে এবং আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত ভাঁটি বা গাজলা উঠাইবার পাত্র অধিক মদ প্রস্তুত করিবার জন্ত দেওয়া হইবে। তাহার জন্ত সতন্ত্র কি লাগিবে না। স্থানীয় মেলাদির জন্ত বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ইহার জন্ত লাইসেন্স বৎসরের প্রথমে বা বিবেচনামত পরে নিলাম ডাকে বিক্রয় হইবে। বিবাহ বা অল্প কোন উৎসবে অধিক মদের আবশ্যক হইলে রাত্রদিন চোলাই করিবার অনুমতি

সেই স্থানের নিকটস্থ ভাঁটীদারকে দেওয়া হইবে; কিন্তু সাধারণত যে ফি লাগে তাহার ডবল ফি দিতে হইবে ।

৭। উপরুক্ত মত হিসাব ধরিয়া আবকারি কর্তৃকচারিগণ যেখানে যত মদ লাগিবে সেখানে ঠিক সেই পরিমাণ মদ চুলাই হইতে পারে এইরূপ ভাঁটীর অনুমতি দিবেন। যদি কোন স্থানে (যেখানে মউয়ার মদ হয়) মাসে ১০০ গ্যালন মদ আবশ্যক বিবেচনা হয়, তা হইলে দিন ৩৬ গ্যালন প্রাপ্ততের দরকার হইবে। এই পরিমাণ মদ প্রাপ্ত জন্ত (ক) নিয়মানুসারে ১৯ মন মউয়ার মালমসলা আবশ্যক। ঐ মালমসলা ছয় বার চুলাই করিলে অর্থাৎ তামার ভাঁটী ধরিলে প্রতিবারে ১১½ সের মালমসলা প্রয়োজন। সুতরাং ইহাই ভাঁটীর চুলাই ক্ষমতা;—ধরিতে হইবে। (খ) নিয়মানুসারে ১১½ চুলাই ক্ষমতা হইলে উহার (liquid capacity) বা মোট পরিমাপ্য ভাঁটীর মুখামুখী ১৬½ গ্যালন হইবে এরূপ হইলে ২০ গ্যালন একটি ভাঁটী দেওয়া যাইতে পারে। আবার যদি কোন স্থানে মাসে ২৭০ গ্যালান দরকার হয় তবে তাহার দৈনিক ৯ গ্যালানের আবশ্যক সুতরাং গুড় হইতে মদ হইলে ১২০ সেরের গুড় চোলাই করা দরকার। ৬ বার চোলাই ধরিলে অর্থাৎ তামার ভাঁটী হইলে প্রত্যেক বারে ২০ সের চোলাই আবশ্যক, মাটির ভাঁটী হইলে তিন বার চোলাইয়ে প্রত্যেক বারে ৪০ সেরের আবশ্যক। সুতরাং তামা হইলে ২০ ও মাটির হইলে ৪০ সের ঐ ভাঁটীর চোলাইয়ের ক্ষমতা ধরিতে হইবে। (ঘ) নিয়মানুসারে যত চুলাইয়ের ক্ষমতা ধরা হইবে তাহার ৬ গুন ভাঁটীর মুখামুখী পরিমাণ ধরিতে

হইবে তাহা হইলে তামার ভাঁটী পরিমাণ '১২০ সের বা ৩০ গ্যালান এবং মাটির ভাঁটীর ২৪০ সের বা ৬০ গ্যালান মুখামুখী পরিমাণ ধার্য হইবে।

৯। প্রতি তামার ভাঁটীর গায় কত তাহার পরিমাণ ও নম্বর কাটিয়া অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে। এতদ্বতীত একটী বড় তীর ও আঁকিয়া দেওয়া হইবে।

১০। সদর ভাঁটীখানায় দুই কিস্বা তিন আকারের গাঁজলা উঠাইবার পাত্র বা মাইট দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত হিসাব ধরিয়া মাইট করিতে হইবে। এক সের গুড় অথ দ্রব্য, মদ চুলায়ের জন্ত মাটে ছাঁদিতে হইলে এক গ্যালান একটী মাইট আবশ্যক এইরূপ ধার্য হইয়াছে। উক্ত হিসাবানুসারে ১০ সের গুড় মাটে জাওয়া করিতে হইলে ১ মন, ২০ সের ২ মন, ৩০ সের ৩ মন, ৪০ সেরে ৪ মন ইত্যাদি পরিমাণে মাইট হইবে। যেখানে যে পরিমাণে বিক্রয় সেখানে সেই পরিমাণ মাইট হিসাব মত বত হইবে তাহারই মোট পরিমাণ দেওয়া হইবে। ভেণ্ডারগণ ইচ্ছানুযায়ী ভাগ করিয়া লইয়া ছোট বড় মাইট করিতে পারিবেন। যে সকল জেলায় নূতন প্রথায় খোলাভাঁটী বসিবার অনুমতি হইয়াছে সে সকল স্থানে উপরি লিখিত রূপ নিয়মে গাঁজলা উঠাইবার জালা বা মাইট করিতে হইবে। কোন স্থলে কত মাইট বাধিতে হইবে তাহা সেই জেলায় যত সময় মাইট প্রস্তুত হইতে লাগে তাহার একটী সময় ধরিয়া মোট মাইটের পরিমাণ ধার্য হইবে। ইহাতে গ্রীষ্মের সময় একরূপ এবং শীতের সময় অন্যরূপ পরিমাণ ধার্য হইবে, কেননা শীতকালে মাইট প্রস্তুত হইতে, গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা অধিক সময় লাগে।

উদাহরণ । যদি মাইট্ প্রস্তুত হইতে কোন জেলায় ৮ দিন সময় ধরা হয়, তাহা হইলে যে দোকানে মাসে ৯০ গ্যালান গুড়ের মদ বিক্রয় হয়, যেখানে প্রত্যহ ৩ গ্যালান মদ প্রস্তুতের আবশ্যক বা এক মণ গুড়ের দরকার । ১ মণ গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত জন্য ৪০ গ্যালান মাইটের দরকার, কেননা পূর্বে ১ সের গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত জন্য ১ গ্যালান একটি মাইট্ আবশ্যক ধরা গিয়াছে । ৮ দিন মাইট্ প্রস্তুত সময় ধরিলে ৪০ গ্যালান একটীতে মাসে ৪ মণ গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ৩০ মণ গুড়ের জাওয়া করিবার জন্য ৭২ মাটেব বা মোট ৩০০ গ্যালান আবশ্যক । ভেণ্ডারগুণ ইচ্ছানুযায়ী এই ৩০০ গ্যালান ভাগ করিয়া ১০ গ্যালানের ৩০টা, ১৫ গ্যালানের ২০টা, ২০ গ্যালানের ১৫ টা, ৩০ গ্যালানের ১০টা ইত্যাদি করিতে পারে ।

১১ । প্রতি ভাঁটীখানায় একখানি স্বতন্ত্র ঘরের মধ্যে এই সকল জ্বালা সারি সারি পুঁতিয়া রাখিতে হইবে । যেখানে সেখানে পুঁতিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না । এক একখানি টীনেব চাকতি প্রত্যেকের গলায় ঝুলাইয়া দিতে হইবে । ঐ চাকতিতে প্রতি জ্বালার কত পরিমাণ মুখামুখী ধরে এবং সারের মধ্যে জ্বালার নম্বরই বা কত তাহা লেখা থাকিবে । ঐ ঘরের প্রাচীরে এক সাইন বোর্ড রাখিতে হইবে, উহাতে কতগুলি জ্বালা একুনে আছে, প্রতি সারে কটা আছে, ভাঁটীখানায় যত জমা আছে তাহাদের মোট ধারণ ক্ষমতা কত এই সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে ।

১২ । নীতকালে রাত্রি ৮ পর্যন্ত ও গ্রীষ্মকালে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত ভাঁটী খোলা রাখিতে পারা যাইবে । তবে নীতকালে

সন্ধ্যা ৬ টা ও গ্রীষ্মকালে ৭টার পর কাহাকে দোকানে বসিয়া মদ পান করিতে দিতে পারিবে না।

খোলা ভাঁটী সম্বন্ধে বিধি ।

১। উপরি লিখিত মত একটী মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাঁটী সুৰ্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত চোলাইয়া করিবার এবং শীতকালে রাত্রি ৮টা ও গ্রীষ্ম কালে ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিয়া মদ বিক্রয় করিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। উক্ত লাইসেন্স লিখিত কড়ারে গবর্ণমেণ্টকে ভেণ্ডারগণ মাসে মাসে খাজনার টাকা দিতে হইবে। খোলা ভাঁটীর মদ বিক্রয়ের জন্য কোন স্থানের সীমা নির্দিষ্ট নাই, তবে যাহাতে নিকট নিকট দোকান বসিয়া পরস্পরের ক্ষতি হয়, এরূপ করিতে দেওয়া হইবে না।

২। বোর্ডের ধার্যমত যে যে জেলায় খোলা ভাঁটী চলিত হইবার আজ্ঞা হয়, তথায় এই সকল ভাঁটী খুলিতে দেওয়া হইবে। নিতান্ত পল্লিগ্রাম ও যে সকল স্থান জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়, তথায়ই লোলা ভাঁটী চলিত হইবে।

৩। নিলাম ভাকের নিয়মানুসারে লাইসেন্স দেওয়া হইবে।
বোঃ নি ৪

৪। মাসিক ৮ টাকা ফির কম খোলা ভাঁটীর লাইসেন্স বিক্রয় হইবে না। কম ফির দোকান থাকিলে তাহার কতকগুলি উঠাইয়া দিয়া এক খানা বড় দোকান করিবার চেষ্টা করা হইবে। বোঃ নি ৫।

৫। অগ্ৰ দোকানের নিকট নূতন দোকান কেহ যদি খুলিতে চাহে আর যদি ঐ দোকান বন্ধ হয়, তবে নূতন দোকানদারকে পূৰ্ব্ব দোকানদার মাসিক যে টাকা দিত তাহা দিতে হইবে। বোঃ নিঃ ৬।

৬। যদি দুই জেলার সীমাবর্তী নিকটস্থ দুই দোকানের কাহারও ক্ষতি হয় তাহা হইলে যে দোকান পুরাতন তাহাই থাকিবে। বোঃ নিঃ ৭।

৭। দুই জেলার সীমাবর্তী দুই দোকানের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা হয় তবে ঐ দুই দোকানের ফি সমান করা যাইবে। বোঃ নিঃ ৮।

৮। লাইসেন্সের ফি বন্দোবস্তের সময়ে দুই মাসের অগ্রিম তৎপরে যে দিবস হইতে লাইসেন্সের মিরাদ আরম্ভ হয়, সেই দিবস আর এক মাসের, তৎপরে মাসে মাসে এক এক মাসের ফি দিয়া টাকা পরিসোধ করিতে হইবে।

৯। কাহারও লাইসেন্স বাতিল হইয়া গেলে যদি দোকানে মদ থাকে এবং ঐ মদ অপর দোকানদার কেহ যদি না লয় তাহা হইলে তাহার উপর কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত ট্যাক্স আদায় করিবেন। বোঃ নিঃ ১০।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

দেশী মদ—মদ প্রস্তুত জন্য ব্যবহারীয় দ্রব্য

১। মদের উপর মাসুল গ্রহণের পরিবর্তে কখন কখন যে সকল দ্রব্যে মদ প্রস্তুত হয় তাহার উপর মাসুল ধরিয়া লওয়া হয়। যত দ্রব্যে যত মদ হয় সেই হিসাবে মাসুল লওয়া হয় ।

২। দ্রব্যের উপর মাসুল লইলে 'শুধতি পড়তি বলিয়া কিছু বাদ দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত দ্রব্যের প্রতি মনের নিম্ন লিখিত দর বোর্ড ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। মাউয়া ৫, চুয়া ৬, গুড় ৭, খেজুর ইত্যাদি ৫। বোঃ ২।৩

৩। পাটনা, গয়া, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, সাহাবাদ, সার্কুল, ও মুঙ্গেরে এইরূপে দ্রব্যের উপরে মাসুল লওয়া হয়। বোঃ ৪।

৪। এই সকল দ্রব্য ভাঁটিখানায় লইয়া ঘাইবার আগেই মাসুল দিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণের কম যদি মদ হয়, তাহা হইলেও টাকা ফেরত দেওয়া হইবে না। বোঃ ৬।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

—...—

নির্দ্ধারিত মাসুলের দেশী মদের খুচরা বিক্রী।

১। দেশী মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্য নিলাম ডাকে কং নির্দ্ধারিত খাজনা প্রথায় লাইসেন্স লইতে পারা যায়। লাইসেন্সে যে ভাঁটিখানার কথা লিখা থাকিবে, মদ কেবল সেই ভাঁটিখানা হইতেই লইতে হইবে। বোঃ ২। ৩

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত ভাঁটিদার মদ খুচরা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইতে হইবে, কিন্তু যে ভাঁটিখানায় তাহার ভাঁটি আছে, তাহার নিকট তাহাকে দোকান খুলিতে দেওয়া হইবে না। বোঃ ৫।

৩। ডিউটী দিলে বিক্রেতা যত ইচ্ছা মদ ভাঁটিখানা হইতে লইতে পারেন। ভাঁটিখানায় কার্য্যাধ্যক্ষ যে পাস দিবেন তাহাতে মদ ভাঁটিখানা হইতে পাসের লিখিত দোকানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে। পাসের লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইলে পাস ফেরত দিতে হইবে। পাসের মেয়াদ দোকানের ভরত অনুসারে হইবে, কিন্তু ৭ দিনের অধিক সময় দেওয়া হইবে না। যদি দোকান নিতান্ত দূর হয়, তাহা হইলে কলেক্টর ১৫ দিন পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। পাস নিয়মিত সময়ে ফেরত না দিলে পাসের লিখিত মাসুলের ডবল জরিবানা দিতে হইবে। বোঃ ৯।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

গাঁজলাউঠা গাদক দ্রব্য

তাড়ি ও পাচাই ।

১. খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছের টাটকা বা গাঁজলা উঠা রসের নাম তাড়ি। কাহারও নিকট চারি সেরের অনধিক থাকিলে বা খেজুর রস কেবল গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য থাকিলে তাহার লাইসেন্স লইতে হইবে না। কিন্তু নিকটস্থ স্থানে বিক্রয়ের জন্য গাঁজলাউঠা বা গাঁজলাউঠা নহে এরূপ রস বিক্রয় করিতে হইলে লাইসেন্স আবশ্যক। বোঃ নিঃ ২

২। টাটকা রস যে সময়ে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে সেই সময়ে অনধিক ৫ টাকা ফি লইয়া কালেক্টর বিক্রেতাকে পাস দিতে দিতে পারেন কিন্তু ইহাতে দোকানদার কোনক্রমে তাড়ী নিজ দোকানে জমাইয়া রাখিয়া গাঁজলা তুলিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন না। বোঃ ৩

৩। তাড়ি ও পাচাই বিক্রয়ের জন্য নিলাম ডাকে কালেক্টর লাইসেন্স দেন; মাসিক এক টাকা ফির কম দেওয়া হয় না। কখন কখন “বিক্রয় লাইসেন্স ফিতেও লাইসেন্স দেওয়া হয়। বোঃ ৪

৪। তৃতীয় পরিচ্ছেদের বোঃ ১ বিধি লিখিত মত লাইসেন্সের টাকা দিতে হয়। বোঃ ৫

৫। গাঁজলাউঠা চাউল, জোয়ার বা অন্য শস্য হইতে পাচাই প্রস্তুত হয়। ইহা জল মিসান বা না মিসান উভয় প্রকারেই বিক্রয় হয়। পাচাই খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইবার প্রথা তাড়ির লাইসেন্সেরই নিয়মে লইতে হয়। বোঃ নিঃ ২

৬। চারি সের তাড়ি ও ঐ পরিমাণ জল না মিসা পাচাই এবং ৮ সের জল মিসান পাচাইয়ের অধিক লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবে না। বোঃ নিঃ ৮

৭। পাচাই ৪ হইতে ১২ সের ভেণ্ডার নিজে পাসদিয়া বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু নিম্নলিখিত জেলায় কলেक्टरের কেহ পাস ভিন্ন ৪ সের অধিক পাচাই কোনক্রমে নিকটে রাখিতে পাইবেন না।

যমোহর, নদিয়া, মুরসিদাবাদ, মালদা, রাজসাহী, জলপাই-গুড়ী, দার্জিলিং, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, লোহারদাগা, হাজাবিবাগ, সিংহভূম, মানভূম, সহাবাদ।

উপরের লিখিত সমস্ত জেলায় কোন বিশেষ কারণের জন্য ৩ সেরের অধিক পাচাই প্রয়োজন হইলে কলেक्टर বা মহকুমার হাকিমের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে; তিনি পাসে অনধিক সাত দিবস সময় ও কোথায় পাচাই কিনিতে হইবে লিখিয়া দিবেন। কেহ এইরূপে পাচাই লইয়া বিক্রয় বা পবিত্রন

କରିତେ ପାରିବେ ନା । ପାସ ଲହିବାର ଜନ୍ତୁ କୋନ କି ଦିତେ ହିବେ
ନା । * ବୋ: ନି ୧୦

ଷୋଡ଼ଶ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ଗଞ୍ଜା, ସିକ୍କି, ଭାଙ୍ଗ, ମାଞ୍ଜୁନ, ଚରମ ।

- ୧ । ଗଞ୍ଜା ଗାଢ଼େର ଖୁବ୍ ଫୁଲ ହିବେ ଗଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୟ :
- ୨ । ଆବକାର୍‌ସ୍ ହିସାବେ ତିନି ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜା ଚଳିତ. ୧ମ
ତେପ୍‌ଟା, ୨ୟ, ଗୋଲ ୩ୟ ଚୁର ।
- ୩ । ଅନାପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜା ଗାଢ଼େର ଖୁବ୍ ପାତା ହିବେ ସିକ୍କି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୟ ।
- ୪ । ଲାହିସେମ୍ସ ବ୍ୟାପ୍ତିତ କେହ ଏକ ପୋଷାବ ଆଧକ ଗଞ୍ଜା
ସା ସିକ୍କି ରାଧିତେ ପାରିବେ ନା । †

* ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଅନା କୋନ ବିଶେଷ
ସମୟେର ଜନା ଏହି ପାସେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ପାଂଘା ଘାର ।

† କାଲେକ୍‌ଟର ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ତାହାର ଏଲାକାସ୍‌ ସେ କୋନ
ଟିକିଂସକଙ୍କେ ଔଷଧ ବାବହାରେର ଜନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧିକ ୫ ସେର ଭାଙ୍ଗ
ଲିକଟେ ବାଧିରାର ଜନ୍ତୁ ପାସ ଦିତେ ପାରେନ । ୧୯୮୬ ବୋର୍ଡେର
ସମାଜିକିଆର ନଂ ୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୮୬ :

১। এক জেলা হইতে অন্য জেলার চালান দিবাব জন্য কেহ বিনা লাইসেন্সে সিদ্ধি ক্রয় বা বিক্রয়েব জন্য বাধিতে পারিবেন না। দুই টাকা ফি লইয়া কালেক্টর পাস ও লাইসেন্স দিবেন, ঐ পাস ও লাইসেন্সে যে জেলায় সিদ্ধি যাইতেছে তথাকার কালেক্টরের সহি করাইয়া লইতে হইবে।

৩। সিদ্ধির প্রতি সেরের মাসুল আট আনা। গাঁজার মাস সিদ্ধিও গুদামে রাখা হইবে এবং যখন গুদাম হইতে খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাহির হইবে তখন মাসুল আদায় করা হইবে।

৫। লাইসেন্স প্রাপ্ত হোলসেল বিক্রেতা যদি যে জেলায় সিদ্ধি জন্মে তথায় ক্রয় করিতে চাহেন তবে তথাকার কোন হোলসেল বিক্রেতার নিকট বোর্ডের আবকারি বিষয়ে ১০ পিণ্ডেদের ৩০ দাবা নিদিষ্ট ক্রয় করিবেন। অথবা যদি তিনি নিকটস্থ কোন স্থান যেখানে সিদ্ধি জন্মে করিয়া অথবা একপ স্থান হইতে লইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি অবদান করিলে কালেক্টর তাঁহার সঙ্গে লোক দিবেন। তিনি সেই লোকের সম্মুখে সিদ্ধি লইবেন।

৮। হোলসেল বিক্রবার্থ সিদ্ধি অগ্রিম মাসুল না দিয়া আমদানি বণ্টন করিতে পারা যায়। কিন্তু খুচরা দিতে হইলে থাকিলে মাসুল পূর্ণে দিতে হইবে। খুচরা বিক্রেতা যেখানে থাকেন তথা হইতে সিদ্ধি লইতে সীদ্ধা করিলে ঐ স্থানকে অগ্রিম মাসুল দিতে হইবে।

৯। অন্যান্য বিষয়ে পর পরিচ্ছেদের (১৭) ১৮ হইতে ২১ ২২, ২৮, ৩৩, ৩৭ হইতে ৬০, দি সিদ্ধিতে সম্পূর্ণ থাকিবে। দোঃ ৯

১০। দুগ্ধ, ঘৃত এবং চিনির সহিত মিশ্রিত গাঁজা বা সিদ্ধিকে মাজন বলে। গাঁজা গাছের ফুল ও পাতা হইতে যে আটা বাহির হয় তাহাকে চরস বলে। বোঃ ১০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গাজার চাস গুদাম চালান ও বিক্রয় ।

১। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ অধিনের ৩৫ ধারানুসারে নিম্ন-লিখিত বিধান ধাৰ্য্য হইয়াছে।

২। কাঁচা গাঁজা গাছ ঔষধের বা অন্য উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু নেসার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ব্যতিরেকে কোনক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

৩। যে গাজার চাস করিতে চাহে তাহার গাঁজার মহলের কার্য্যাদক্ষের (Supervisor) নিকট লাইসেন্সের জন্য প্রথম লিখিত দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে নিজ নাম, ধাম, জমির পরিমাণ ক্ষেত্রের চতুঃসীমা, এবং যে গ্রামে ঐ ক্ষেত্র আছে ঐ গ্রামের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। দরখাস্ত জুলাই মাসে বা তাহার পূর্বে দিতে হইবে। কোন আপত্তি না থাকিলে কলেক্টরই লাইসেন্স দিবেন এবং ঐ লাইসেন্স

গাজার একবার চাঁস চালাইবার সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকাব থাকিবে। বোঃ ৩। ৪। ৫

৪। লাইসেন্স পাইলে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজী নাম সাক্ষর করিয়া দিবে। লাইসেন্সের জন্ত দরখাস্ত, কিন্তা যাহাতে মাঝ সাক্ষর করিবেন সেই কাগজ কিন্তা লাইসেন্সের জন্ত কোন ফি লাগিবে না। বোঃ ৬। ৭

৫। গাঁজা গ ছ কাটিবার তিন দিবস পূর্বে কৃষকই হউক বা হোলসেল গোলাদারই হউক গাঁজা মহলের কার্য্যধক্ষ্য তাহাব সহকারী নিকট সম্মাদ পাঠাইতে হইবে। তৎপরে সমস্ত গাঁজা বাহার সুবকারি গোলায় পাঠাইতে হইবে। লাইসেন্স কোন কৃষক তাহাব নিজ বাগীতে উপযুক্ত স্থান আছে সুবাদ তাইজাবকে বুঝাইতে পারিলে নিজ বাড়িতে গাঁজা রাখিতে পারিবে। বোঃ ১১

৬। চাহাব বা ক্ষেত হইতে গোলায় গাঁজা লইয়া আইনান জগ সুপার ভাইজাব বা বাহার সহকারী পাস দিবে। ঐ পাস লিখিত সময়ের মধ্যে গাঁজা গোলায় না লইয়া গেলে গাঁজা প্রাপ্ত কানকের ২০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। পাস লিখিত নিয়মানুসারে যিনি নিজ বাগীতে গাঁজা রাখিবেন বাহারও সুপার ভাইজাব বা বাহার সহকারীর নিকট হইতে পাস লইতে হইবে। এই সকল পাসে গাঁজাব পরিমাণ ও প্রকার লেখা থাকিবে। গাঁজা বিক্রয় হইয়া গেলে বাহার বাহার নিকট বিক্রয় করা হইল তাহাবের নামে ঐ পাসে লিখিয়া পাস ফেরত দিতে হইবে। বোঃ ১২

৭। কোন হোলসেল বিক্রেতা বা বাহার কার্য্যকাবক স্বদ

গাঁজা প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিয়া গাঁজার ক্ষেত কিনিবার মনন করিলে সুপার ভাইসারের নিকট লিখিত আবেদন করিতে হইবে । বোঃ ১৩

৮। সুপারভাইসারের লিখিত আজ্ঞা ব্যতীত কোন চাক্ষিক একরূপ ক্ষেত বিক্রয় করিতে পারিবে না । বোঃ ১৪

৯। সুপারভাইসার বা অথ কর্মচারি যখনই গাঁজা কেহ বাইরা বাইবে তখনই তাহা লইতে বাধা ও বসিদ দিবেন । বোঃ ১৫

১০। গোলা সকাশ হইতে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে । গার্ট বাধা ইত্যাদি সমস্ত কার্য গোলায় ভিতরই করিতে হইবে । বোঃ ১৮

১১। গোলা ভাড়া স্বরূপ প্রতি মন গাঁজার জন্য ননাবিক এক মাসের জন্য একটাকা তৎপবে ওঃ মাস বা মাসের কোন অংশের জন্য চারি আনা দিতে হইবে । এক বৎসরের পর বহুদিন না গাঁজা অকর্মণ্য বসিতা নই কল হই ততদিন মাসে এক আনা দিতে হইবে । বোঃ ২০

১২। গাঁজার দালালের সুপারভাইসারের নিকট লাইসেন্স লইতে হইবে । 'লাইসেন্স ভিন্ন' গাঁজা সম্বন্ধে দালালী করিতে কাহাকেও দেওয়া বাইবে না । ভাল চরিত্রের লোককেই লাইসেন্স দেওয়া হইবে । ইহার জন্য এক টাকার ষোল ভিন্ন আব সমস্ত কি লগিবে না । বোঃ ২২

১৩। দুই বৎসরের পরে যদি কোন গাঁজা অধিক্রম্য প্রতিবা দাকে তবে তাহা 'সবকারি কর্মচারি'র সম্মুখে নষ্ট করা হইবে । বোঃ ২৬

১৪। পর বৎসরের গাঁজা চাস আরম্ভের সময় কৃষকের বাগী যদি গাঁজা অবিক্রয়ের থাকে তবে তাহা সরকারি গোলায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। যতদিন উহা না বিক্রয় হয় ততদিন গোলা ভাড়া প্রতি মনে প্রতি মাসে এক আনা করিয়া লওয়া হইবে। বোঃ ২৫

১৫। যত্ন স্বানে রপ্তানি করিবার জন্য যিনি দশকেব নিকট হইতে তাহার নিজ বাগীর গোলা বা সরকারি গোলা হইতে গাঁজা ক্রয় করিতে চাহেন তিনি সুপার ভাইসার কে লিখিয়া যতদিন না রপ্তানি হয় ততদিন কোথায় ঐ গাঁজা রাখিবেন তাহার সংবাদ দিবেন। যদি না দেন তবে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৭ আইনের ৬১ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবেন। গাঁজা কিনিয়া ২০ বিধান মত ভাড়া দিয়া সরকারি গোলায় রাখিতে পাবা নদ। বোঃ ২৬

১৬। যিনি এই বিধান মত গাঁজা ক্রয় করিতে অধিকারি নহেন এরূপ ব্যক্তিকে যে কৃষক গাঁজা বিক্রয় করিবে সে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭ আইনের ৬৩ ধারা মত দণ্ডনীয় হইবে। বোঃ ২৭

১৭। যে কেই লাইসেন্স পাইয়া রপ্তানির জন্য গাঁজা ক্রয় করিলেন তাহাকে নিম্ন লিখিত মত তাহার ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখিতে হইবে; না রাখিলে তাহার রপ্তানি পাস ক্যানসেল হইবে। বোঃ ২৮।

গাঁজাগোলায় মত্বাধিকারীর সাপ্তাহিক
ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব ।

	চেপটা গাঁজা ৪৥ সের ।	গোলগাঁজা ৬ঃ সের ।	চুর গাঁজা ৬ঃ সের
ধূস হিসাব মত ওদামেয়ত আছে ।	ম—সে—ছ	ম—সে—ছ	ম—সে—ছ
অমুক তারিখে ক্রয় ...			
অমুক তারিখে ক্রয় ...			
মোট ...			
অমুক তারিখে বিক্রয় মারফত অমুক ...			
অমুক তারিখে বিক্রয় মারফত অমুক ...			
বাকি ...			

১৮। যে জেলায় রপ্তানি হইবে সেই জেলার কলেক্টরের পাস
ও রাজসাহির কলেক্টরের নিম্ন লিখিত বিধান মত পাস যাহার

নিকট থাকিবে কৃষক তাহাকে গাঁজা বিক্রয় করিতে পারে ।
বোঃ ২৯

১৯। যে জেলায় রপ্তানি হইবে তথাকার কলেক্টরের নিকট
২ টাকা ফি দিয়া আবেদন করিলে কলেক্টর পাস দিবেন ।
কৃষকের নিকট গাঁজা ক্রয় করিলে ষতদিন না রপ্তানির উপযুক্ত
হয় ততদিন সুপারভাইসারের নির্দেশমত স্থানে গাঁজা রাখিতে
হইবে । বোঃ ৩০

২০। গাঁজা ক্রয় করিবার স্থানে গিয়া সুপার ভাইসারকে
পাস দিয়া তৎপরেই গাঁজা ক্রয় করিতে পারা যায় । সুপার
ভাইসার তাঁহার লোক দিয়া গাঁজার গাঁইট বাধিয়া দিবেন ।
গাঁজা হইতে যে সকল ডাল ধসিয়া যাইবে তাহা আর
চেপ্টা গাঁজার গাঁইটে রাখা হইবে না ; গোল গাঁজার
সহিত বাঁধা হইয়া গোলের হিসাবে মাসুল লওয়া হইবে ।
বোঃ ৩১

২১। যখন গাঁজা সমস্ত গাঁইট বাঁধা হইয়া রপ্তানির
উপযুক্ত হইবে তখন সুপার ভাইসার ক্রেতার পূর্ক পাসের
উপর সমস্ত বিবরণ লিখিয়া তাহাকে পাস ফেরত দিবেন ।
বোঃ ৩৪

২২। উড়িয়া ব্যতীত আর সকল জেলায় গাঁজাব নিয়
লিখিত রূপ মাসুল আদায় হয় ।

চেপ্টা গাঁজা	প্রতিসের	৪।০ টাকা
গোল গাঁজা	প্রতিসের	৬.০
চুর গাঁজা	প্রতিসের	৬।০

বোঃ নিঃ ৩৫।

২৩। হোলসেল বিক্রেতা হইলে গাঁজা এক জেলা হইতে অগ্র জেলায় চালান দিবার সময় মাহুল লাগে না। গাঁজা যখন খুচরা বিক্রেতা দিগের নিকট যায় তখনই মাহুল লওয়া হয়। বোঃ ৩৯

২৪। বাঙ্গলা দেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অগ্র স্থানে গাঁজা রপ্তানি করিলে রাজসাহির কলেক্টর রপ্তানির পূর্বে নিয়মিত মাহুল লইবেন। তবে গাঁজা সমুদ্র পথে অগ্র দেশে রপ্তানি করিলে মাহুল লাগে না, মাহুল দিলেও তাহা ফেরত দেওয়া হয়। বোঃ ৪০।

২৫। গাঁজা রাজসাহি হইতে কোন গোলায় কিনা গোলা হইতে কোন খুচরা বিক্রেতার দোকানে লইয়া যাইবার দরুন কোন ছাড়তি পড়তি বাদ নাই। বোঃ ৪১।

২৬। যিনি গাঁজার হোলসেল ব্যবসা করিতে চাহেন তাহাকে কলেক্টরের নিকট নিম্ন লিখিত মত যে গোলায় গাঁজা বাখিবেন তাহার এক বর্ণনা পত্র দিতে হইবে। বোঃ ৪২

মালিকের নাম	স্থান	বাড়ীর বর্ণনা	গুদামে কত ধবে	মন্তব্য
-------------	-------	---------------	---------------	---------

২৭। গোলাটি নিম্ন লিখিত মত হইলে কলেক্টর তাহা রেজেষ্টরি ভুক্ত করিয়া লইবেন। বোঃ ৪৩

(১) গুদামের একটা মাত্র দ্বার থাকিবে; দ্বারে দুইটা খালা থাকিবে; হইার একটা বিলাতি চবের তালা হওয়া চাই। এই চবের চাবি আবকাৰী কর্মচারির নিকট থাকিবে।

(২) কোন আবকারি কর্তৃকারির সম্মুখে এবং কলেক্টরের আজ্ঞা না হইলে গুদাম হইতে গাঁজা বাহির করিতে পারা যাইবে না। এক গাঁইট লইলে শিল মোহর ত্তর দেওয়া হইবে, গাঁইট ভাঙ্গিয়া দিলে আবগারি কর্তৃকারি তৎক্ষণাৎ শিল মোহর করিবেন।

(৩) মালিক আবগারি কর্তৃকারিগণকে সর্বদা গোল দেখিতে দিবেন।

২৮। যদি মালিক আবকারি আইন লঙ্ঘন করেন বা গোল বেঁমেরামত রাখিয়া দেন তাহা হইলে কলেক্টর গোলা রেজেষ্টরি হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। বোঃ ৪৬

২৯। ১৮৭৮ স্টাঙ্কের ৭ আইনের ১৫।১৭ ধারা মত রেজেষ্টরি ভুক্ত গোলা বা লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা বিক্রেয়ের দোকান ব্যতীত পাস না হইলে কেহই আদ সেরের অধিক গাঁজা নিকটে রাখিতে পারিবে না। রাখিলে ১৮৭৮ স্টাঙ্কের ৭ আইনের ৬১ ধারা মত দণ্ডিত হইবেন ও গাঁজা বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ৪৭

৩০। এক জেলায় গুদামজাত করিয়াও হোলসেল বিক্রেতা অন্ত জেলায় গাঁজা চালান দিতে পারেন। ইহার জন্য দুই টাকা কি দিয়া পাস লইতে হয় ও ঐ পাস যে জেলার গাঁজা গেল সেই জেলার কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সহি করাইয়া লইতে হয়। বোঃ ৪৮

৩১। হোলসেল বিক্রেতা কেবল অশ্ব হোলসেল বিক্রেতা বা খুচরা বিক্রেতার নিকট গাঁজা বিক্রয় করিতে পারেন। বোঃ ৪৯

৩২। ১০ পরিচ্ছেদ লিখিত অবধারিত মাসুল প্রথার সমস্ত নিয়মে গাজা খুচরা বিক্রয় চলিবে। ইহার লাইসেন্স বোর্ডের ধার্যমত নিলাম ডাকে বা অবধারিত মাসুলে দেওয়া হইয়া থাকে। বোঃ ৫২

৩২। হোলসেল বিক্রেতার গোলা হইতে গাজা লইবার পূর্বে খুচরা বিক্রেতাকে মাসুল দিতে হইবে। মাসুলের হার বোর্ড কর্তৃক ধার্য হইবে। যদি কোন খুচরা বিক্রেতা ভিন্ন জেলার হোলসেল বিক্রেতার গোলা হইতে গাজা কিনিতেছেন তাহা হইলে তাঁহাকে যে জেলায় গাজা খুচরা বিক্রয় করিবেন সেই জেলার পাস লইবার সময় মাসুল দিতে হইবে। মহকুমা হইলে মহকুমাই মাসুল দিতে হইবে। বোঃ ৫৩

৩৩। গাজার গোলা হইতে খুচরা বিক্রয়ের দোকানে লইয়া বাইবার জন্তও পাস প্রয়োজন। গাজা লইবার সময় এ পাস লইতে হইবে। বোঃ ৫৪।

৩৪। জমিদার, ইজারদার, এবং অন্যান্য সকলে যদি কোন রূপে লাইসেন্স ব্যতীত গাজা নিজ এলাকার মধ্যে রাখিতে বা বিক্রয় করিতে দেন তাহা হইলে ১৮৭৮ খ্রষ্টাব্দের ৭ আইনের ৬৫ ধারা মত দণ্ডনীয় হইবেন। বোঃ ৬০

অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

চরস আমদানি ।

১। নেপাল বা পশ্চিম হইতে বাঙ্গলায় চরস আমদানি করিতে হইলে যেখানে আমদানি হইবে সেখানকার কলেক্টরের পাস আবশ্যক । চরস আনিয়া কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে ।

২। ইহার মাহুল প্রতি সেরে ৮ টাকা । ইহার অর্ধেক ৪ টাকা পাস লইবার সময় ও অপর অর্ধেক যে জেলায় বিক্রয় হইবে তথাকার আবকারি ডেপুটি কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত কবিবার সময় দিতে হইবে । যদি পাস লিখিত সময় মধ্যে চরস আনা না হয়, তাহা হইলে সময় বৃদ্ধির জন্য কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে । ইহা না করিলে পাস লিখিত সমস্ত চরসের পূর্ণ মাহুল দিতে হইবে । বোঃ ৩

৩। যে কলেক্টরি কান্টনমেন্ট হইতে পাস লওয়া হইয়াছে তথায় না পৌঁছবার পূর্বে তাহার কিম্বা পাস লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে থাকিলে তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে । বোঃ ৪

৪। প্রত্যেক চরস আমদানিকারের নিম্ন লিখিত শর্ত চরসের প্রাপ্তি ও ধরচে হইতে রাখিতে হইবে । খুচরা বিক্রয়ের ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে ।

এই লাইসেন্স হয় নিলাম ডাকে বা অবধারিত মাসুল প্রথায়
বোর্ডের ধার্য মত দেওয়া হইবে। বোঃ ৫

যত আমদানি হইল			যত বিক্রয় হইল			প্রত্যেক বিক্রয়ের পৰ অবশিষ্ট যত মজুত থাকে।
প্রাপ্তির তারিখ	প্রাপ্তির পরিমাণ	পাহের নং ও তারিখ	বিক্রয় তারিখ	যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রে- তাকে বিক্রয় করা হইল তাহার নাম	যে পরিমাণ বিক্রয় হইল	
					ম সে ছ	ম সে ছ

উনবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবকারদিগের জানিবার কিছুই নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

আপিল করিতে হইলে আদত হুকুম কিম্বা তাহার নকুল সহ দরখাস্ত করিতে হইবে। হুকুম কিম্বা নকল দাখিল করিতে অপারক হইল তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। কলেক্টরের বিরুদ্ধে কমিসনারের নিকট আপিল করিতে হইলে ৥০ ষ্ট্যাম্প ও কমিসনারের বিরুদ্ধে বোর্ডে করিতে হইলে ২ টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়।

আফিম বিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিধি ।

১। ১২ই মার্চ ১৮৮৭। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের আফিম বিষয়ক আইন যাহা ১৮৭৮ খৃ ২১ সে ও ২৮ সে আগষ্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ৫। ৬। ১৩ ধারা লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সুমাস্ত্র সভা গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের অনুমোদনানুসারে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নিয় নিয়ম করিলেন।

২। যে সকল শব্দ এই বিধিতে ব্যবহার্য হইয়াছে তাহার অর্থ।

১ম। “ভারতবর্ষ” অর্থে ইংলুজ অধীকৃত উত্তর দক্ষীন পূর্ব পশ্চিম প্রান্তস্থিত শেষ সীমার মধ্যবর্তী প্রদেশ।

২য়। “বাস্তালা” অর্থে বাস্তালার ছোট লাটের শাসনাধীন প্রদেশ।

৩য়। “বোর্ড” অর্থে বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুরে শাসনাধীন প্রদেশ রেভিনিউ বোর্ড।

৪র্থ। “কমিসনার” অর্থে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিভাগের কমিসনার সাহেব।

৫ম। “কলেক্টর” অর্থে জেলার স্বাধীন ভার প্রাপ্ত রাজস্ব কর্মচারী। আবকারীর সুপারিটেণ্ট বা বোর্ড কর্তৃক নিমত্ত প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেও কলেক্টর বুলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। “প্রভেষ্টিভ আফিসর” (মাসুল চুরী নিবারণের কর্মচারী) অফিস সম্বন্ধীয় আইনের ১৬ ধারা লিখিত কার্য বিভাগের যে কোন কার্যাব্যাক্ত।

৭ম। “আফিম” অর্থে পোস্তের গাছ রস।

৮ম। “ইণ্টেণ্ডেণ্ট” অর্থে গভর্নমেন্টের কলিকাতাস্থ অফিস শুদামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি।

৯ম। “মাদক দ্রব্য” অর্থে মদ্য, চণ্ড, এবং তৎ প্রস্তুত বা তদমিশ্রিত দ্রব্য সকল ও কাফা। ঢেঁড়ি ব্যতীত, আফিম ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত সকল প্রকার মাদক ও নেনা জনক দ্রব্য।

১০ম। “ঢেঁড়ি” অর্থে পোস্ত গাছের শুক ফল।

১১শ। “তোলা” অর্থে ১৮০ গ্রেন।

১২শ। “সের” অর্থে ৮০ তোলা।

১৩শ। “খুচরা বিক্রয়” অর্থে আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত যে কোন মাদক দ্রব্যের ৫ তোলা এবং পোস্তের

টোড়ির ৫ সেরের অনধিক বিক্রয় । ইহার অধিক হইলে “পাইকিরি” বা হোলসেল ।

১৪শ । “ইজার দার” অর্থে যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট স্থানেব উপর কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের বা লাইসেন্স আদায়ের ক্ষমতা পাইয়াছে ।

১৫শ । “লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা” অর্থে যে ব্যক্তি আফিম বা তৎপ্রস্তুত মাদক দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য কলেক্টর সাহেবের বা ইজার দারের নিকট হইতে লাইসেন্স পাইয়াছে ।

১৬শ । “লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক” অর্থে যে ব্যক্তি ঔষধের জন্য আফিম বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি পত্র পাইয়াছে ।

১৭ । “আমদানি” “রপ্তানী” ও “চালান” অর্থে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অফিম আইনের উল্লিখিত মত বুঝিতে হইবে ।

প্রস্তুত করণ ।

২ । গভর্ণমেণ্টের জন্য আফিম প্রস্তুত করিতে পারা যায় ।

(ক) পাট্টা বা লাইসেন্সের লিখিত বিধি অনুসারে ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা আফিম হইতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন ।

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক ঔষধার্থে এক• সের পর্যন্ত মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন ।

(গ) ৫ তোলা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত
কবিত্তে পারেন।

নিকটে রাখা।

৪। ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতার নিকট হইতে
ক্রীত আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য ৫ তোলা
পর্যন্ত যে কেহ নিকটে রাখিতে পারেন। লাইসেন্স লিখিত
কর্তার মত ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা যে কোন
পরিমাণ আফিম কালেক্টরের আফিস হইতে খরিদ করিয়া
কিন্তু ১ সেরের অনধিক কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ভোগ্যের
নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিকটে রাখিতে পারেন। ইজারদার
বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা লাইসেন্সের সময় উদ্দিগ্ন হইলে
যদি নিকটে অবিক্রিয় আফিম, মাদকদ্রব্য বা পোস্তের টেণ্ডী
থাকে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া এই
বিধিমত ফেরত দেওয়া পর্যন্ত কিন্ত কোন রূপে বিক্রয় না
কবা পর্যন্ত নিকটে রাখিতে পারেন। গঃ নিঃ ক হইতে ৫।

(চ) রিতিমত লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক, ইজারদার বা
লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা কালেক্টরি হইতে ন্যূনাধিক এক
সের আফিম বা মাদকদ্রব্য এবং ৫ সের পর্যন্ত পোস্তের
টেণ্ডী আনিয়া নিকটে রাখিতে পারেন।

(ছ) ভিন্ন দেশীয় অর্ধ বিক্রেতা অথ সহিত ভারতবর্ষে
আসিলে ঐ সকল ভিন্ন দেশোৎপন্ন আফিম বা তাহা হইতে

প্রস্তুত অগ্র মাদকদ্রব্য প্রত্যেক অথের জন্য ১০ তোলা পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবেন ।

(জ) ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভিন্ন দেশের পথিক বা দর্শক আপনাদিগের এবং আপনাদিগের ভৃত্যাদিগের ব্যবহারের জন্ত ঐ সকল ভিন্ন দেশোৎপন্ন আফিম বা তদপ্রস্তুত মাদকদ্রব্য তাঁহার দলস্থ প্রত্যেকে আফিম ৫ তোলা হিসাবে ও অগ্র মাদকদ্রব্য ২ সের পর্য্যন্ত সঞ্চে রাখিতে পারিবেন । কিন্তু বিক্রয় বা বিনিময় করিতে পারিবেন না ।

(ঝ) এক স্থান হইতে অগ্র স্থানে চালানোর সময় আফিম, অগ্রাগ্র মাদকদ্রব্য বা টে ডি এই সকল বিধি অনুসারে পাস করা থাকিলে তখন এক ব্যক্তির নিকট ৫ তোলাব অধিক বা পাস লিখিতমত থাকিতে পারিবে ।

(ঞ) ১৮৫৭ ইষ্টাব্দের ১৩ আইন অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত কৃষক পোস্তের প্রথম চাষ হইতে আফিম গবর্ণমেন্টের এজেন্টের হস্তে প্রদান পর্য্যন্ত টে ডী ও নতুন বহির্ভূত আফিম নিজ লাইসেন্স লিখিত পরিমাণে নিকটে রাখিতে পারিবে ।

(ট) যে কোন ব্যক্তি ১৫ সের টে ডি নিকটে রাখিতে পারেন । লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক দশসের টে ডি রাখিতে পারেন । ইজারদার এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেড়ার যে কোন পরিমাণ টে ডি রাখিতে পারে ।

চালান।

৫। কোন ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা আকিম মুনকদ্দব্য, কিন্না ঢেঁড়ি চালান দিতে ইচ্ছা করিলে প্রতি চালানের জন্য সতন্ত্র সতন্ত্র বোর্ডের ধার্মানত পাস কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাইবেন।

৬। পাসে নিম্নলিখিত বিষয় লেখা থাকিবে।

(ক) যে সময়ের মধ্যে চালান শেষ করিতে হইবে।

(খ) যে স্থানে হইতে মাল চালান হইবে। ও যিনি মাল পাঠাইবেন তাঁহার নাম।

(গ) মালের সহিত যে লোক যাইবে তাহার নাম।

(ঘ) যাহার নিকট মাল যাইবে তাহার নাম।

(ঙ) প্রত্যেক বাক্সের নম্বর, ওজন ও বচ তাহাতে আছে।

(চ) যতগুলি মাল যাইবে।

প্রত্যেক বাক্সের উপর, যে কালেক্টর সাহেব পাস দিবেন তাহার সম্মুখে পদচিহ্নের নীম্নমোহর দেওয়া হইবে। পাসের লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিন দিবসের মধ্যে কালেক্টর সাহেব বা মহকুমার আকিমের নিকট পাস প্রত্যর্গণ করিতে হইবে।

৭। চালানে যত মাল থাকিবে পথিমধ্যে তাহা জাব ভাগ করা চলিবে না। কালেক্টর সাহেব পাসের এইরূপ একটা নিয়ম করিতে পারেন যে যত মালের জন্য পাস দেওয়া হইবে তাহা যতজন না নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে এবং কালেক্টর সাহেব ~~কর্তৃক~~ নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করা

না হইবে ততক্ষণ সেই মাল খুলিতে, মাপ বা ভাগ করিতে কেহই পারিবে না। কিন্তু এই পরীক্ষা কালেক্টর সাহেবের নিকট মাল পৌছা সম্বাদ পৌছবার সাত দিবসের মধ্যে হইবে।

৮। প্রিতেন্টিভ্ আফিসার পরিক্ষা করিয়া যদি মাল কম দেখেন তবে তাহা অবিলম্বে কালেক্টর নিকট রিপোর্ট করিবেন।

৯। আফিম, মাদকদ্রব্য কিম্বা টেড়ি গবর্ণমেন্টের ১র্থ বিধির ছ ও জ লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ আমদানি করিতে পারিবে না।

রপ্তানি।

১০। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও স্থানে আফিম মাদকদ্রব্য, কিম্বা টেড়ি রপ্তানি হইতে পারিবে।

(১) গবর্ণমেন্ট নিজ কার্যের জন্ত পারিবেন।

(২) ১র্থ বিধির ছ ও জ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ও পারিবেন।

(৩) ৫ হইতে ৮ বিধি অনুসারে চন্দন নগর গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন স্থানে রপ্তানি হইতে পারিবে।

(৪) এই বিধির নিয়মানুসারে কলিকাতার বন্দর হইতে ও রপ্তানি হইতে পারিবে।

১১। কলিকাতা হইতে আফিম সমুদ্রপথে চালান হইতে পারে। যদি গবর্ণমেন্টের নিকট বোর্ড কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে ক্রয় করা হয় এবং যদি বোর্ডের পাস বা সীট ফিকেট থাকে তাহা

হইলে আফিম কলিকাতার বন্দর হইতে সাগরপথে রপ্তানি হইলে পারিবে ।

১২। আফিম রপ্তানি করিবার জগু জাহাজের চালানপত্র লাল কালিতে ছাপিতে হইবে। রপ্তানির সময় বোর্ডের সার্টফিকেটের সহিত উপরিলিখিত চালানপত্র প্রতিলীপি সহ কষ্টমহাউসে উপস্থিত করিতে হইবে। যাহার উপর পাস দেওয়া হইয়াছে তাহা গুদাম হইতে মাল গ্রহণের জন্য রপ্তানিকারকে ফেরত দেওয়া হইবে। অগু খানি কষ্টমহাউস হইতে আফিম সহর যাইবার জন্য ওয়াফের গেট রক্ষকেব নিকট প্রেরিত হইবে।

১৩। সাধারণতঃ আফিস দিনে আফিমের দামের জগু টেসারির রসিদ কিম্বা পাস সাড়ে তিনটার পর বোর্ড লইবেন না। ৪ টার পর সার্টফিকেটও দেওয়া হইবে না। শনিবার রসিদ ও পাস দেড়টা পর্যন্ত লওয়া হইবে ও সার্টফিকেট দুইটা পর্যন্ত দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পরলইতে হইলে, অতিরিক্ত ৫ টাকা ফি দিতে হইবে।

১৪। বোর্ড দত্ত সার্টফিকিট মাসের শেষে নিয়মিত রূপে ক্যানসেল হইলে বোর্ড ফেরত দিতে হইবে।

১৫। যে দিবস চিনের জাহাজ যাইবে সেই দিবস ৪ টার পর জাহাজের চালান পত্র উপস্থিত করিলে ৫ টাকা ফি দিতে হইবে।

১৬। সাড়ে চারিটার পর গুদাম হইতে না লইলে রপ্তানির জগু নির্দিষ্ট সমস্ত আফিম ঢাকা দেওয়া সমস্ত বোজাই নৌকায়

ওদামেয় সম্মুখস্থ ঘাট হইতে জাহাজ বা ষ্টিমার লইয়া যাওয়া হইবে।

১৭। সাড়ে চাড়িটার পর কোন রপ্তানিকার পত্মেমেণ্টের ওদাম হইতে আফিম লইয়া ঘাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ২০ বাক্স পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যার জন্ম ২ টাকা ২০ বাক্সের উপর ৫০ বাক্স পর্য্যন্ত ৩ টাকা তদধিকের জন্ম ৫ টাকা ফি দিতে হইবে। গঃ নিঃ ২১

১৮। ৯ টা রাত্রের পর আফিম গ্রহণের জন্ম আবেদন পত্র ইণ্টেডেট কর্তৃক গৃহিত হইবে না। গঃ নিঃ ২৩

১৯। সাধারণ আফিস দিনে বৈকালে ৫ টা হইতে রাত্রি ৯ টা এবং শনিবার ২ টা হইতে রাত্রি ৯ টার মধ্যে আফিম গ্রহণ জন্ম আবেদন করিলে প্রত্যেক আবেদনের উপর ১৬ টাকা এবং প্রত্যেক বাক্সের জন্ম ৮০ আনা ইণ্টেণ্ডেট চাহিতে পারিবেন। গঃ নিঃ ২৪

২০। ১৫ হইতে ১৯ বিধি মত কার্য সাড়ে চারিটার পর ওদাম হইতে আফিম লইলে বিশিষ্টরূপে বর্তিবে। কিন্তু রপ্তানিকার যদি ইচ্ছা করেন ও ইণ্টেডেণ্টের নিকট আবেদন করেন তাহা হইলে ঐ সময়ের অগ্রে গৃহিত আফিম সম্বন্ধেও ঐরূপ কার্য হইতে পারে। গঃ নিঃ ২৫

চণ্ডু রপ্তানি।

২১। সামুদ্রিক কাষ্টম সম্বন্ধীয় নিয়ম যখন বেরূপ চলিত থাকিবে তাহার প্রথানুরূপ কলিকাতার আবকারির সুপারিটেণ্ড সাহেবের কর্তৃক প্রদত্ত পাসে চণ্ডু রপ্তানি করা যাইতে পারে। রপ্তানির জন্য পাস কোন চণ্ডুর লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাকে বেরূপ মাসুল যখন বোর্ড কর্তৃক ধার্য হইবে সেইরূপ মাসুল দেওয়া হইলে প্রদত্ত হইবে। উল্লিখিত পাস রপ্তানির সময় কাষ্টম হাউসে উপস্থিত করিতে হইবে এবং উহাতে লেখা থাকা চাই যে পাস লিখিত চণ্ডু গভর্নমেন্টের অফিস হইতে প্রদত্ত। গঃ নিঃ

হোলসেল বা খোক বিক্রয়।

২২। বাঙ্গলার ছোটলাট মধ্যে মধ্যে যে মূল্য * নির্দ্ধারিত করিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন তাহা দিলে কলেক্টরের অফিস হইতে অন্যান্য একসের বা বোর্ডের বিশেষ অনুজ্ঞানুসারে এক সেরের কম আফিম কেবল ইজারদার, লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার কিম্বা চিকিৎসককে দেওয়া হইবে।

* গভর্নমেন্ট কর্তৃক আফিমের মূল্য নিয়ম লিখিত জেলায় নিম্নলিখিত হারে নির্দ্ধিষ্ট হইল।—

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসককে ১ সেরের অধিক দেওয়া হইবে না। গঃ নিঃ ২৭

২৩। সমুদ্র পথে রপ্তানির জন্ত বোর্ড থোক আফিম বিক্রয় করিতে পারেন। গঃ নিঃ ২৮

২৪। লাইসেন্সের লিখিত কড়ার মত ইজারদার লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার হোলসেল আফিম বিক্রয় করিতে পারেন

ডিভিসন	জেলা	বিক্রয় মূল্য
বর্ধমান	{	মেদিনীপুর ও		২০ ১/২
		অন্যান্য জেলা		২৮ ১/২
প্রেসিডেন্সি		কলিকাতা সহ সমস্ত জেলা		২৮ ১/২
বাজসাহি ও	{	সমস্ত জেলা		২৮ ১/২
কুচবিহার		সমস্ত জেলা		২৭ ১/২
ঢাকা		সমস্ত জেলা		২৭ ১/২
চট্টগ্রাম	{	টিপারা		২৭ ১/২
		চাটিগাঁ ও নোয়াখালি		২৮ ১/২
পাটনা		সমস্ত জেলা		১৬ ১/২
ভাগলপুর	{	মুন্সের		২০ ১/২
		ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণা		২২ ১/২
		পূর্বিয়া ও মালদা		২৮ ১/২
উড়িষ্যা		সমস্ত জেলা		৩২ ১/২
ছোটনাগপুর		সমস্ত জেলা		২৬ ১/২

লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার বা চিকিৎসক ভিন্ন অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না, কিন্তু চিকিৎসকের নিকট একসের আফিম বা মাদক দ্রব্য এবং ১০ সের পোস্তের ডেড়ীর অধিক বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলেক্টরের অনুমতি পাইলে লাইসেন্সের সময় উত্তীর্ণ হইলে ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার অপর লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হোলসেল বিক্রয় করিতে পারেন। বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটও হোলসেল বিক্রয় করা যাইতে পারে। গ: নি: ২৯

খুচরা বিক্রয়। *

২৫। কলেক্টর বা ইজারদারের, নিকট প্রাপ্ত লাইসেন্স এবং ঐ লাইসেন্স লিখিত কড়াবানুরূপ ব্যতীত কেহই আফিম

*বোর্ডের বিধি।

১. কলেক্টর সাহেবের নিকট প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতীত কেহই আফিম, মদত কিংবা চণ্ডু বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। আফিম, মদত কিংবা চণ্ডু বিক্রয়ের জন্ত লাইসেন্স লইতে হইলে বোর্ড সময় সময় যে দর বা মাসুল ধার্য করিবেন তাহা প্রদান করিতে হইবে। এই ফি, ট্যাক্স বা মাসুল লাইসেন্সে লেখা থাকিবে এবং অগ্রিম বা বোর্ডের নির্দেশ মত দিতে হইবে। লাইসেন্স বিক্রয়ের সময় দুই মাসের ফিয়ের সমান টাকা অগ্রিম লওয়া হইবে।

মাদক দ্রব্য বা টেঁড়ি বিক্রয় করিতে পাইবেন না। তবে ১৩ আইন মতে কৃষক ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত টেঁড়ি বিক্রয় কারককে টেঁড়ি কিম্বা যে টেঁড়ি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছে ইহারা টেঁড়ি বিক্রয় করিতে পারেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক আফিম, টেঁড়ি কিম্বা

৩। লাইসেন্স লইবার সময় লাইসেন্সের লিখিত কডাব পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। এবং ঐ কডার মত কার্য্য করিবার জন্ত বোর্ডের নির্দেশ মত জামিন বা আমানত বাঞ্ছিত হইবে।

৪। আফিম, মদত কিম্বা চণ্ডু বিক্রয়ের জন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতার প্রত্যহ দোকানের বিক্রয়ের হিসাব ছাপান রহিতে রাখিতে হইবে। এই ছাপান বই কলেক্টর সাহেবেব আফিসে সামান্য দামে কিনিতে পাওয়া যাইবে। •

৫। বোর্ড হইতে বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে সাধারণতঃ লাইসেন্স এক বৎসরের জন্ত দেওয়া হইবে। বৎসর বৎসব লাইসেন্স নূতন করিয়া লইতে হইবে।

৬। টেঁড়ি বিক্রয়ের জন্ত ক্রোড়পত্রস্থ কর্ম মত লাইসেন্স যে কেহ আবেদন করিবে তাহাকেই মাসিক এক টাকা ফিতে দেওয়া হইবে।

বোর্ডের সারকিউলার নং ৬, ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

ভবিষ্যতা ও সহরতলি সহিত সম্বন্ধ জেলায় আফিম খুচরা বিক্রয়ের জন্ত লাইসেন্স নিলাম দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন।
গঃ নিঃ ৩০

২৬। ৩০ বিধি অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম মত খাজনা দিতে হইবে। গঃ নিঃ ৩১

২৭। আফিম ইত্যাদি গবর্ণমেন্ট আফিসে খুচরা বিক্রয় হইবে না। গঃ নিঃ ৩২

২৮। বোর্ড বিশেষ নিয়ম না করিলে খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। গঃ নিঃ ৩৩

২৯। প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সংখ্যায় দোকান হইবে। বৎসরের প্রথমে বোর্ড কর্তৃক নির্দেশ মত নিলাম ডাকে দোকান বিক্রয় হইবে। গঃ নিঃ ৩৪

৩০। ৩০ বিধি অনুসারে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহা কলেक्टर কর্তৃক লাইসেন্স লিখিত কোন কারণ বশতঃ ক্যানসেল হইতে পারে। যদি লাইসেন্স লিখিত কোন কারণ বশতঃ ক্যানসেল না হয়, তাহা হইলে ১৫ দিনের খাজনা ফেরত দিবেন ও ১৫ দিন অগ্রে লাইসেন্স ক্যানসেল করিবার অভিপ্রায় নোটিস দ্বারা জানাইবেন। যদি তাহা না করেন তবে কলেक्टरের অনুমতি মত ক্ষতি পূরণ করিবেন।
গঃ নিঃ ৩৫

৩১। লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার দোকান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে ১ মাস অগ্রে লিখিত নোটিস দিতে হইবে এবং কলেक्टर যে ফি দণ্ড স্বরূপ হইতে চাহেন (৬ মাসের খাজনার মাসিক নহে) তাহা জমা করিতে হইবে। যদি কলেक्टर মনে করেন বিশেষ কারণ জন্ত কোন ভেণ্ডার দোকান

ছাড়িতেছে তাহা হইলে তাহাকে এই দণ্ড হইতে মাপ করিতে পারেন ।

গঃ নিঃ ৩৬

ইজারা ।

৩১। বোর্ডের ধার্য্য মত কলেक्टर সাহেব নিলাম ডাকে বা অন্ত্রমতে অন্যান্য ৫ বৎসরের জন্ত কোন নির্দিষ্ট স্থানের খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি আদায়ের ইজারা দিতে পারেন । ইজারার পাট্টার যুক্তি আদি বোর্ডের নির্দেশানুসারে হইবে । এইরূপ ইজারা লইলে ইজারাদার নিজে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন কিন্তু আফিম কলেক্তরের আফিস হইতে লইতে হইবে । ক্রোড়পত্রস্থ কর্ণের মত ইজারা পত্র দেওয়া হইবে । গঃ নিঃ ৩৭

৩২। বোর্ড যেরূপ সময় সময় ফর্ম নির্দেশ করিবেন, সেই ফর্মে ইজারাদারকে তিনি যে সকল লাইসেন্স দিবেন তাহার হিসাব দিতে হইবে । গঃ নিঃ ৩৮

৩৩। কলেক্তরের হস্তে এরূপ লাইসেন্স সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে । ইচ্ছা করিলে তিনি যখন তখন লাইসেন্স ক্যানসেল করিতে পারিবেন কিন্তু যদি বিনা দোষে করেন তবে ক্ষতি পূরণ করিবেন । গঃ নিঃ ৩৯

৩৪। লাইসেন্স বা ইজারার সময় অতিক্রান্ত হইলে যদি কোন বিক্রেতা বা ইজারাদারের আপন আফিম, মাদক দ্রব্য

বা টে'ডি অথ কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদারের নিকট কলেক্টর সাহেবের সম্ভাবজনক রূপে বিক্রয় করিতে অশঙ্ক হয় তাহা হইলে তাহা আবকারী রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্মচারির নিকট ফেরত দিতে হইবে। নূতন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদার, এবং যদি লাইসেন্স বা পাট্টা নূতন করিয়া কেহ না লয় তাহা হইলে যে কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদার তাঁহাদের দুই মাসের ঋণচের পরিমাণ দ্রব্য পর্য্যন্ত কলেক্টর যে দর ধার্য করিয়া দিবেন তাহাতে লইতে বাধ্য। গ: নি: ৪১

আপিল।

কলেক্টরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আনিল কমিসনার সাহেবের নিকট বা তাঁহার নিকট প্রেরণের জ্ঞাত কলেক্টরের নিকট আজ্ঞার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিলের দরখাস্ত করিতে হইবে।

বোর্ডে আপিল করিতে হইলে ৬০ দিবসের মধ্যে করিতে হইবে।

কমিসনার সাহেবের নিকট আপিল করিতে হইলে দরখাস্ত আট আনার এবং বোর্ডে করিতে হইলে দুই টাকার কোর্ট ফি দিতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১ আইন ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর
জেনরল সাহেবের প্রণীত

(১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর
জেনরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত ।)

আফীন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন ।

আফীন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহতি,
চেতুর্বাদ এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল,—

১ ধারা। এই আইন “আফীন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের
সংক্ষেপে নামের কথা। আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে
যতদূর বাঞ্ছনীয় তাহার ইতিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ
করা করিয়া নির্দ্ধারিত যে যে স্থানের
মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেই সেই
স্থানে প্রচলিত হইবে।

ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই
যে অবধি প্রচলিত হইবে প্রকারে যে স্থানে যে দিন অবধি
তাহার কথা। প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন, সেই

স্থানে সেই দিনাবধি প্রচলিত হইবে।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে যে আইনের
যে যে আইন রহিত করা উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের
গেল তদ্বিবক কথা। তৃতীয় ধারের দ্বিতীয় দূর নির্দিষ্ট হইল ঐ
ঐ আইন তত দূর রহিত হইবে।

১৮৪৯ সালের ১১ আইনে ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইনে
আইন সংশোধনের কথা। ও ১৮৭১ সালের ১৩ আইনে ও
১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে
“মাদকদ্রব্য” শব্দ যে স্থলেই প্রয়োগ হউক, তন্মধ্যে আফীন
ধরিতে হইবে না।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনে বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২১
আইনের ও ১৮৩০ সালের ২০ আই-
১৮৩৬ সালের ৭ আইনের
: ধারা সংশোধনের কথা।
নের যে উল্লেখ হইল, তাহা এই
আইনের তত্ত্বল্য ভাবের নানা ধারার
উল্লেখ হওয়ার ভায়ে পাঠ করিতে হইবে।

৩ ধারা। এই আইন বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্বাঙ্গের
অর্থ করণের ধারা। কথার দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,
“আফীন” শব্দে পোস্তের টেঁরি ও আফীন দ্বারা প্রস্তুত
কি মিশ্রিত দ্রব্যও পোস্ত হইতে
“আফীন।”
প্রস্তুত মাদক দ্রব্যও গণ্য।

“ম্যাজিষ্ট্রেট” শব্দে রাজধানীর মধ্যে প্রেসিডেন্সী মাজি-
ষ্ট্রেটকে ও অন্য স্থানে প্রথম শ্রেণীর
ম্যাজিষ্ট্রেট
ম্যাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এই আইন মত মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহাকেও জানিতে হইবে।

“আমদানী করা” এই শব্দেতে সমুদ্র কিম্বা ভিন্ন রাজ্যা-
 “আমদানী।” ধিকার কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণ-
 মেণ্টের শাসিত দেশ হইতে স্থানীয় অথ গবর্ণমেণ্টের শাসিত
 দেশের মধ্যে আনয়ন করা জানিতে হইবে।

“রপ্তানী করা” এই শব্দেতে স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের
 “রপ্তানী।” শাসিত দেশ হইতে সমুদ্রে কিম্বা
 কোন ভিন্ন রাজ্যাধিকারে কিম্বা কোন স্থানীয় অথ গবর্ণমেণ্টের
 শাসিত দেশে লইয়া যাওয়া জানিতে হইবে।

“চালান করা” শব্দে একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত
 “চালান করা।” দেশের এক স্থান হইতে অথ স্থানে
 চালান করা বুঝাইবে।

৪ ধারা। এই আইন, কিম্বা আফীন স্নিষয়ক অথ
 পোস্তের চাষ করা ও যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে
 আফীন নিকট রাখা প্রভৃতির সেই আইন অনুসারে, কিম্বা এই
 নিষেধের কথা। আইন বা উক্ত কোন আইনমতে
 প্রণীত বিধি অনুসারে অনুমতি না থাকিলে, কোন ব্যক্তি—

- (ক) পোস্তের চাষ করিবে না,
- (খ) আফীন প্রস্তুত করিবে না,
- (গ) আফীন নিকটে রাখিবে না,
- (ঘ) আফীন চালান করিবে না,
- (চ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিবে না, ও . .

(ছ) আফীন বিক্রয় করিবে না।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর উক্ত বিষয়ের অনুমতি জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ দেওনার্থ বিধি করিবার ক্ষম- পূর্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে তার কথা। জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসনা-

ধীন তাবদেখে কিম্বা নির্দিষ্ট কোন অংশের মধ্যে সম্যকপ্রকারে বা মাসুল দেওনের নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে নিম্নলিখিত সকল কি কোম কার্যের অনুমতি দেওনার্থ, এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিয়া ঐ ঐ কার্যের সিধান করিতে পারিবেন।

(ক) পোস্তের চাষ করণ।

(খ) আফীন প্রস্তুত করণ।

(গ) আফীন নিকটে রাখণ।

(ঘ) আফীন চালান করণ।

(ঙ) আফীন আমদানী কিম্বা রপ্তানী করণ।

(চ) আফীন বিক্রয় করণ ও আফীনের খুজরা বিক্রয়ের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহার ইজারা দেওন।

পরন্তু সামুদ্রীয় কষ্টম বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে বা তৎক্রমে বা ৬ ধারাক্রমে আমদানী করা যে আফীনের উপর মাসুল ধার্য আছে সেই আফীনের উপর উক্ত কোন বিধিক্রমে কোন মাসুল আদায় হইবে না।

৬ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে কিম্বা তদন্তর্গত কোন

স্থলপথে যে আফীনের নির্দিষ্ট স্থানে যে আফীন কিন্না কোন আমদানী হয়, তাহার উপর প্রকারের যে আফীন স্থলপথে আমদানী হইবে তাহার কথা ।

দানী হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সা.হব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই আফীনের উপর যে মাসুল উচিত বোধ করেন তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে নির্ধারিত কোন মাসুল পরিবর্তন করিতে য় উঠাইয়া দিতে পারিবেন ।

আফীন গুদামজাত কর- ৭ ধারা । মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল সা.হব ইণ্ডিয়া

গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে আইনমতে আমদানী করা আফীনের কিন্না সেই দেশ হইতে বাহা রপ্তানী করিবার অতিপ্রায় থাকে, তাহার গুদাম স্থাপন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্ত কোন আজ্ঞা রহিতও করিতে পারিবেন ।

ঐ আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(গ) সকল আফীনের বা কোন আফীনের উপর যে মাসুল ধার্য্য হয় তাহা দেওনের পরে বা পূর্বেই হউক, ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে কি ঐ দেশের নির্দিষ্ট কোন স্থানে আইনমতে আমদানী হইলে কি তথা হইতে রপ্তানী করিবার অতিপ্রায় থাকিলে সেই আফীন রাখিবার গুদাম বলিয়া কোন স্থান নির্দেশ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তদ্রূপ নির্দেশ বাক্য রহিতও করিতে পারিবেন ।

এই ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন আজ্ঞা করা গেলে তাহা উক্ত শাসিত দেশের যে যে স্থানের প্রতি খাটে সেই সেই স্থানে (গ) প্রকরণমতে যে নির্দেশ করা যায় তাহাও রহিত হইবে।

• সেই নির্দেশ বাক্য বত দিন প্রবল থাকে, তত দিন সেই সকল আফীনের স্বামীরা সেই ওদামে আফীন আনিয়া রাখিতেই হইবে।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্বিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর ওদামবিষয়ক বিধি করি- জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ ব্যয় ক্ষমতার কথা। পূর্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ৭ ধারামতে ওদামজাং আফীন নির্কিয়ে রক্ষা করণ ও ঐ ওদামজাং করণের ফী আদায় করণ, ও বিক্রয় কি রপ্তানী করিবার জন্তে ঐ আফীন স্থানা-ন্তরকরণ বিষয়ে, ও তাহার উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে ওদামজাং করণের তারিখ অবধি দ্বাদশ মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ আফীন লইয়া বজ্রপ কার্য করা যাইবে, তদ্বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

বে-আইনীমতে পোস্তের ৯ ধারা। কোন ব্যক্তি এই চাষ প্রভৃতি করণের দণ্ডের আইনের কিম্বা ৫ কি ৮ ধারামতে

প্রণীত ও প্রকাশিত বিধির বিপরীতা-
চরণ করিয়া,

- (ক) পোস্তের চাষ করিলে, কিম্বা
- (খ) আফীন প্রস্তুত করিলে কিম্বা

- (গ) আফীন নিকটে রাখিলে, কিম্বা
- (ঘ) আফীন চালান করিলে, কিম্বা
- (ঙ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিলে, কিম্বা
- (চ) আফীন বিক্রয় করিলে, কিম্বা
- (ছ) আফীন গুদামজাং না করিলে, কিম্বা গুদামজাং আফীন বাহির করিয়া লইলে, কি তদ্বিবক কোন কৰ্ম্ম করিলে, ও কোন ব্যক্তি অন্য প্রকারে উক্ত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্তে এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলেও না দেওয়া গেলে, ঐ অপরাধ-নির্ণেতা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তৎপ্রযুক্ত অপরাধির ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। অন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

১০ ধারা। ৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৯ ধারামতে অভিযোগ যে সকল আফীনের বিষয়ে ক্রোধোদ-হইলে অনুমানের কথা। জনক উত্তর দিতে না পারেন, তদ্বি-ষয়ে এই আইনমত অপরাধ করা গিয়াছে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না হওন পর্য্যন্ত এই অনুমান হইবে

আফীন ভদ্র করিয়া লও- ১১ ধারা কোন স্থলে ৯ ধারা-
নের কথা। মত কোন অপরাধ করা গেলে,—

(ক) তদ্রূপে চাষ করা পোস্ত,

(খ) যে আফীন লইয়া উক্ত ধারামতে কোন অপরাধ করা গিয়াছে সেই আফীন.

(গ) ঐ ধারার (ঘ) কি (ঙ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, অপরাধির প্রতি যত আফীন চালান করিবার কিম্বা বিষয় বিশেষ আমদানী কি রপ্তানী করিবার অনুমতি থাকে, তাহার অধিক চালান করিলে কিম্বা আমদানী কি রপ্তানী করিলে, যত চালান কি আমদানী কি রপ্তানী করেন, সেই সমুদায় আফীন,

(ঘ) ঐ ধারার (চ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, যে আফীন লইয়া ঐ অপরাধ হইয়াছে, অপরাধির নিকট তন্নিম্ন আফীন থাকিলে, ঐ অল্প সকল আফীন,

জব্দ হইতে পারিবে।

এই ধারামতে জব্দ হওয়ার বোধ্য কোন আফীন বেনৌকাদিতেও বস্তায় ও আবরণে পাওয়া যায় তাহা, ও যে নৌকাদিতে কি বস্তায় আফীন গুপ্ত করিয়া রাখা যায়, তন্মধ্যে অল্প দ্রব্য থাকিলে সেই দ্রব্য, ও যে জব্দ দ্বারা ও যে গাড়ী করিয়া আফীন চালান হয় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

১২ ধারা। অপরাধির অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা যে

জব্দ করিবার আজ্ঞা ব্যক্তির নামে আফীন সম্পর্কীয় অপ-
করিতে বাঁহার ক্ষমতা থাকে রাধের অভিযোগ হয়, তাঁহাকে নির্দোষ
ভাঙার কথা।

করা গেলেও, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ
আফীন জব্দ হইবার বোধ্য বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, তিনি জব্দ
করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে জন্ম করিবার অনুমতি হইলে, যে কর্তৃপক্ষ জন্ম করিবার নিষ্পত্তি করেন তিনি জন্ম করণ দণ্ডের পরিবর্তে যত অর্থদণ্ড উচিত বোধ করেন, জন্ম হইবার ষোণ্ড্য দ্রব্যের স্বামীকে স্বেচ্ছামতে ঐ অর্থদণ্ড দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ।

এই আইনের বিপরীত অপরাধ করা গেলেও যদি অপ-
বাধিকে জানা না যায়, কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া না যায়,
কিম্বা আত্মীয় কোন ব্যক্তির অধিকারে না থাকিয়াও যদি তদ্বি-
ষয়ের হস্তোদ্যজনক সন্ধান পাওয়া বাইতে না পারে, তবে জিলার
কলেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশনর, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
এতৎকার্য্য পক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি
স্বয়ং কিম্বা আপন পদের সত্বহেতুক সেই বিষয়ের অনুসন্ধান
লইয়া নির্ণয় করিবেন, ও জন্ম করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।
কিন্তু যে বিষয় জন্ম করিবার কল্পনা থাকে তাহা দ্রুত করণের
তারিখ অবধি একমাস গত না হইলে, ও ঐ দ্রব্যের উপর কোন
ব্যক্তিদের স্বত্বের দাওয়া থাকিলে তাঁহাদের কথা শ্রা শুনিয়া, ও
তাঁহারা আপনাদের দাওয়ার পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিলে
সেই প্রমাণ না শুনিয়া, জন্ম করিবার আজ্ঞা করিতে হইবে না ।

১৩ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্তিসভাধিষ্ঠিত শ্রীমুক্ত গবর্ণর

নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ
প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার পূর্ব্বক সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপন
কথা ।

পত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের সমস্ত
মতে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

জন্ম করা দ্রব্য বিক্রয়াদি (ক) এই আইনমত জন্ম করা
করণের ।

সকল বিষয় বিক্রয়াদি করণের ও

(খ) এই আইনমতে অর্থদণ্ড ও জরিফ করা জব্দদ্বারা যে
টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে কর-
ও পারিভোজিক দেওনের। কারকদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে পুর-
স্কার দেওনের বিধি।

১৪ ধারা। আবকারী কি পোলীস কষ্টম কি নিয়ক কি
কোন আয়ত স্থানে আফীন আফীন কি রাজস্বসংক্রান্ত কর-
বে-অইনমতে রাধিবার বিভাগের পেরাদার কি কনষ্টবলের
সন্ধান পাওয়া গেলে প্রবেশ শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য-
করিয়া গ্রহণ করিবার ও কারক স্বীরপদের স্বত্বহেতুক স্থানীর
ধরিবার ও ধরিয়া লইবার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এতৎ পার্যাপক্ষে
ক্ষমতার কথা।

ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এই আইনমতে
জর করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি
আয়ত স্থানে প্রস্তুত করা কি রাখা কি লুকাইয়া রাখা যাই-
তেছে, নিজ জ্ঞানমতে কিম্বা অন্তের স্থানে প্রাপ্ত ও লিপিবদ্ধ
সন্ধান ক্রমে তাঁহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,
তিনি স্বার্থের উদয় ও অন্ত হইবার মধ্যে কোম সময়ে,

(ক) সেই গৃহে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিয়া,

(খ) ও বাধা পাইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ও তদ্রূপে
প্রবেশ করিবার বাধাজনক অন্ত বিষয় সরাইয়া দিয়া,

(গ) ঐ আফীন ও তাহা প্রস্তুত করণার্থ সকল সরঞ্জাম
ধরিয়া লইতে, ও ১১ ধারামতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্ত যে
আইন স্বকালে প্রবল থাকে তদনুসারে আর যে যে বিষয়
জর করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, সেই
সেই বিষয় ধরিয়া লইতে, ও

(ব) আইনমতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অগ্র কোন আইন
বৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে যে ব্যক্তিকে ঐ
আফীন বিষয়ক কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করি-
বার কারণ থাকে, তাঁহাকে আটক করিয়া তাঁহার গাত্রে অবৈ-
ষণ করিতে ও উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে
পারিবেন ।

খোলা স্থানে আফীন ধরিয়া ১৫ ধারা ৮ পূর্বোক্ত কোন কণ্ঠ-
লইবার কথা । বিভাগের কোন কার্যকারক,

(ক) কোন খোলা স্থানে, কিম্বা এক স্থান হইতে অগ্র
স্থানে প্রেরণ সময়ে কোন আফীন, কি অগ্র কোন দ্রব্য
১১ ধারামতে, কিম্বা আফীন বিষয়ক অগ্র যে আইন বৎকালে
প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে, জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া
জ্ঞান করিলে, তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন ।

(খ) ও কোন ব্যক্তিকে এই আইনের কিম্বা এতদ্রূপ অগ্র
কোন আইনের বিপরীত কোন অপ-
রাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার
কারণ থাকিলে, তাঁহাকে আটক
রাখিয়া তাঁহার গাত্রে অবৈষণ করিতে
পারিবেন, ও তাঁহার নিকট আফীন থাকিলে, তাঁহাকে তাঁহার
সঙ্গী অগ্র কোন ব্যক্তিদিগকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন ।

১৬ ধারা । ১৪ কি ১৫ ধারামতে অবৈষণের সকল কার্য
ভরসা দেয়নে করিতে হইবে
ভাহার কথা ।
কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনের বিধানমতে একরা
হাইবে ।

১৭ ধারা। ১৪ ধারার উল্লিখিত নানা কর্মবিভাগের কার্য-

কারকেরা নোটিস পাইলে, কি তাঁহা-
কর্মকারকদের পরস্পর মের নিকট আদেশ করা গেলে,
সাহায্য করিতে হইবার কথা। তাঁহারা এই আইনের বিধান সকল
করণার্থে পরস্পরের সাহায্য করিতে আইনমতে দ্বন্দ্ব থাকিবেন।

১৮ ধারা। উক্ত কোন কর্মবিভাগের কোন কার্যকারক
ক্রেতাজনক ভাবে গৃহাদিতে 'সন্দেহ' করিবার সম্ভব কারণ না
প্রবেশ ও তল্লাশ করণের ও থাকিলেও কোন ঘরে কি নৌকাদিতে
এবা ও ব্যক্তিকে ধৃত করণের কি স্থানে প্রবেশ কি অবেষণ করিলে
কথা। কিন্ম অন্যদ্বারা প্রবেশ কি অবেষণ
কবাইলে, কিন্ম আফীন কি এই আইনমতে জব্দ করিবার
যোগ্য অস্ত্র দ্রব্য ধরিয়া লইবার কি অবেষণ করিবার ছলে ক্রেত
জনক ভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির দ্রব্য ধরিয়া লইলে,
কিন্ম ক্রেতজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে
আটক রাখিলে কি তাঁহার গাত্রে অবেষণ করিলে কি তাহাকে
গ্রেপ্তার করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্তে পাঁচ শত টাকার
অনধিক জরিমানা হইবে।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আফীনবিষয়ক অপরাধ করিয়াছে
পরওয়ানা দিবার কথা। এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে,
জিলার কালেক্টর সাহেব কিন্ম ডেপুটী কমিশ্যনর কিন্ম স্থানীয়
গবর্নমেন্ট কর্তৃক এতৎকার্যপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত অস্ত্র কার্যকারক,
কিন্ম আপন পদের স্বত্বক্রমে, কিন্ম কোন মাজিস্ট্রেট সেই
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন, কিন্ম

জন্ম করিবার প্রাপ্য আত্মীন কোন ধরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে রাখা কি লুকাইয়া রাখা গিয়াছে তাঁহার এমনত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তিনি দিনে বা রাত্ৰিতেও সেই গৃহাদিতে অশ্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন ।

এই ধারামতে যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিশয়ক আইনের বিধান মতে জারী করা যাইবে ।

২০ ধারা । ১৪ কি ১৫ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও

ঐ ব্যক্তিকে কি দ্রব্য জব্দ করিয়া লওয়া গেলে অবিলম্বে লইয়া যাহা করিতে হইবে অতি নিকট পোলীস থানার কর্তৃ-
তাহার কথা । পক্ষেয় কাছে চালান করিতে হইবে ;

ও ১৯ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা ও জব্দ করিয়া লওয়া গেলে যে কার্য্যকারক পরওয়ানা বাহির করিয়া দিলেন তাঁহার নিকট ঐ ব্যক্তিকে ও ঐ জব্দ অগৌণেই চালান করিতে হইবে ।

এই ধারামতে যে কার্য্যকারকের নিকট কোন ব্যক্তিকে কি কোন জব্দ চালান করা যায়, সেই ব্যক্তিকে কি সেই জব্দ লইয়া আইনমতে কার্য্য হইবার জন্যে যে সকল উপায় করা আবশ্যক, তিনি সুবিধামতে দ্বারায় সেই উপায় করিবেন ।

২১ ধারা । কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিবার ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিলে কি কোন ও জব্দ ধরিয়া লইবার জব্দ ধরিয়া লইলে, তিনি তৎপরে রিপোর্টেব কথা । আর্টচলিশ স্টার মধ্যে আপনাতঃ

উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিবার

কিন্তু সেই জন্য ধরিয়া লইবার সবিশেষ বুজান্তের সম্পূর্ণ
রিপোর্ট করিবেন।

২২ ধারা। বে-আইনীমতে পোস্তের চাষ হইতেছে এমন
বে-আইনীমতে পোস্তের কথিত হইলে, ঐ কসল কাটিয়া
চাষ হইলে কার্যপ্রণালীর লইয়া বাইতে হইবে না, কিন্তু
কথা। পেরাদার কি কনষ্টবলের প্রেণী
অপেক্ষা উচ্চ প্রেণীর যে কার্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতুক
এতৎকার্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন,
তিনি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত ঐ কসল ত্রোক
করিয়া রাখিবেন; ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, চাষী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হই
এতদর্থে উক্ত কার্যকারক সঙ্গত স্বত টাকা জামিন নির্দ্ধার্য
করেন, তাঁহার স্থানে তত টাকার হাজিরজামিন লইবেন।
ঐ চাষী সঙ্গত কালের মধ্যে ঐ হাজিরজামিন দিবার ক্রটি না
করিলে তাঁহারকে গ্রেফতার করিতে হইবে না।

পরন্তু বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে
পোস্তের চাষ ও আকীন প্রস্তুতকরণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও
সংশোধনার্থ ১৮৫৭ সালের ১৩ আইন কি তাহার কোন অংশ
যে যে স্থানে প্রবল আছে সেই সেই স্থানে পোস্তের চাষ
করণের প্রতি এই ধারার কোন কথা প্রাতিবে না।

২৩ ধারা। এই আইনমতে,
বাকী কী ও মাসুল প্রভৃতি কিন্ত এই আইনক্রমে প্রণীত কোন
জ্ঞাদায় করিবার কথা। বিধিমতে, যে ফী কি মাসুল ধার্য
হই তাহা বাকী পড়িলে।

ও আফীনের রাজস্বের কোন ইজারদারের হানে বাকী পাওনা থাকিলে ।

যে ব্যক্তি গবর্ণমেন্টে ঐ টাকা দিবার প্রথম দায়ী হন, ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার হানে, কিম্বা তাঁহার জামিন থাকিলে ঐ জামিনের হানে আদায় হইতে পারিবে ।

২৪ ধারা। আফীনের রাজস্বের ইজারদার পাট্টা দিয়া

পাট্টাদারের নিকট ইজারদারের পাওনা টাকা আদায় করণার্থে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্যকারকের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা ।

তৎসম্পর্কে পাট্টাদারের নিকট তাঁহার টাকা পাওনা থাকিলে, ঐ ইজারদার জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনরের নিকট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই কার্যপক্ষে যে কার্যকারকের প্রতি ক্ষমতা দেন

তাঁহার নিকট, দরখাস্ত করিয়া আপনার নিমিত্ত ঐ টাকা আদায় করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন । ঐ কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশ্যনর কি উক্ত কার্যকারক ঐ দরখাস্ত পাইলে স্থায় বিবেচনানুসারে ভূমির বাকী রাজস্বের জায় তাহা আদায় করিয়া যত টাকা পান দরখাস্তকারিকে দিতে পারিবেন ।

কিন্তু পাট্টাদার ঐ ইজারদারের দাওয়ার বিচারার্থে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ও দেওয়ানী আদালত ইজারদারের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য করিবেন পাট্টাদার উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কমিশ্যনরের কি অন্য কার্যকারকের সহোদয়ত তত টাকার জামিন দিলে, ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত কার্যকারকের পরওয়ানা বাহি হইলেও হগিত থাকিবে ।

আরো তদ্রূপ পাটাদারের স্থানে আকীনের রাজস্বের ইজার -
দারের প্রাপ্য টাকা কোন দেওয়ানী আদালতে কি প্রকারান্তরে
আদায় করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার লিখিত কোন
কথাহেতুক বা এই ধারাক্রমে কৃত কোন কার্য্যহেতুক সেই
স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

২৫ ধারা। আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন
কৃত্রমে যে দণ্ডের টাকা ব্যক্তি কোন কর্তব্য কর্ম কিম্বা কোন
প্রাপ্য হর তাহা আদায়ের ক্রিয়া করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিয়া
কথা।

দিলে, সেই কর্তব্য কর্ম বা ক্রিয়া
ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭৪ ধারার
অর্থানুসারে সাধারণের নিকট কর্তব্য বলিয়া, কিম্বা বিষয়
বিশেষে বাহাতে সাধারণের স্বার্থ আছে এমন ক্রিয়া বলিয়া
জ্ঞান হইবে, ও সেই ব্যক্তি ঐ নিবন্ধ পত্রের লিখিত কোন
নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঐ পত্রমধ্যে তাহার যত টাকা দণ্ড দিবার
কথা আছে সেই সমুদয় টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের হায়ে
তাহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

১৮৭৮ সালের ৭ আইন ।

--:~:~:--

বঙ্গদেশের মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট
গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ।

(শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৮ সালের
মে মাসের ১ তারিখে ও শ্রীযুত গবর্ণর
জেনরল সাহেব ১৮৭৮ সালের জুলাই
মাসের ৩ তারিখে সম্মতি
প্রকাশ করেন ।)

বঙ্গদেশস্থ কোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে
আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ
ও সংশোধন করণার্থ আইন ।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ নিকটে ও
হেতুবাদ ।
রাখণ বিষয়ক তহুংপন্ন রাজস্ব আদায়
করণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও
সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে এই এই বিধান করা
গেল ।

প্রথম খণ্ড ।

পারিভাসিক ।

১ ধারা। “বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের ‘আবকারী আইন সংক্ষেপ নামের কথা। নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে।

২ ধারা। পশ্চাত্তাগে যে স্থলের স্পষ্ট নির্দেশ হইল তন্নির বতহূর বাপ্ত হইবে ও স্থলে যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের যে অবধি প্রচলিত হইবে ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের তদ্বিষয়ক কথা। শাসনাধীন থাকে এই আইন সেই সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে, ও যে তারিখে ত্রীযুত গবর্নর জেন-রল সাহেবের সম্মতি পূর্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে।

৩ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে যে আইন নির্দিষ্ট যে যে আইন রহিত হইল হইল, তাহা ঐ তফসীলের তৃতীয় তদ্বিষয়ক কথা। স্বরে যত দূর উল্লেখ হইরাছে তত দূর রহিত করা গেল।

রহিত হইলেও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে পদ কি ক্ষমতা কি বিবর উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা পুনঃ স্থাপিত হইবে না ও এই আইন প্রচলিত হওনের পূর্বে যে কোন কার্য করা কি ভোগ করা গিয়াছে ও যে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি কর্তব্য কর্ম কি দায়্য্ব গিয়াছে তাহার সিদ্ধতার ব্যতিক্রম হইবে না।

ও উক্ত কোন আইনদ্বারা যে যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে ও যে যে নিয়োগ করা ও যে যে ক্ষমতা প্রদান করা ও যে যে নাইসেন্স দেওয়া ও যে যে আপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা, এবং এই আইনে যে যে বিষয়ের বিধান হইয়াছে তৎসম্পর্কীয় অন্য যে সকল বিধি এইরূপে অবলম্বিত আছে তাহা, এই আইনের সহিত যতদূর সম্ভব হইত ততদূর, এই আইনমতে নির্দিষ্ট হইয়াছে ও করা ও প্রদান করা ও দেওয়া ও প্রকাশ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে ততদূর এই আইনের উল্লেখ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনমতে মোকদ্দমাধাতিত যে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এইরূপে উপস্থিত থাকে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪ ধারা। বিষয় বিবেচনার কি পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাব্য-
অর্থ করণের দ্বারা।

স্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

“বোর্ড” শব্দে বংকালে যে যে প্রদেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত

বোর্ড

লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনা-

ধীন থাকে সেই সেই প্রদেশের “রেভিনিউ বোর্ড” জানিতে হইবে।

“কালেক্টর” শব্দে ডেপুটি কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের অন্য

‘কালেক্টর’

যে কার্য্যকারক স্বাধীনভাবে জিলার

স্বাধীনতা ভার প্রাপ্ত হন তিনিও আবকারী রাজস্বের সুপারি-
টেন্ডেন্ট গণ্য

এবং কালেক্টর সাহেব কমিশনার সাহেবের অনুমতি গ্রহণ

পূর্বক এই আইনমত আপনার কোন ক্ষমতা কি কর্তব্য কর্তৃ
 চিহ্নিত কি অচিহ্নিত কোন কার্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে
 এতৎক্রমে সক্ষম হইলেন। অর্পণ করিলে “কালেক্টর” শব্দে
 ঐ কার্যকারকও গণ্য।

“কমিশ্বনার” শব্দে রাজস্ব সংক্রান্ত দেশখণ্ডের কমিশ্বনব
 ‘কমিশ্বনার’ সাহেবকে জানিতে হইবে।

“আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য” এই শব্দে বাহা এই আই-
 ‘আবকারী মাসুলযোগ্য’ নের নির্ণীত অর্থানুসারে উগ্র শরাব
 দ্রব্য।
 ও গাঁজলা শরাব ও মাদক দ্রব্য হয়
 তাহাও গণ্য।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে যে আব-
 “ভিন্নদেশীয় আবকারী কারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা
 মাসুলযোগ্য দ্রব্য।” উৎপন্ন হয়, কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের
 অন্তর্গত যে স্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইলে, উহার
 উপর আবকারী মাসুল আদায় করা হয় না, সেই স্থানে যে
 আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, “ভিন্নদেশীয়
 আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য” বলিলে তাহা বুঝাইবে।
 [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ৩ ধারা।

‘গাঁজলা শরাব’ শব্দে

‘গাঁজলা শরাব’ সকল প্রকারের ঘবসুরা, ও টাট কা কি
 গাঁজলা বা ভাড়া,

ও মিশ্রিত বা অমিশ্রিত পচুই,

ও অন্ত যে প্রকারের মাদক শরাব। হানীত পবর্ণমেষ্ট সময়ে

সময়ে এই শব্দের অর্থের মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাও গণ্য ।

“মাদক দ্রব্য” শব্দে

“ মাদক দ্রব্য । ”

গাঁজা,

ভাস্ক বা সিদ্ধি,

চরস,

ও তাহা দিয়া প্রস্তুত ও মিশ্রিত সকল দ্রব্য,

ও অন্য যে যে প্রকারের মাদকদ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থ মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাও গণ্য ।

যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ম্য নিৰ্ব্বাহ করেন, “স্থানীয় গবর্ণমেন্ট । ” গবর্ণমেন্টে” শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে ।

“ধারা : ”

“ধারা” শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে ।

উগ্র যে শরাব ভারতবর্ষে আমদানী হয় বা চোরাইবার কোন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে চোয়ান যায় তাহাও “উগ্র শরাব” শব্দে গণ্য ।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট যে সীমার মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ

“কলিকাতা নগর । ”

“

বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হন,

সেই সীমার অন্তর্গত সকল স্থান “কলিকাতা নগর” শব্দে গণ্য ।

কলিকাতা নগর জিলা
হওয়ার কথা।

এই আইনের কার্যপক্ষে
কলিকাতা নগর স্বতন্ত্র জিলা বলিয়া
জ্ঞান হইবে।

“লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা
বা প্রস্তুতকারী।”

“লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা
প্রস্তুতকারী” শব্দের এই আইনমতে

লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুত
কারী বুঝাইবে। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ২ ধারা।]

“তালী”

“তালী” শব্দে তালতালীয় কোন
বস্তুর রস বুঝাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:—

আবকারী মানুষলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিধি।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স

লাইসেন্স বিনা মানুষ না পাইলে, আবকারী মানুষলযোগ্য
যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা গাছের কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন না, বা
চাষ করিতে না হইবার কথা। মাদক দ্রব্য বাহা হইতে উৎপন্ন হয়
এমত কোন গাছের চাষ করিবেন না।

লাইসেন্স বিনা যবহারা
প্রস্তুত করিবার স্থান প্রস্তুত
করনের ও তাহার কার্য
চালাওনের নিষেধের কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর
সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে
যবহারা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত
করিতে কি তাহার কার্য চালাইতে
পারিবেন না।

৭ ধারা। ইউরোপে বেক্রপ ভাটীখানা নির্মাণ হইয়া থাকে লাইসেন্স দিবা ইউরোপীয় ও তাহার কার্য্য বেক্রপে চালান যায় নিয়ম মত ভাটীখানা স্থাপন কোন ব্যক্তি কোন জিলার মধ্যে করিতে ও তাহার কার্য্য তদ্রূপ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চালাইতে না হইবার কথা।

চাহিলে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, কিম্বা কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে বিশ মাইলের কম বতদূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে ঐ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, তদ্রূপ ভাটীখানা প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় ভাটীখানাও ৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা যবসুরা চোয়াইবার স্থানের সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারা বিধি বোর্ডের প্রণয়ন করিতে মতে লাইসেন্স দেওন বিষয়ক। পারিবার কথা।

ও ঐক্ল দুই ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কার্য্য চালাওন বিষয়ক।

ও তথা হইতে উগ্র ও গংগলা শরাব চালান করণ বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া

শরাব চোয়াইবার দেশীয় স্থাপন এলাকার অন্তর্গত কোন ভাটীখানা কালেক্টর সাহেবের স্থানে দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব স্থাপন করিতে পারিবার কথা। চোয়াইবার ভাটীখানা স্থাপন করিতে পারিবেন,

ও কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র না থাকিলে যে যে সীমার

মধ্যে সৈই ভাটীখানার চোয়ান মদিরা ভিন্ন কোন মদিরা
আনিতে বা বিক্রয় করিতে হইবে না ও ঐ ভাটীখানা ছাড়া
কোন ভাটীখানায় ভাটী প্রস্তুত করা যাইতে কি তাহার কার্য
চালান যাইতে কি উগ্র শরাব চোয়ান যাইতে পারিবে না।
তিনি সময়ে সময়ে এমত সীমা নির্দ্ধা কবিত্তে পারিবেন।

ও পূর্বোক্তমতে স্থাপিত কোন ভাটীখানা উঠাইয়া দিতে
পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ৭ ধারা
মতে স্থাপিত ভাটীখানায় দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব
চে'বাইনার লাইসেন্স যে দিতে পারিবেন না, এই ধারার কথা
৭ ধারার কোন কথা ক্রমে একপ বুলিতে হইবে না।
[১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৪ ধারা .]

১০ ধারা। বোর্ডের সাহেবেবা সময়ে সময়ে ইহার পক্ষ
দেশীয় ভাটীখানার বিধি ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার কার্য
বোর্ডের কবিত্তে পারিবেন। চ'ল'ওন বিষয়ক, ও ঐ ঐ ভাটীখানার
কথা।
উগ্র শরাব চে'বাইনার নিয়ম বিষয়ক.

ও তথা হইতে ঐ মদিরা চালান করণ বিষয়ক বিধি কবিত্তে
পারিবেন।

১০ ক ধারা। কোন ব্যক্তি উগ্র শরাব প্রস্তুত করিবার
লাইসেন্স না পাইলে ভাটী ভাটীর লাইসেন্স না পাইলে ঐকপ
ব্যক্তি নিষিদ্ধ হইবার কথা। কোন ভাটী বাগিবেন না। [১৮৮৩
সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারা .]

তৃতীয় খণ্ড ।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণ ও নিকটে .

রাখণ বিষয়ক বিধি ।

লাইসেন্স দিরা আবকারী
মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়
করিতে না চাইবাব কথা ।

১১ দাবা : কোন ব্যক্তি কালে-
ক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না
পাইলে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন
দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না ।

১২ দাবা । ষাঁহারা উত্র ও গাঁজলা শুরাব থোকে বিক্রয়
নোকে বিক্রয় এটি করিবাব লাইসেন্স লন, বোড়ের
সেন্স দীর্ঘ কথা সাহেবেবা সময়ে সময়ে যত টাকা
নিকার্য্য করেন তাঁহাদেব ঐ এতোক লাইসেন্সের নিমিত্ত তত
টাকা দিতে চাইবে ।

লাইসেন্স যে জিলায় দেওয়া যায় কেবল সেই জিলায় প্রদল
থাকিবে ।

কিন্তু ষাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য করেন
তাঁহারা ভ্রমণ করিতে কবিত্তে যে যে জিলায় যান, সেই সেই
জিলায় নিমিত্ত নতন নতন লাইসেন্স না লইয়া বোড়ের
সাহেবেবা সময় সময় যে যে বিধি ও যে যে সীমা নির্দ্ধা
করেন. সেই সেই বিধি ও সেই সেই সীমানুসারে সেই সেই
জিলায় থোকে বিক্রয় করিবাব অনুমতি সূচক সাধারণ একই
লাইসেন্স পাইতে পারিবেন ।

১৩ ধারা। বাহারা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের খুজরা
খুজরা বিক্রয় করিবার বিক্রয়ের কিম্বা বাহির তাটীখানা
লাইসেন্স কীর কথা। স্থাপন করিবার ও তৎস্থানে চোয়ান
মদিরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের অনুমতি ক্রমে
সময়ে সময়ে যে কী কি মাসুল নির্দ্ধারিত হয়, কিম্বা বোর্ডের
সাহেবেরা যে প্রকারে আজ্ঞা করেন ও যে বিধি নির্দ্ধার্য করেন
সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে যে কী কি মাসুল নিরূপণ করা
যায় উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিদের সেই
কী কি মাসুল দিতে হইবে।

• ঐ কী কি মাসুল ঐ লাইসেন্স নিদিষ্ট থাকিবে, এবং
বোর্ডের সাহেবেরা যে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সেই
সময়ে দেওয়া বাইবে :

১৪ ধারা। কোন জিলার অতার গাঁজলা তাড়ীর ব্যব-
হার হইলে তৎসম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট তাড়ী বিষয়ে এই আইনের
সকল বিধানের প্রচলন স্থগিত
করিতে পারিবেন। তাহা হইলে
এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও উক্ত কোন
জিলার লাইসেন্স বিনা তাড়ী নিকটে রাখা ও বিক্রয় করা
ফাইতে পারিবে।

১৫ ধারা। * আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্ন-
লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে
বিক্রয় হইলে, তাহা থোকে বিক্রয়
করা যাবে।

* ১৮৮১ সালের বন্দীর এবং অন্ত কোন পরিমাণে বিক্রয়
আইনের ৪ ধারা। হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া

জ্ঞান হইবে। কিন্তু খোর্ড সময়ে
সময়ে বিধিক্রমে আবকারী মাহুল যোগ্য কোন দ্রব্যের
খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য
করিতে পারিবেন।

সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাবের হুই
ইম্পিরিয়ল গ্যালন বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া ষ্যাত বার
বোতল।

তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্ত উগ্র বা গাঁজলা শরাবের একসের
কিন্সা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া ষ্যাত এক বোতল।

তাড়ীর কি পচুইর চারি সের।

গাঁজা কি সিদ্ধি কি ভাস্কের কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত
দ্রব্যের এক পোয়া।

চরস কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা।

লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিবেন না,
ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করি-
বেন না।

এই ধারামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতার প্রতি
উগ্র কি গাঁজলা নানা প্রকারের
নানা প্রকারের মদ্য বিক্র- শরাব সাজাইয়া পূর্বোক্ত পরিমাণে
য়ের কথা। বা তাহার ন্যূন পরিমাণে, ও লাই-

সেন্সপ্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতার প্রতি পূর্বোক্ত পরিমাণের অধিক
পরিমাণে, বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল।

এই ধারার কার্য পক্ষে “শরাব সাজান” শব্দে বাহা জ্ঞানিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা বিধি প্রণয়ন করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে মাদক দ্রব্য শব্দে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে যে দ্রব্য গণ্য বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সেই দ্রব্যের খুজরা বিক্রয় বলিয়া বাহা জ্ঞান হইবে, বোর্ডের, সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। গাঁজা কি ভাস্ক যে গাছে হংর সেই গাছের চাষী ঐ গাছ কি তাহা হইতে উৎ-
গাঁজা ও ভাস্ক বিক্রয় পন্ন গাঁজা কি ভাস্ক, কালেক্টর সাহে-
করণ সম্পর্কীয় নিষেধের কথা। বের ছাড়পত্র বা লাইসেন্সের দ্বারা
নিয়মিত রূপে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন
ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন না।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা
বে আইনমতে নিকটে বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্স-
রাখিবার কথা। প্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারী মাহুল-
যোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা
নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে ১৫ ধারার নির্দিষ্ট পরিমাণের
অধিক কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া
বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য করেন সেই পরিমাণের
অধিক, ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না। [১৮৮৩ সালের
বঙ্গীয় ১ আইনের ৫ ধারা]

১৭ ক ধারা। যে উগ্র গাঁজলা শরাব সন্মুদ্রপথে আমদানী

ভিন্ন দেশীয় আবকারী করা যায় ও কেবল ব্যক্তি বিশেষের
মাসুলযোগ্য কোন২ দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহারের নিমিত্ত রাখা
সম্বন্ধীয় নিষেধের কথা। হয় বিক্রয়ের নিমিত্ত নয় তন্তিন্ন

কোন ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুল-
যোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ
পূর্বক সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ
করিয়া নির্দেশ করিতে পারিবেন যে,

(১) ঐ জ্ঞাপন পত্রের নির্দিষ্ট জিলায় বা ভূখণ্ডে কোন
পরিমাণে উক্ত ভিন্নদেশীয় মাসুলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখা
একবারে নিষিদ্ধ কিম্বা

(২) নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঐ দ্রব্য নিকটে রাখা
হইবে না। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতদর্থ নিয়মিত-
রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকাবকের প্রদত্ত লাইসেন্সের
বলে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দ্রব্য রাখা যাইতে পারিবে।
বোর্ড সময়ে সময়ে বিহিত বোধ করিলে ঐ লাইসেন্সের
নিমিত্ত যে ফী বা মাসুল দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে
পারিবেন। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ৫ ধারা।]

চতুর্থ খণ্ড।

—:~::~:—

মাসুল বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। তারিখ-বিষয়ক যে আইন বৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে উগ্র শবাবের উপর ভাটীখানা হইতে উগ্র-মাসুল যে হারে লওয়া যাইতে পারে ঐ হারে মাসুল না দেওয়া গেলে কিম্বা সেই মাসুলের নিমিত্ত বাও লিখিয়া দেওয়া না গেলে কোন ভাটীখানা হইতে কিম্বা তৎসংক্রান্ত ওদাম হইতে কোন উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না।

মাসুল দিয়া কিম্বা বাও লিখিয়া দিয়া যে সকল উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব তাহার ছাড়পত্র দিবেন।

ঐ মদ যে পরিমাণের ও যে প্রকারের হয়,

ও যে স্থানে পহুছাইয়া দেওয়া যাইবে,

ও তাহার বত টাকা মাসুল,

ও যে ব্যক্তির নিকট পহুছাইয়া দিতে হইবে,

ও তাহার মাসুল দেওয়া গেল কি মাসুলের বাও দেওয়া

গেল;

ও ছাড়পত্র বত দিন প্রবল থাকিবে,

ঐ ছাড়পত্রে এই সকল কথা নির্দিষ্ট থাকিবে।

১৯ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারত-

ভিন্নদেশ হইতে আনীত বর্ষের কোন স্থানে * কিস্বা ব্রিটিষ
উগ্র শরাবের উপর মাসুল ভাবতবর্ষের যে স্থানে উগ্র শরাব
নাগিবার কথা। চোয়ান গেলে উহার উপর আবকারী

* ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ২ মাসুল আদার করা হয় না সেই
আইনের ৬ ধারা। • স্থানে * উগ্র শরাব চোয়ান গিয়া

এই আইন যে দেশের প্রতি খাটে সেই দেশের সীমান্ত পার
হইলেই, ইহার পূর্ক ধারায় উগ্র শরাবের উপর যে মাসুল ধার্য
হইল ঐ উগ্র শরাবের উপর সেই মাসুল লওয়া যাইবে।

১৯ ক ধারা। এই আইন যে দেশে বর্তে তাহার সীমার

• আইনের সীমার বাহিরে বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত
যে যে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন স্থানে যে যে আবকারী মাসুল-
দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা আম- যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে
দানী ও বাণ করিবার বিধির যে যে নিয়মের অধীনে ঐ ঐ দ্রব্য
কথা। আমদানী করা যাইতে পারিবে সেই

সেই নিয়ম নির্দেশ করণার্থে এবং ঐ ঐ দ্রব্যের উপর পূর্কে
মাসুল লওয়া না গেলে যে যে নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার
মধ্যে আমদানী ও বাণ করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম
নির্দেশ করণার্থে বোর্ড সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনু-
মতি গ্রহণ পূর্কক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। [১৮৮৩
সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৬ ধারা।]

৫ পঞ্চম খণ্ড ।

মাসুল ইজার! দেওন বিষয়ক বিধি ।

২০ ধারা । কোন জিলায় কিম্বা জিলার বিভাগে আদিকালী বোর্ডের অনুমতি লইয়া মাসুলযোগ্য দ্রব্য গুলি কি তদ্বাদ্য কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিয়া যে ইচ্ছা দেওয়ার কথা । মাসুল আদায় হইতে পাবে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতিক্রমে সেই মাসুল ইজারা দিতে পারিবেন ।

২১ ধারা । বোর্ডের সাহেবেরা এই এই বিষয়ের বিধি বোর্ডের বিধি প্রণয়ন প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।
করিতে পারিবার কথা । বাহারা ইজারা লইতে চাহেন তাহারা যত দিবেন ইহার পত্র লিখিয়া দিতে রলিবার ও তাহা প্রাপ্ত করিবার বিধি ।

ইজারাদারদের কবার অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য করিবার মন লওনের বিধি ।

পাট্টা লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধি ।

উক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন হইলে ঐ পাট্টা বাতিল হইতে পারিবে ।

২২ ধারা । আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের উপর

ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারি-
দেব ও বিক্রেতাদের সঙ্গে তাহা ইজারা দেওয়া গেলে, ইজার-
ইজারদারের বন্দোবস্ত করিবার দার আপন ইজারার সীমার মধ্যে
কথা । ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারীদের ও

বিক্রেতাদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত চাহেন করিতে পারিবেন ।

ও তদ্রূপ কোন দ্রব্য যে আইনমতে প্রস্তুত কি বিক্রয়
করণ কি নিকট রাখনহেতুক ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে যে অর্থ
দেওঁর বিধান ইহল কোন ব্যক্তি ইজারদারের স্থানে লাইসেন্স
বা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত বা
বিক্রয় করিলে বা নিকটে রাখিলে তাহার সেই সেই অর্থ-
দণ্ড হইবে ।

২৩ ধারা । উক্ত প্রত্যেক ইজারদার যে সকল লাইসেন্স
ইজারদার যে যে লাই-
সেন্স দেন তাহা গাঁথিয়া সাহেবদের নির্দারিত পাঠে লিখিয়া
প্রদান করিবার কথা । কালেক্টরী কাছারীতে গাঁথিয়া
রাখিবেন ।

কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রকারের কোন ইজারার বন্দোবস্ত
করণের পূর্বে বোর্ডের অনুমতি
লাইসেন্স দেওনের সীমা
অবধারণের কথা । লইয়া পাট্টা দেওন সম্পর্কীয় যে যে
নিষেধের বা সীমা অবধারণের নিয়ম
উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন ।

২৪ ধারা । এই আইনমতে যে পাট্টা দেওয়া যায়, কালেক্টর

পাট্টা বাতিল করিবার সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া
কথা। তাহা বাতিল করিতে কিম্বা পাট্টাব
মিয়াদেৱ মধ্যে ইজারদাৱেৱ উপর
নিষেধসূচক কোন নূতন নিয়ম ধাৰ্য্য করিতে পাৱিবেন ।

ইজারদাৱেৱ দ্বাৱা পাট্টাৱ নিয়ম ভঙ্গ হওয়াৱ কাৱণ ভিন্ন
কোন কাৱণে পাট্টা বাতিল কাৱা গেলে
কোন কোন স্থলে ইজাৱ
দাৱেৱ হানিপূরণ পাইতে
পাৱিবাব কথা ।
কিম্বা পাট্টাৱ মিয়াদ চলন সময়ে
সাইসেন্স দেওনবিষয়ক কোন নিষেধ
কি সীমা অবধাৱণেৱ নিয়ম কাৱা গেলে তদ্বাৱা ইজাৱদাৱেৱ
বেহানি হয় তাহাৱ প্রতিকাৱ স্বৰূপ বোর্ডেৱ সাহেবেৱা যত
দেওয়া উচিত বোধ কাৱেন তাহাৱ ততই পাইবাৱ অধিকাৱ
থাকিবে ।

২৫ ধাৱা । প্রজাদেৱ স্থানে জমীদাৱেৱ ও ভূমিৱ ইজাৱ-
দাৱেৱ বাকী খাজনা আদায় কাৱিবাৱ
ইজাৱদাৱেৱ লাকী ফী কি
মাসুল আদায় কাৱিবাৱ কথা ।
আইনমতে যে উপায় ও যে কাৰ্য্য-
প্রণালী আছে আবকাৱী ৱাজস্বেৱ
প্রত্যেক ইজাৱদাৱও সেই উপায়ে ও সেই কাৰ্য্য প্রণালীমতে
অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতাৱ নিকট আপনাৱ প্রাপ্য বাকী ফী কি
মাসুল আদায় কাৱিতে পাৱিবেন ।

৬ বর্ষ ধণ্ড ।

লাইসেন্স বিষয়ক বিধি ।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স গ্রহণ
লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায় তিনি* কালেক্টরের আদেশ
কবুলিয়তে দস্তখত করিয়া পাইলে* সেই লাইসেন্সের মর্ম্মা-
জামিন দিবার কথা। নুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেন, ও

* ১৮৮৩ সালের ৩য় অধ্যায়
১ আইনের ৭ ধারা।

কর্ম্ম করিবার যে জামিন চাহেন তাহা দিবেন কিম্বা জামিনের
পরিবর্তে যত টাকা আমানৎ করিতে বলেন করিবেন।

২৭ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারান্তরের বিশেষ অনু-
মতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স
লাইসেন্স যত দিন প্রবল মতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স
থাকিবে তাহার ও নূতন কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া
করিয়া লওনের কথা। থাকিবে ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির
সেই কার্য্য করিতে থাকিবার অনুমতি হইলে বৎসর বৎসর
তাহা দাঁড়ায় নূতন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা নূতন করিয়া না
লইবার মনস্থ করিলে বৎসরের অবসানের পূর্বে ন্যূনকমে ১৫
পঞ্চদশ দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে তাহার সেই মনস্থের
নোটিস দিতে হইবে।

ঐ নোটস না দেওয়া গেলে ও কালেক্টর সাহেব সেই লাই-
সেন্স রহিত না করিলে উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে লাইসেন্স
আছে ও তিনি যে কবুলিয়ত দিলেন কালেক্টর সাহেব যত দিন
উচিত বোধ করেন তাহা দাঁড়ামতে নুতন করিয়া লওনের
ন্যায় ততদিন প্রবল থাকিবে।

২৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনমতে দত্ত
লাইসেন্স লিখিবার সকল লাইসেন্স লিখিবার পার্টের ও
পার্টের বিধান বোর্ডের নিয়মের বিধান করিতে পারিবেন।
কবিত্তে পারিবার কথা।

২৯ ধারা। লাইসেন্সে যে ফী কি মাহুল নির্দিষ্ট থাকে
কোন কোন স্থলে লাই- তাহা নিয়ম মতে না দেওয়া গেলে
সেন্স বাতিল বা ফিরিয়া কিম্বা লাইসেন্সের অগ্র কোন নিয়ম
লইবার কথা। তদ্রূপ হইলে কিম্বা ফৌজদারি যে-
অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া বাইতে পারে না
লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির এমন কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে
কালেক্টর সাহেব এই আইন লতে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স
করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সমতে
কালেক্টর সাহেবকে অগ্রিম যে ফী কি মাহুল দিয়া থাকেন
তাহার কোন অংশ তাহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার নাই।

কালেক্টর সাহেব পূর্বেক্ত কারণ ভিন্ন কোন কাবণে লাই-

সেন্স বাতিল করিতে চাহিলে তিনি

*১৮৮৩ সালের ২৯শী

১৫ পনের দিন থাকিতে* লিখিয়া*

মাইনেন ৮ ধারা।

নোটস দিয়া পনের দিনের ফী কি মাহুলের তুল্য টাকা ক্ষমা

করিবেন কিম্বা* ঐরূপ* নোটিস না দিলে তাঁহার নোটিস না দেওয়াতে যে হানি হয় কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকা আত্মা করেন তিনি সেই হানি পূরণ স্বরূপ আর তত টাকা দিবেন।

তদ্রূপ সকল স্থলে যে ফী কি মাহুল অগ্রিম দেওয়া গেল তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

৩০ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা ১৫ পনের দিন লাইসেন্স ফিরিয়া দিবার থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে* লিখিয়া* নোটিস দিয়া ও লাইসেন্স

*১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ অমুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে আইনের ১ ধারা।

হয় তদতিরিক্ত পনের দিনের ফীর কি মাহুলের তুল্য টাকা দিয়া আপনার লাইসেন্স ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

৭ সপ্তম খণ্ড।

কর্তৃপক্ষদের ক্ষমতাবিসয়ক কথা।

৩১ ধারা। আবকারী মাহুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় আবকারী রাজস্বের অধ্য- করণ দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয়, ক্ষমতাবীর কালেক্টর সাহেব- তাহা আদায় করণের অধ্যক্ষতা- দের প্রতি বস্ত্তিবার কথা। কার্যের ভার সামান্যতঃ জিলার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বস্ত্তিবে, তাঁহারা কমিশ্যনর সাহেব

দেয় ও বোর্ডের সাহেবদের কর্তৃত্ব ও আজ্ঞার অধীনে তৎসম্পর্কীয় কার্য নিরূপিত করিবেন।

ও কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কার্যানুষ্ঠান করেন তাহার উপর আপীল হইলে বা না হইলেও কমিশ্বনর সাহেবেরা তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

কালেক্টর ও কমিশ্বনর সাহেবেরা যে যে কার্যানুষ্ঠান করেন বোর্ডের সাহেবেরা তাহারও তদ্রূপে পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

৩২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন জিলায় কি স্থানে আবকারী সুপরিটেণ্ডে- আবকারী রাজস্বের কিম্বা আবকারী ট্যাক্স স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্বের কোন শাখার সুপরিটে- নিযুক্ত করিতে পারিবার গুণ্ট স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কথ্য। করিতে পারিবেন; ও এই আইনে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সেই জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য করিবেন, ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে ততদিন কালেক্টর সাহেব ঐ জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে আর কার্য করিবেন না।

৩৩ ধারা। কোন এক কি কএক জিলায় যে কার্যকার- আবকারী কমিশ্বনরদিগ- কেয়া আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা কে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত ভার প্রাপ্ত হন তাঁহাদের উপর ক্রিতে পারিবার কথ্য। কর্তৃত্ব করণার্থে ও তাঁহাদিগকে

আদেশ দেওনার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট একনিক কএকজন কমিশনর-কেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা গেলে, এই আইনে রাজস্বের কমিশনরদের প্রতি যে যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল, ঐ কি ঐ ঐ জিলার মধ্যে ঐ আবকারী কমিশনর সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই নিয়োগ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন রাজস্বের কমিশনর সাহেব ঐ বা ঐঐ জিলায় সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে আর কার্য্য করিবেন না।

৩৪ ধারা। আবকারী রাজস্ব আদায় করণার্থে ও মাসুল প্রদানার্থে কাব্যাকাশক- এড়ান নিবারণার্থে যে যে কার্য্যাক্ষবক দিগকে কানেক্টর সাহেবদের আবশ্যক, কালেক্টর সাহেবেরা তাঁহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; ও আপন আপন পদসম্পর্কীয় নাম ভিন্ন ঐ কার্য্যকারকদিগকে “আবকারী কার্য্যাকাশক” নামেও বলা যাইবে।

৩৫ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাঁহী যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা প্রকারে যোগাইয়া দেওয়া যাইবে দিগকে তাঁহী ও মাদক দ্রব্য বোর্ডের সাহেবেরা ইহার বিধান মোতাবেক দিবার বিধান করিতে পারিবেন ও যাহারা লাই- বোর্ডের করিতে পারিবেন সেসম্প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে যোগাইয়া কথ্য।

দিবার নিমিত্ত গাঁজা কি ভাস্ক কি সিদ্ধি কি চরস ফ্রয় কি চালান করেন কি সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে লাইসেন্স কি ছাড়পত্র দিবার বিধি করিতে পারিবেন।

আরো সেই সেই মাদক দ্রব্যের উপর মাসুল নিশ্চিতরূপে

পাইবার নিমিত্ত যদ্রূপ তত্ত্ব বিধান করা আবশ্যক জ্ঞান হয়, বোর্ডের সাহেবেরা ঐঐ দ্রব্যজনক গাছের চাষ ও ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিয়া রাখন কার্য্য এমত তত্ত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা। এই আইনমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায়, বাকী ফী কি মাসুল তাহার নিমিত্ত কোন ফী কি মাসুল আদায় করিবার কথা। বাকী পড়িলে,

কিস্থা আবকারী রাজস্বের কোন ইজারদারের বাকী পড়িলে, তাহার যে বাকী থাকে কালেক্টর সাহেব নিজ তাঁহার কিস্থা তাঁহার জামিনের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, কিস্থা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের নির্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীমতে, ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেন।

৩৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ভাণ্ডারী কি খুজবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা যে দোকানের কি বাড়ীর দোকানে আবকারী কিস্থা মদ্যে উগ্র কি গাঁজলা শরাব চোয়ান কেব প্রবেশ করিয়া দেখিবার কিস্থা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য স্ফমতার কথা। বিক্রয় করেন, কালেক্টর সাহেব আপনার দাক্ষিণীত পরওয়ানাক্রমে পেয়াদার উর্ক শ্রেণীর আবকারী কোন কার্য্যকারককে দিনে বা রাত্রিতে কোন সময়ে সেই ঘরে কি দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিবার এবং আবকারী কোন কার্য্যকারককেও কেবল দিনে তদ্রূপে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৮ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে আবকারী মাসুলযোগ্য জন্ম হইবার যোগ্য, কোন ব্যক্তি

যে দ্রব্য জন্ম হইতে পড়ের তাহা লইয়া যাইতেছে এমত সময়ে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত করিতে পারিবেন কথা । পরওয়ানাক্রমে আবকারী কোন কর্ম-কারকের প্রতি তাঁহাকে থামাইয়া আটক রাখিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন ।

ও উক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারী কার্য্যকারক ঐঐ দ্রব্য ধৃত করিতে, ও যে ব্যক্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ।

৩৯ ধারা । কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স বিনা ভাটী কিম্বা

ও লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ভাটী ৭৫ ধারামতে জন্ম হইবার যোগ্য নব প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করি- আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে, বাগী কথা । কিম্বা কোন ব্যক্তি আবকারী মাসুল-

যোগ্য তদ্রূপ দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করণে লিপ্ত থাকিলে পেয়াদা হইতে উচ্চশ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্য-কারক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে,

ও ঐ ভাটী ও উক্ত সকল দ্রব্য ও সেই দ্রব্য প্রস্তুত করণের সকল মাল মসলা ধৃত করিয়া লইতে পারিবেন ।

৪০ ধারা । আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন স্থানে বে-সন্ধান পাইলে বিনামুক্তির আইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে, সেযান কি নিকট রাখা যদি- কিম্বা আবকারী মাসুলযোগ্য যে রূপের তল্লাশ করিবার ক্ষম- দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জন্ম হওয়ার যোগ্য তাহা কথা । এমত দ্রব্য কোন স্থরে কি নৌকায়

কি অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে,

কোন ব্যক্তির স্থানে সন্ধান পাইয়া পেয়াদা হইতে উচ্চ

শ্রেণীর কোন আবকারী কার্যকারকের এমনতর বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, (সেই সন্ধান লিখিয়া লওয়া যাইবে)—

সেই কার্যকারক, সর্বদাই কর্ণরাল বা হেড কনষ্টাবলের অনধীন শ্রেণীর পোলীসের কোন কার্যকারকের সাক্ষাৎ, উক্ত কোন ঘরে কি নৌকার কি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন ;

ও বাধা দেওয়া গেলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতেও তাঁহার প্রবেশ করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন ;

এবং সেই প্রস্তুত কবণ কার্যে যে সকল ভাটীর ও সরঞ্জামের ব্যবহার হয় তাহা ও আবকারী মামুলযোগ্য উক্ত সকল দ্রব্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে ।

ও সেই ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলীকারকে ও ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করণ কিস্তি দ্রব্য রাখণ কি গোপন করণ কার্যে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ।

৪১ ধারা । ইহার পূর্ক হুই ধারাক্রমে আবকারী মামুল-পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব-যোগ্য দ্রব্য গুত ও অন্বেষণ করিবার কর্ম বিভাগের কার্যাবলী-ও তাহা যে ব্যক্তিদের অধিকারে নেন প্রতি আবকারী কার্য-পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার কারকদের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা । করণের যে সকল ক্ষমতা আবকারী

কর্মকারকদের প্রতি প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব কর্মবিভাগের কার্যকারকদের কিস্তি তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদের প্রতিও সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করেন ।

উক্ত সকল কর্তৃকারক তত্ত্বপ কম্বতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহা-
দিগকে এই আইনের মর্মানুসারে আবকারী কর্তৃকারক বলিয়া
জ্ঞান করা যাইবে।

৪২ ধারা। কলিকাতা নগরে পোলীসের কমিশ্বনর সাহেব
কলিকাতার পোলীসের এতৎ কার্যপক্ষে পোলীসের যে কর্তৃ-
কারকদের তত্ত্বপ কম্বতা কারদিগকে বিশেষরূপে মনোনীত
করিতে কার্য করিবার কথা। করেন তাঁহারাও উক্ত কম্বতানুসারে
কার্য করিতে পারিবেন।

এবং আবকারী কর্তৃকারকদের নামে পরওয়ানা দেওন বিষয়ে
যে যে কম্বতা এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পিত
হইল, উক্ত নগরে পূর্বোক্ত মতে মনোনীত পোলীসের কর্তৃকার-
কদের নামে পরওয়ানা জারী করণ বিষয়ে সেই সেই কম্বতামতে
পোলীসের কমিশ্বনর সাহেবও কার্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব পোলীসের কোন কর্তৃকারকের নামে
পরওয়ানা দিবেন না ও পোলীসের কমিশ্বনর সাহেব কোন
আবকারী কর্তৃকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না।

৪৩ ধারা। কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবডার
কিম্বদ জব্বা বিক্রেতা প্রভৃ- অস্ত্রগত কিম্বদ কি ঔষধীয় জব্বা-
তির বাড়ীর মধ্যে কোন বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি
বাক্তি বদ ধাইলে তাহাকে ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যো-
ও পরাব গুহ করিতে, আব- দর কালের মধ্যে কোন সন্মুখে আপ-
কারী কি পোলীসের কার্য নার কর্ত্রে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য
কারকের কম্বতানুসারে। ব্যক্তিকে আর্পনান্ন ব্যবসায়ের বাড়ীর

মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা বে মদিরার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয়

দ্রব্য মিশ্রিত হয় নাই এমনত মদিরা পান করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, পেয়াদার কি কনষ্টাবলের উক্ত শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যাকারকের কিম্বা পোলীসের কোন কার্য্যাকারকের এমনত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে,

তিনি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরাব ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন,

ও বাধা দেওয়া গেলে, দ্বার ভাঙ্গিয়া ও উক্ত মতে প্রবেশ ও গৃহত করিবার বাধা জনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিয়া,

ঐ বাড়ীর স্বামীকে কি দখলীকারকে ও সেই শরাব বে-আইনী মতে পান করিবার কার্য্যে বাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। আবকারী কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে

আবকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, কিম্বা ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি মদিরা দি গৃহত কি অববেশ স্থানে অববেশ করিলে, তিনি তৎপরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদসম্পর্কে আপন উচ্চ কার্য্যকাবুকের নিকট করিবার ও গৃহত ব্যক্তিকে এন্ড্রিষ্টেট সাহেবের নিকট আন্ড্রিষ্টেট করিবেন, ও কার্য্যকাবুকের সাহেবের পরওয়ানামতে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকিলে, সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ গৃহত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য জেলন আন্ড্রিষ্টেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে কিম্বা সেই দ্রব্য গৃহত বা অববেশ করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সী আন্ড্রিষ্টেটের নিকট লইয়া যাইবেন।

না করিয়া থাকিলে, সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ গৃহত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য জেলন আন্ড্রিষ্টেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে কিম্বা সেই দ্রব্য গৃহত বা অববেশ করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সী আন্ড্রিষ্টেটের নিকট লইয়া যাইবেন।

৪৫ ধারা। পোলীসের কোন কর্মকারক কলিকাতা নগরের
কলিকাতার পোলীস কমি- মধ্যে এই আইনমতে কোন ব্য-
শ্রমের সাহেবের নিকট পো- জিকে কি কোন দ্রব্য হুত করিলে
লীসের কর্মকারকের রিপোর্ট কি অধেষণ করিলে, তিনি তৎপরে
করিবার কথা। চক্ষিণ স্বক্টার মধ্যে পোলীস
কমিশ্রনর সাহেবের নিকট সকল বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ
বিপোর্ট করিবেন, ও প্রেস্তার করা ব্যক্তিকে ও হুত দ্রব্য
সুবিধামতে হুয়ার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া
যাইবেন,

ও পোলীসের কমিশ্রনর সাহেব তৎকালেই কালেক্টর
সাহেবকে ঐ ব্যক্তির প্রেস্তার ও দ্রব্য হুত হওয়ার ও ঐ ব্যাপা-
রের বৃত্তান্তের সন্ধান জানাইবেন।

৪৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব লিখিত সন্ধান পাইয়া কিম্বা
অন্য কোন মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক
হুলবিশেষে কালেক্টর সাহে- কার্যদ্বারা কোন ব্যক্তিকে বে আইনী
বের প্রেস্তারী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা। মতে আবকারী মাহুলযোগ্য দ্রব্য
বিক্রয়ের কার্যে নিপুণ বলিয়া, কিম্বা

স্টাহার নিকট ৪৫ ধারামতে জন্ম হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন
দ্রব্য আছে বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে প্রেস্তার
করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কি নৌকার কি অন্য স্থানে আবকারী
কালেক্টর সাহেবের মাহুলযোগ্য দ্রব্য বে আইনীমতে প্রস্তুত
তলাশী পরওয়ানা দিতে করা যাইতেছে কিম্বা এই আইনমতে
পারিবার কথা। জন্ম হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য

বাধা গিয়াছে' কি গোপন করা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেবের
এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সেই ঘরে কি
নৌকায় কি স্থানে অবস্থান করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।
করপরাল বা হেড কনস্টেবলের অনধীন প্রেবীর কোন কার্য-
কারক ৪০ ধারার নির্দিষ্টমতে ঐ পরওয়ানা অনুসারে কার্য
করিতে পারিবেন।

৪৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে কোন
গ্রেপ্তার কি ধৃত কর- ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কি কোন দ্রব্য ধৃত
ণের পর কার্যপ্রণালীর কথা। করা গেলে কালেক্টর সাহেব বদ্রপ
তদারক করা আবশ্যক জ্ঞান করেন
তাহা করিলে পর ঐ গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে কিম্বা ঐ ধৃত দ্রব্য
কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট, কিম্বা সেই ব্যক্তি কি দ্রব্য কলিকাতা
নগরে ধৃত হইয়া থাকিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট
পাঠাইবেন কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ
ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা আবকারী কর্তৃকারক
কালেক্টর সাহেবের বা যে লোকদিগকে পেরাদাদেঁর জিম্মায়
আবকারী কর্তৃকারকের চালান করেন তন্মিন্ন কোন
চালানকরা লোকভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে
লোকদের বিষয়ে কার্য প্রণা- উক্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট তাঁহার
লীর কথা। । নামে উপস্থিত হইবার সমন
দিবেন।

৫০ ধারা। এই আইনের বিধানের বিপক্ষে কিম্বা এই

আবকারী মাহুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে বিক্রয় হইলে তাহা ধৃত করিয়া তাহা বিক্রয় করণ • সময়েই ধৃত হইয়া উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা যাইতে পারিবে।

মোকদ্দমার নীপত্তি হইলে, যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিলেন তাহাকে কিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কার্য হইবার আদেশ করেন তাহা লইয়া তদ্রূপ কার্য করা যাইবে।

৫১ ধারা। আবকারী মাহুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে এমত অনুভব করিবার কারণ থাকিলে, ঐ পরওয়ানা জারী করিতে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় তিনি কলিকাতা ভিন্ন সকল স্থানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের * ৩০৪ ও ৩৮৫ ও ৩৮৬ ধারার বিধানমতে ও উক্ত নগরে প্রেসি-

* যখন ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও প্রেসি-
ডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ঐ সকল ধারা বশবৎ ছিল। ঐ ধারাগুলি বর্তমান ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১০২ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের ও ১০৩ ও ১০৪ ধারায় তুল্য।

ডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়ক আইনের ১৬৪ ও ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার বিধানমতে কার্য করিবেন।

৫২ ধারা। পোলীসের সকল কর্মকারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, আবকারী কর্ম-
আবকারী কর্মচারিদিগকে কারকেরা নোটিস দিলে বা প্রার্থনা
পোলীসের কর্মকারকদের করিলে, এই আইনমতে উপযুক্ত রূপে
সাহায্য করিবার কথা। কার্য নিরূপিত বরণার্থে তাহাদের
সাহায্য করেন।

অষ্টম খণ্ড।

দণ্ড বিষয়ক বিধি।

৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া আবকারী
লাইসেন্স বিনা আবকারী মালুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি
মালুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক দ্রব্য
বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা। প্রস্তুত কি বিক্রয় করা প্রযুক্ত
তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

যে যে নিয়মানুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা-
দিগকে তাড়ী, যোগাইয়া দেওয়া যায় সেই সেই নিয়মে প্রতি,

কিন্মা গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে, তাড়ী কিন্মা তাহা হইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিন্মা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না। [১৮৮০ সালের ১ আইনের ১০ ধারা।]

কিন্মা কোন ব্যক্তি আপনার ব্যবহারের নিমিত্তে আমদানী করা কোন উগ্র শরাব কি গাঁজলা শরাব ক্রয় করিলেও মোকাম হইতে চলিয়া যাঁওনের সময়ে কি তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে সেই বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কি ১১ ধারার কোন কথা খাটিবেনা।

৫৪ ধারা। যে যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় . যে যে গাছে মাদকদ্রব্য কোম ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের হস্ত লাইসেন্স বিনা তাহা স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া সেই চাষ করিবার ও সেই কার্যে সেই গাছের চাষ করিলে কিন্মা উক্ত সহায়তা করিবার দণ্ডের বেআইনীমতে চাষ করণ কার্যের প্রতি দিলে তাঁহার ৫০০, পুঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদ্রূপে যে গাছের চাষ হয় তাহাও মৃত ও জল হওয়ার যোগ্য হইবে।

৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া ইউরোপীয় নিয়মমতে ভাটীখানা কি যবসুরা চোরাইবার স্থান প্রস্তুত করণের কি তাহার কার্য চালাওকনর কথা।
লাইসেন্স বিনা ভাটীখানা পীয় নিয়মমতে ভাটীখানা কি যবসুরা চোরাইবার স্থান প্রস্তুত করিলে কি তাহার কার্য, চালাইলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের

জন্মে তাঁহার একসহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তদ্রূপ কোন ভাটীখানায় কি যবমুরা চোয়াইবার স্থানে যে সকল মদিরা চোয়াইন যায় ও চোয়াইবার নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

৫৬ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত

ভাটীখানা কি যবমুরা
চোয়াইবার স্থান বিশেষ
কোর্ডের নির্দ্ধারিত বিধির
নির্বাহীতাচরণ করিবার দণ্ডের
কথা।

করা যায় ও বাহার কার্য্য চালান যায়
লাইসেন্স প্রাপ্ত এমন ভাটীখানার
কি যবমুরা চোয়াইবার স্থানের কোন
মালিক কি অধ্যক্ষ ৮ ধারাক্রমে
কোর্ডের নির্দ্ধারিত কোন বিধির বিপ-

বীতাচরণ করিলে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার দুই শত
টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫৭ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত

ইউরোপীয় ভাটীখানা
হইতে কিম্বা যবমুরা চুয়াই-
বার স্থান হইতে উগ্র কি
পোজলা শরাব বেয়াইনমতে
কিনিবার দণ্ডের
কথা।

হয় ও বাহার কার্য্য চালান যায় উগ্র
কি গাঁজলা যে শরাবের উপর মাসুল
দেওয়া যায় নাই কিম্বা বাহার মাসু-
লের বাণ্ড লিখিয়া দেওয়া যায় নাই
কিম্বা উক্ত প্রকারের যে শরাবের
নিমিত্ত কালেক্টর, সাহেব ছাড়পত্র

দেন নাই কোন ব্যক্তি লাইসেন্স
প্রাপ্ত সেই ভাটীখানা হইতে কি যবমুরা চোয়াইবার কোন
স্থান হইতে এমনত শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া
গেল তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া

যাইতে উদ্যোগ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫৮ ধারা। ৯ ধারামতে যে ভাটীখানা স্থাপিত হয় কোন ব্যক্তি ছাড়পত্র বিনা সেই ভাটীখানা এদেশীয় ভাটীখানা হইতে হইতে কোন উগ্র শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে,

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিশেষ ছাড়পত্র না পাইয়া ঐ ভাটীখানার চোয়ান উগ্র মদিরা ব্যবহার করিবার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে অন্য স্থানের চোয়ান ঐ মদিরা আনিলে কিম্বা অঙ্গনিতে উদ্যোগ করিলে [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭ ধারা।]

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য (১৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও) পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭ ধারা।]

৫৯ ধারা। এই আইনমতে যে ব্যক্তি মদিরা চোয়ান কি আবকারী কার্যকারকের বিক্রয় করেন তিনি কোন আবকারী আদেশ হইলেও লাইসেন্স কার্যকারকের আদেশমতে আপনার, দেখাইতে অস্বীকার করিবার লাইসেন্স না দেখাইলে, কি লাইসেন্স ভঙ্গ করণের কিম্বা এই আইনে আপন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ করণ সূচক

যে ক্রিয়ার অন্য বিধান নাই এমত ক্রিয়া করিলে,

কিম্বা ইহার পূর্ব ধারার বিধানের স্থলভিন্ন কোন স্থলে

ইচ্ছাপূর্বক ১০ ধারামতে বোর্ডের প্রণীত কোন বিধির বিপরীতা-
চরণ করিলে,

তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০ পঞ্চাশ টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তাহার অধীন কর্মচারির কি অন্য ব্যক্তির কোন দোষ
কি অমনোযোগহেতুক ঐ নিয়মভঙ্গ হইলেও ঐ প্রস্তুতকারকের
কি বিক্রেতারই স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

৬০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন খুজরা বিক্রেতা থোকে
খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রেতের
বিক্রয় করিলে ও থোকে দি- লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি খুজরা বিক্রয়
ক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিলে করিলে; তাহার উক্ত প্রত্যেক অপ-
রাধের জন্যে ২০০ দুই শত টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনের বিধান মানিয়া এই ধারার প্রথম প্রকরণের
কোন কথাক্রমে একইব্যক্তিকে থোকে ও খুজরা উভয় প্রকারে
বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওনের নিষেধ নাই।

কিন্তু কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনা-
রূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত
থোকে বিক্রেতারা এমনত অল্প পরিমাণের যে বীর কি ওয়াইন
কি উগ্র শর্যাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রক-
রণের কোন কথা বর্তিবে না। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১
আইনের ১১ ধারা,]

৬১ ধারা। ১৫ ধারায় অবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্যের

অবকারী মাল্লখোণা কিন্ম তাহা লইয়া প্রস্তুত কি
যত দ্রব্য ১৫ ধারার নির্দিষ্ট তাহাতে মিশ্রিত যে দ্রব্যের যে
হইল লাইসেন্স কি ছাড়পত্র পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল * কিন্ম ঐরূপ
বিনা তাহার অধিক নিকট কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা
রাখিবার দণ্ডের কথা।

* ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় আইনের ১২ ধারা।

প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স
প্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদের নিকট ঐ ২
দ্রব্য যোগাইয় দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন
ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কিন্ম এতৎ কার্যপক্ষে উপযুক্ত
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যকারকের ছাড়পত্রবিনা তাহার অধিক
পরিমাণের সেই দ্রব্য নিকট রাখিলে তাহার ৫০০ পাচ শত
টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। *

* কোন ব্যক্তি বিক্রয় করণের অভিপ্রায় ভিন্ন নিজ ভোগ

* নীচের মন্তব্য দেখ। ও ব্যবহারের জন্য সমুদ্রপথে আম-
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় আই- দানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাব
নের ৮ ধারা। নিকটে রাখিলে, তাহার প্রতি এই

* ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় আইনের ১২ ধারার দ্বিতীয় পদে এইরূপ
অভিপ্রায় ছিল যে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আইনের ৬১ ধারার দ্বিতীয় পদে
“ক্রয় করিলে” এই কথাটির পর “কিন্ম সাধারণ বাহক বা ওদামওয়ালারূপ
তাহা নিকটে রাখিলে” এই কথা দিতে হইবে। কিন্তু ১৮৮১ সালের বঙ্গীয়
আইনের ৮ ধারার দ্বারা ৬১ ধারার দ্বিতীয় পদের পরিবর্তে এরূপ একটি
নূতন পদ দেওয়া হইয়াছিল, বাহাতে “ক্রয় করিলে” কথা নাই, ইহার প্রতি-
দৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং অভিপ্রেত সংশোধন ব্যর্থ হইয়াছে।

ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

৬১ (ক) ধারা। কোন ব্যক্তি ১৭ক ধারামতে প্রচারিত

নিষেধ না মানিয়া কেহ জ্ঞাপনপত্র না মানিয়া ভিন্নদেশীয় ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুল- আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য যোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখি- নিকটে রাখিয়াছে কিম্বা উক্ত জ্ঞা- য়াছে দৃষ্ট হইলে দণ্ডের কথা। পনপত্রে কোন আবকারী মাসুল- যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি আছে তদধিক রাখিয়াছে, দৃষ্ট হইলে, তাহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারা।]

চিনি প্রস্তুত করিতে যে ৬২ ধারা। গাঁজলা শরাব নিকট ভাডীর ব্যবহার হয় তাহা রাখণের বিষয়ে ৬১ ধারার যে যে নিকট রাখার প্রতি ও লাই- বিধানের সম্পর্ক থাকে, গুড় কি সেঙ্গ প্রাপ্ত চাষিদের নিকট কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মাদকদ্রব্য রাখার প্রতি ইহার যে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় পূর্ব ধারার বিধান না বর্ত্তি- কি ব্যবহার হয়, তাহা রাখণের প্রতি বাব কথা।

ঐঐ বিধান খাটে না;

এবং মাদকদ্রব্য নিকটে রাখণের বিষয়ে ঐ ধারার যে বিধানের সম্পর্ক থাকে, ঐ ঐ দ্রব্য যে গাছে জন্মে এই আইনমতে সেই গাছের চাষ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেই দ্রব্য থাকিলে ঐ ঐ বিধান তাহার প্রতি খাটে না।

১৩৩ ধারা। পরন্তু উক্ত কোন চাষা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্র-

চাফিরা লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা গাছেব হিসাব দিতে না পারিলে ভিন্ন, কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা নদেব কথা

তা ভিন্ন কিম্বা কালেজিব সাহেবেব ছাড়পত্র কি লাইসেন্স প্রাপ্তে দ্রব্য করিবার উপর্যুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন, কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা তাহাব অধিকারগত ঐ গাছেব নমুনা কোন গাছেব কি তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের হিসাব দিতে না পারিলে, তাহাব ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৩ ধারা। ব্রিটনীয় ভাবতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারত-বর্ষেব, কোন স্থানে, যে উগ্র শবাব চোয়ান যায়, তাহা, উপর ১৯ ধারা-মতে নির্ধারিত মাসুল যে দেওয়া গেল, কালেজিব সাহেবেব ঐই মন্ত্বেব

এক ধারা ১০-১ মাসুল সাটিফিকেটযুক্ত ছাড়পত্র বিনা কোন ব্যক্তির নিকট ঐ শবাব পাওয়া গেল তাহাব ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারাদার কি তহসীল-দার

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে চোয়ান কি বিক্রয় করা হইতেছে ইং। জ্ঞান পুষক তাল্লা কয়দেব দণ্ডেব কথা। দাব কি গোমস্তা কি ভূমিব হস্ত কার্যাদায়ক লাইসেন্স অপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিব দ্বারা স্খাবকাণী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার অনু-মতি দিলে কিম্বা প্রস্তুত কি বিক্রয়

হইতেছে জিনিয়া তুফু করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০ পাচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৬ ধারা। কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবডাব কিম্বা দ্বা বিহীন অস্ত্র কিম্বা কি ঔষধীয় দ্রব্য প্রভৃতি বাটীর মধ্যে রাখা বিধিত। কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি পান করিবার অনুমতি দিলে ঔষধাদিগের বহুক সর্বাংশ ও সর্বো-
 ডাংশ নষ্ট কৰা। দশ কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনাব বস্ত্রে নিযুক্ত ব্যক্তি হিন্ন কোন ব্যক্তিকে আপনাব ব্যবসায়ের বাটীর মধ্যে উগ্র কি গাংজা যে শব্দবের সহিত প্রকৃত প্রস্থানে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত নাই এমন শরাব পান করিতে অনুমতি দিলে তাহার,

ও তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্বাংশ ও সর্বোংশ কালের মধ্যে কোন সময়ে ঐ বাটীর মধ্যে ঐ শরাব পান করেন তাহার,

এই কিম্বা অল্প কোন আইনমতে যে দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত ১০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা আপনাব দোকানের মধ্যে মাত- দোকানের মধ্যে মাতলামী কি দাঙ্গা পক্ষী প্রভৃতি হইতে দেওয়ার কি জুরাখেনা করিতে দিলে কিম্বা নষ্ট কৰা।

আবকারী মাদ্রাসযোগ্য দ্রব্যের বিনি-
 মনে কোন পরিধেষ বস্ত্র কি অস্ত্র দ্রব্য গ্ৰহণ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০ হই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৮ ধারা। পোলাসীর কোন কর্মকারক আবকারী কর্ম-
পোলাসীর। কর্মকারক কারকের সাহায্য করিতে আদেশ
আবকারী কর্মকারকের সা- পাইলেও বৈধ কারণ নী থাকিতে,
হাস্য না করিলে দণ্ডের কথা। তাঁহার সাহায্য করিতে তাচ্ছল্য
কি অস্বীকার করিলে তাঁহার ৫০০, পাঁচ শত টাকার অনধিক
অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৯ ধারা। সন্দেহ করিবার সম্ভবত কারণ না থাকিতেও
কর্মকারক আবকারী কোন কর্মকারক কোন
কষ্টজনকরূপে অন্বেষণ কি যত্নে কি নৌকায় কি অগ্নি হানে
রহত করিলে দণ্ডের কথা। প্রবেশ কি অবেষণ করিলে বা করাইলে

কিন্তু এই আইনমতে জরু হওয়ার যোগ্য কোন আবকারী
মাফুলযোগ্য দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিবার ছলে কষ্টজনকরূপে
ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ধৃত করিলে,

কিন্তু কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে
আটক রাখিলে কি তাঁহার গাতব্ধাশী করিলে কি তাঁহাকে ধৃত
করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্ত ৫০০, শত টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে আবকারী মাফুল-
মদাদি বেআইনীমতে যোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়
চাখান কি বিক্রয় করা করিলে যদি আবকারী কোন কর্ম-
গোলে আবকারী কর্মকারকের কারক ইহা জানিয়া অচ্ছল্য করেন,
কানিয়া তাচ্ছল্য করিবার ও স্থানকিশেষে স্বমত প্রাপ্ত
দণ্ডের কথা। কোন কার্যকারক যদি আপন কর্ম-

আবকারস্ হাওবুক।

কোন স্থানের মধ্যে লাইসেন্স বিনা পূর্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার দোকান স্থাপন করিবার অনুমতি দেন কিম্বা স্থাপনের কথা জানিয়াও তাচ্ছলা করেন,

তবে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার ৫০০ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১০ ধারা। কোন আবকারী কি পোলীসের কার্যকরক যৎনায় কার্যকরক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি গ্রেপ্তার করা প্রকৃতির বিপোর্ট দ্রব্য দ্রুত কি অগ্রেমন করিলে পাব করিবার বিধি। গ্রেপ্তার টকিশ বার্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের বর্ণনা দিতে মাজিষ্ট্রেট কি বিপোর্ট করিতে তাচ্ছলা করিলে,

কালেক্টর মাহেবের নিকট কিম্বা এই আইনমতে বাহ্যকে লইয়া যাওঁতে বিলম্ব করিলে গ্রেপ্তার করা যায় কি দিনান্তমতের

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিদগ্ন বিশেষ কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া হইতে বিলম্ব করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাহার ২০০ দুই শত টাকা অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১১ ধারা এই আইনের বিধানের বিপরীত অপরাধের যে সকল অর্থদণ্ড দাখ্য হন ও এই আইনমতে জজ হওয়ার যোগ্য বলিয়া যে সকল দ্রব্য দ্রুত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলিকাতা নগরে প্রেসি-

ডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎসম্পর্কীয় দণ্ড নির্ণয় করিবেন।

১২ ধারা কিম্বা অপরাধ হওয়ার তারিখ অবধি ইজদেজী পঞ্জিকামত

ছয় মাস গত হইলে পর, উক্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কার্য্য-
নুষ্ঠান করিবেন না।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোন আবকারী কার্য্যকারকের
সন্ধানমতে বিচার হইয়া উক্ত সকল অর্থদণ্ডের ও ক্রোক কর-
ণের আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব পাঁচ ধারার
কোন ধারামতে নালিশ হইলে তদ্রূপ সন্ধান আবশ্যক
হইবে না।

৭৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে যে কর্ম্ম
নির্বাহ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে
আদালতের অবজ্ঞাহেতুক
দণ্ডের কথা।
তাহার সম্মুখে খোলা কাছারীতে
কোন অবজ্ঞা হইলে তদ্ব্যতীত তিনি
দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

৭৪ ধারা। যে অপরাধে দুই শত টাকা কি তদধিক দণ্ড
হইতে পারে কোন ব্যক্তির এই আই-
নের বিধানের বিপরীত এমত কোন
অপরাধ নির্ণয় হইলে পর তাঁহার
পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে,
ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য আছে তদতিরিক্ত তাহার ছয়
মাসের অনধিক কারাদণ্ডও হইতে পারিবে।

ও দ্বিতীয়বার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর আর যতবার
তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হয় তত বার প্রথম অপরাধের
নিদ্ধারিত দণ্ডের অতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারা-
দণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে কারাদণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসি-

আবকার্স হাণ্ডবুক,

জেলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন আজ্ঞা করেন তেমনি হ'ল।
সামান্য বা কঠোর হইতে পারিবে।

৭৫ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে কোন দ্রব্য এই
আইনের বিধানের বিপরীতচরণ
করিয়া প্রস্তুত করা যায় কি কোন
বাক্তির নিকট থাকে এতৎকার্য্যপক্ষে
নিয়মমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকানন্দ
-সেই সকল দ্রব্য ও তাহা প্রস্তুত
করিতে যে সকল সরঞ্জামের ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করিবার
কল্পনাথাকে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন ও তাহা জব্দ হইবার
যোগ্য হইবে *।

এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন দ্রব্য ধৃত হইলে
তাহা যে পাত্র ও বস্তুর ও আবরণে থাকে এবং তাহা লগুনার্বে
যে জন্তুর ও যানবাহনের ব্যবহার হয় তাহা ও ধৃত ও জব্দ হইতে
পারিবে।

৭৬ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা যে২ বিধি করেন তদনুসারে
জব্দ করা সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার
নিমিত্ত কিম্বা তাহা লইয়া কার্য্য করি-
বার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে
সমর্পণ করা যাইবে।

৭৭ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তির আবকারী মাসুল-
সম্পত্তির দ্বারা অপ যোগ্য কোন দ্রব্য বেআইনীমতে
প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয় কি ক্রয় করণের
কিছুক্ষণ অধিকারে রাখণের,

কিন্তু যে গাছহইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় এমত গাছ বেআইনীমতে চাষ করণের অপরাধ নির্ণয় হইয়া অর্থদণ্ড আদায় হইলেন ।

ম জিঃষ্ট্র সাহেব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা আদায় হওবার কথা জানাইবেন ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ অপরাধ প্রকাশ করা যায়, কিন্তা যে দ্রব্য লইয়া অপরাধ হইল যে ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা ধরা যায় কিন্তা অপরাধিকে গ্রেপ্তার করা যায়, কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্বারিত বিধিমতে যে হার উচিত বোধ করেন সেই হাবানুসারে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐ দণ্ডের টাকা বাণ্টিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

ও এই আইনমতে কোন কার্যদ্বারা কোন ব্যক্তিদের বৈবক্তিকি হানি হইলে, ঐ টাকাহইতে তাহাদের হানিপ্রণও করিতে পারিবে ।

৭৮ ধারা । মোকদ্দমার বিচার দেওর পুরস্কার দিতে হইয়া নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বা পরে বোর্ডের সাহেবেরা দুই শতের অনধিক বত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা পুরস্কার দিতে পারিবেন ;

ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা অপরাধ প্রকাশ করা যায় কিন্তা যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ হয় তাহা কিন্তা অপরাধকে যে ব্যক্তিদের দ্বারা ধরা যায় তাহাদের মধ্যে ঐ পুরস্কার যে হাবানুসারে বিলি করা উচিত বোধ করেন, তাহার আদেশ দিতে পারিবেন ।

৭৯ ধারা । এই আইনমতে অর্থদণ্ডের যে সকল টাকা

অর্থদণ্ডের টাকা লইয়া, স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, বোর্ডের
যাচাই করাইবে ভবিষ্যের
সাহেবেরা তাহার অর্ধেকের অনধিক

কোন অংশ লইয়া গোয়েন্দাদের পূর্ব-
স্বাক্ষররূপ দেওয়াইতে, কিম্বা আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন
কার্যক্রমে কোন ব্যক্তিদের কষ্ট কি হানি হইলে তাঁহাদের হানি-
পূরণরূপ দেওয়াইতে পারিবেন।

৯ নবম খণ্ড।

সেনানিবেশ স্থানবিষয়ক বিধি।

৮০ ধারা। কোন সেনানিবেশ স্থানের সীমার মধ্যে
তথ্যহইতে দুই মাইলের মধ্যে কিম্বা
সেনানিবেশ স্থানে আব-
কারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত
ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধির
অধীন
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন স্থলে সেই
সীমাহইতে আর যত দূর নিষ্কার্য
করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে তৎ-
স্থানের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের
অনুমতি না হইলে, আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও
বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওয়া যাইবেনা, ও সেই দ্রব্যের
উপর স্নে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহাও ইজারা দেওয়া
না। কালেক্টর সাহেব কি কোন ইজারাদার ঐ সীমার

কি দূরত্বের মধ্যে লাইসেন্স দিয়া থাকিলেও উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদেশ করিলেই তাহা ভংগণাৎ রহিত করা যাইবে।

সেনানিবেশ হানের মধ্যে ৮১ ধারা। অন্য সকল বিষয়ে, গ্রেপ্তার কি তল্লাশ করিবার পূর্বোক্ত সীমার ও দূরত্বের মধ্যে নিম্নের কথা।

এই আইনের সকল বিধান সম্পূর্ণ-

রূপে প্রবল থাকিবে।

পক্ষ কোন সেনানিবেশের স্থানের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কিম্বা দ্রব্য অন্বেষণ করিতে হইলে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা গ্রেপ্তার কি অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে নোটিস দিতে পারিলেই প্রথম তাহাকে নোটিস দিবেন। দিতে না পারিলে সাধ্যমতে বিলম্ব না করিয়া উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকট ঐ গ্রেপ্তার হওয়ার বি অন্বেষণ করার রিপোর্ট করিবেন।

আবকারস্ হাণ্ডবুক । •

১০ দশম খণ্ড ।

বিবিধ বিধি ।

• ৮২ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি
এই আইনের বিধান হইতে পনপত্র প্রকাশ করিয়া দেশের কোন
আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য নিদিষ্ট ভূভাগের মধ্যে এই আইনের
মুক্ত করিতে পারিবার মধ্যে । সমুদয় বা কোন বিধান হইতে কোন
আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কিম্বা
ভিন্নাঙ্গীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন
এবং সময়ে সময়ে ঐরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ
মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন । [১৮৮১ সালের
বঙ্গীয় ৪ আইনের ১১ ধারা]

৮৩ ধারা । কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল
আপীলের কথা ।
আজ্ঞা করেন, তাহার উপর কমি-
শ্বনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে
পারিবে, কিন্তু ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে
কমিশ্বনর সাহেবের নিকট কিম্বা কমিশ্বনর সাহেবের কাছে
প্রেরণ করণার্থে কালেক্টর সাহেবের নিকট, ঐ আপীল উপ-
স্থিত করা প্রয়োজন ।

কমিশ্বনর সাহেব এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার
কমিশ্বনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে । কিন্তু আজ্ঞার
তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বোর্ডে ঐ আপীল উপস্থিত
করা প্রয়োজন ।

পরন্তু বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনামতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার উপর একেবারে আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮৪ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে কোন মিউনিসিপালিটির ইতিবাস্তবের বিধান থাকিলেও, স্থানীয় প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত লাইসেন্স দেওনের কার্য গবর্ণর জেনরেল সাহেবের অনুমতি অর্পণের কথা। গ্রহণ পূর্বক আবঙ্গারী মাহুলযোগ্য দব্য বিক্রয় করণের লাইসেন্স দেওনের ও না দেওনের ও ফিরিয়া লওনের যে কার্য ও ক্ষমতা উচ্চিত বোধ করেন, অর্থাৎ অগ্রের প্রতি অর্পণ করা না গেলে গবর্ণমেন্ট কার্যকারক আইন অনুসারে যে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য করিতে পারিতেন, কলিকাতা নগরের মিউনিসিপল সমাজের প্রতি কিম্বা অগ্র কোন মিউনিসিপালিটির প্রতি সেই সকল কার্য ও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে নিয়ম ও বিধি নির্ধারণ করেন ঐ সমাজ কিম্বা ঐ মিউনিসিপালিটি সেই সেই নিয়ম ও বিধিমতে আপনাপন এলাকার সীমার মধ্যে সেই ২ ক্ষমতাতে সেই ২ কার্য করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ধারার বিধান মতে যে যে কার্য ও ক্ষমতা অর্পণ করেন তাহা কোন সময়েই ফিরিয়া লইতে কি অগ্রথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্বিষয়ে উক্ত যে সমাজের কিম্বা মিউনিসিপালিটির সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদের সম্মতি না হইলে, ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

১৩২ আবকারস্ হাওরুক।

আরো সেই ক্ষমতাদি অর্পণ করা গেলে পর স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টে উক্ত সমাজের কি মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে বিনা উক্ত
প্রকারের কোন নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য করিবেন না।

৮৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাতেই সেনানিবেশ
স্থানের কার্য্য নিরূপণার্থ বিধান
সেনানিবেশ বিষয়ক ও
সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইন
ইন প্রবল রাখিবার কথা। ২২ আইনের কিম্বা সামুদ্রিক কষ্টম
বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনে
কিম্বা ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ ও ৪ আইনের কোন বিধানের
ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

সম্পূর্ণ।

